রাজসিংহ

(ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনীর নির্ব্বাচিত
অংশ অবলম্বনে বিরচিত)

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম-এ

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

নিবেদন

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ এক বিরাট উপন্যাস। তাকে কালোপযোগী নাট্যরূপ দিতে হলে নানা কারণে মূল উপন্যাসের কতকগুলি অংশ বর্জ্জন না করে উপায় নেই—একথা বর্ত্তমান কালের সুধী মাত্রেই স্বীকার করবেন। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা বাঙালীর ঘরে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্যের ন্যায় সমাদৃত। তাই রাজসিংহকে নাট্যরূপ দেবার সময় অত্যন্ত শঙ্কিত চিত্তে আমাকে পুঙ্খাপুঙ্খরূপে বিচার করতে হয়েছে কোন্ অংশ নাটকে গ্রহণ করব,—কোন্ অংশ বর্জ্জন করব। পরিশেষে দেখে আশ্বস্ত হলুম যে বাংলার সুধী সমাজ আমার "রাজসিংহের" নাট্যরূপ প্রীতির চক্ষে দেখেছেন। রস-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাশ বলেছেন—"মূল আখ্যান ভাগের এতটুকু বিকৃতি ঘটতে দেন নি। "রাজসিংহ" বঙ্কিমচন্দ্রেরই 'রাজসিংহ' হয়েছে।" স্বদেশ পত্রিকা বলেছেন,—"মূল কাহিনীকে কিছুমাত্র বিকৃত না করে কি ভাবে প্রয়োজনানুযায়ী অদল-বদল করা যায়, আলোচ্য নাট্যরূপে তারই সন্ধান পাই।"...বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনীর নির্ব্বাচিত অংশ অবলম্বনে নাটক রচনা করেও যে আমি বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনীর মর্য্যাদা রাখতে পেরেছি—এই আমার সান্ত্বনা।

—লেখক

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত

প্রথম অভিনয়ঃ শনিবার ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৪৭

সংগঠনকারীগণ

সত্ত্বাধিকারী	—	শ্রীসলিল কুমার মিত্র
পরিচালক	—	শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত
সুরশিল্পী	—	শ্রীধীরেন দাশ
নৃত্যশিল্পী	—	শ্রীবাদল কুমার
দৃশ্যশিল্পী	—	শ্রীবৈদ্যনাথ ব্যানার্জ্জি
রূপসজ্জাকর	—	শ্রীনন্দলাল গাঙ্গুলী
আলোক নিয়ন্ত্রণ	—	শ্রীমন্মথ ঘোষ
এম্প্লিফায়ার বাদক	—	শ্রীমধুসূদন আঢ্য
যন্ত্রীসঙ্ঘ	—	শ্রীধীরেন ব্যানার্জ্জি, শ্রীকমল ব্যানার্জ্জি, শ্রীকালী ব্যানার্জ্জি, শ্রীকার্ত্তিক চ্যাটার্জ্জি, শ্রীললিত বসাক, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে, শ্রীমিহির মিত্র, শ্রীশিশির মিত্র।

শিল্পীসঙ্ঘ

আলমগীর	—	শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত
রাজসিংহ	—	শ্রীজয়নারায়ণ মুখার্জ্জি
মাণিকলাল	—	শ্রীমিহির ভট্টাচার্য্য
মোবারক	—	শ্রীভূমেন রায়
দয়ালশা	—	শ্রীসুশীল ঘোষ
বিক্রম শোলাঙ্কী	—	শ্রীপ্রবোধ মুখোপাধ্যায়
জয়সিংহ	—	শ্রীচন্দ্রশেখর দে
সুরদাস	—	শ্রীরবীন বোস
দিলীর খাঁ	—	শ্রীদেবেন বন্দোপাধ্যায়
বখ্‌ত খাঁ	—	শ্রীমুরারী মুখার্জ্জি
দস্যু সর্দ্দার	—	শ্রীশান্তিদাস গুপ্ত
অনন্ত মিশ্র	—	শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
রত্না	—	শ্রীপশুপতি রক্ষিত
কাঠুরে	—	শ্রীনালনী বাগ
আসিরুদ্দিন	—	শ্রীরবি রায় চৌধুরী
খোজা	—	শ্রীফণি সাহা

অন্যান্য চরিত্রে :—বিষ্ণু সেন, শৈলেন রায়, ললিত ঘোষাল, জীবন কর্ম্মকার, অজিত বোস, ফণী সাহা, পবিত্র বোস, শীতল দত্ত, সন্তোষ ঘোষ, পতিতপাবন মুখোপাধ্যায়, সুকুমার ঘোষ, শৈলেন শিকদার।

নির্ম্মলকুমারী	—	শ্রীমতী শেফালিকা (পুতুল)
চঞ্চলকুমারী	—	শ্রীমতী ছায়াদেবী
উদীপুরী	—	শ্রীমতী অপর্ণাদেবী
জেবউন্নিসা	—	শ্রীমতী ঝর্ণা
যোধপুরী	—	শ্রীমতী মঞ্জু দে
চন্দ্রা	—	শ্রীমতী শেফালি দে
হিন্দুপরিচারিকা	—	শ্রীমতী মীণা
বাদী	—	শ্রীমতী সুলেখা

অন্যান্য চরিত্রে—শ্রীমতী মুরলী, বীণা ঘোষ, মীণা

চরিত্র পরিচয়

আলমগীর	—	দিল্লীর বাদশাহ
রাজসিংহ	—	মেবারের রাণা
মাণিকলাল	—	দস্যু ; পরে রাজসিংহের সেনানী
মোবারক	—	মোগল সেনাপতি
দয়ালশা	—	রাজসিংহের মন্ত্রী
বিক্রম শোলাঙ্কী	—	রূপনগরের রাজা
জয়সিংহ	—	রাজসিংহের পুত্র
সুরদাস	—	রূপনগরের ভক্ত সাধক
দিলীর খাঁ	—	মাগল সেনাপতি
বখ্‌ত খাঁ	—	ঐ
অনন্ত মিশ্র	—	রূপনগরের পুরোহিত
আসিরুদ্দিন	—	মোগল সেনানী

দস্যুসর্দ্দার, রত্না, কাঠুরে, খোজা, সৈনিক প্রভৃতি।

স্ত্রী

চঞ্চলকুমারী	—	রূপনগরের রাজকন্যা
নির্ম্মলকুমারী		ঐ সখী
চন্দ্রা	—	ঐ সখী
উদীপুরী, যোধপুরী	—	বেগম
জেবউন্নিসা	—	ঔরঙ্গজেবের কন্যা

পরিচারিকা, বাঁদী, নর্ত্তকী প্রভৃতি।

রাজসিংহ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পার্ব্বত্য পথ

অনন্ত মিশ্র। নারায়ণ, নারায়ণ, রক্ষা কর নারায়ণ—

মাণিক। ভয় নেই ঠাকুর, অত চেল্লাচ্ছ কেন? তোমার কোন ভয় নেই।

অনন্ত। ভরসাও নেই বাবা! গরীব বামুন। উদয়পুর যাব, পথ ঘাট চিনি না, তাই তোমাদের সঙ্গী হতে চেয়েছিলুম। বণিক বলে পরিচয় দিলে, তাইতো নিশ্চিন্ত হয়ে তোমাদের সঙ্গে আসছিলুম, কিন্তু এখন—

সর্দ্দার। এখন ঐ পথিকদের গুলীতে বধ করে ওদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করলুম, তাই পরিস্কার বুঝতে পেরেছ যে, আমরা বণিক নই, আমরা ডাকাত। তাই নয়?

অনন্ত। তা-তা-এত সব খুন জখম চোখের সামনে দেখে, তোমাদের বৃন্দাবনের গোঁসাই ঠাকুর মনে করি কি করে?

সর্দ্দার। বেশত, সবই যখন বুঝেছ তখন আর তোমায় ধোঁকা দিতে চাই না; এবার সঙ্গে কি আছে দিয়ে দাওতো চাঁদ।

অনন্ত। দোহাই বাবা, আমি গরীব ভিখারী, আমার সঙ্গে কিছু নেই—

সর্দ্দার। বটে! গাঁঠরী লুকচ্ছো কেন? ওতে কি আছে দেখি—

অনন্ত। কিছু নেই বাবা, আছে শুধু একখানা ছেঁড়া পুঁথী, আর খানিকটা কাগজ।

সর্দ্দার। বটে! এই রত্না, এই মানকে, ধরতো শালাকে মাটীতে ফেলে হাঁটুতে চেপে! দেখি গাঁঠরীতে ওর কোন বাবার ছেরাদ্দের ফর্দ্দ—

(সকলে অনন্তকে ধরিল)

অনন্ত। ওরে বাবা! গেলুম-গেলুম! হে ব্রাহ্মণী, হে ব্রহ্মণ্যদেব, বেঘোরে প্রাণ হারালুম বুঝি—

মাণিক। এই নাও সর্দ্দার, হীরের বালা, কিছু আশরফি, আর দুখানা চিঠি।

সর্দ্দার। হুঁ! কি চাঁদ, সঙ্গে নাকি কিছু নেই?

রত্না। সর্দ্দার, শালাকে কি করব? খতম করে দিই?

মাণিক। না, না ব্রহ্মহত্যা করে কাজ নেই; সঙ্গে যা ছিল তাতো পেয়েছি, এবার বেচারীকে ছেড়ে দে রত্না।

সর্দ্দার। উহুঁ ছাড়বিনে, ছেড়ে দিলেই বিট্‌লে বামুন গোলমাল বাঁধাবে। আজকাল রাণা রাজসিংহের যা দৌরাত্মি, রাণার শাসনে আমাদের মত বীর পুরুষেরা আর কিছু করে খেতে পায় না। চল, ওকে বরং এখানে বেঁধে রেখে আস্তানায় গিয়ে লুঠের মাল ভাগ বাঁটোয়ারা করিগে—

রত্না। সেই ভালো—বাঁধ শালাকে, আচ্ছা করে বাঁধ—

(অনন্তকে সকলে বাঁধিল)

সর্দ্দার। হ্যাঁরে মানকে, তুই তো লেখাপড়া জানিস? দেখতো এ চিঠি কার? (পত্রদান; মাণিকের পাঠ)

মাণিক। সর্দ্দার—সর্দ্দার—

সর্দ্দার। কি? কি দেখ্‌লি? কাজের না পুড়িয়ে ফেলব?

মাণিক। পুড়িয়ে ফেল্‌বে বলছ কি? এ যে হাজার আশরফির মাল।

সর্দ্দার। সেকি!

মাণিক। হ্যাঁ, এ চিঠি দিয়ে আমাদের মোটা রোজগার হবে।

সর্দ্দার। তার মানে? কে লিখেছে? কার চিঠি?

মাণিক। বেজায় রগড় সর্দ্দার, বেজায় রগড়। দিল্লীর আলমগীর বাদশা রূপনগরের রাজকন্যা চঞ্চলকুমারীকে বিয়ে করতে চায়। মোগলের সঙ্গে বিয়েতে রাজকন্যার মত নেই। তাই গোপনে রাণা রাজসিংহকে চিঠি লিখে অনুরোধ করেছে, মোগল বাদশার হাত থেকে তাকে উদ্ধার করতে।

সর্দ্দার। বলিস্ কি?

মাণিক। হ্যাঁ সর্দ্দার! চল, এই চিঠি নিয়ে আমরা রাণা রাজসিংহকে দিই গে। মোটা পুরস্কার মিলবে।

সর্দ্দার। আহা, বাছার আমার কি বুদ্ধিরে! বলি, রাণা যখন জিজ্ঞেস করবে এ চিঠি কোথায় পেয়েছ, তখন কি জবাব দেবে? তখন বলবে নাকি যে আমরা পাহাড়ী পথে রাহাজানি করে চিঠি পেয়েছি? বাওনা রাণা খুব ভাল করে পুরস্কার দেবে···একবারে প্রাণ দণ্ড।

মাণিক। তা ও তো বটে! এদিকটা আমি ভেবে দেখিনিতো? তবে চিঠি নিয়ে কি করবে?

সর্দ্দার। চিঠি থাক—সময় মত দিল্লীতে গিয়ে আলমগীর বাদশার দরবারে এই চিঠি পেস করবো। অনেক পুরস্কার পাব। এ চিঠি হাতে পেলে—

(হঠাৎ নেপথ্যে গুলীর আওয়াজ ; সর্দ্দার আর্ত্তনাদ করিয়া ভূমিশায়ী হইল)

রত্না। এ কি হল ! সর্দ্দার, সর্দ্দার—

মাণিক। সর্দ্দার কাবার ! আর এখানে নয় ; নিশ্চয় কেউ আমাদের দেখতে পেয়েছে। পালিয়ে চল্, পালিয়ে চল্।

[প্রস্থান

অনন্ত। ও বৃন্দাবনের গোঁসাই ঠাকুরেরা ! আমায় এ গুলী গোলার মধ্যে একা ফেলে পালিয়ে যেও না বাবা ! ব্রাহ্মণীর একা বামুন আমার বাঁধন খুলে দিয়ে যাও বাবা ! বাঁধন খুলে দিয়ে যাও !

(রাজসিংহের প্রবেশ)

রাজসিংহ। ভয় নেই পথিক, আমি বন্ধন মুক্ত কচ্চি। (তথাকরণ)

অনন্ত। দুর্গা, দুর্গা, হে মা বিপত্তারিণী, হে মা চণ্ডী, মনসা, সর্ব্বমঙ্গলা —রক্ষা কর মা, রক্ষা কর।

রাজ। আপনি অধীর হবেন না, আমাকে কিছু মাত্র ভয় নেই। অল্প কথায় বলুন, কি হয়েছে।

অনন্ত। আমি চার জনের সঙ্গে আসছিলুম, তাদের চিনি না, বললে তারা নাকি বণিক। তারপর এখানেএসে আমাকে মার ধোর করে সব কেড়ে নিয়েছে। সর্দ্দার একটু আগে বন্দুকের গুলীতে মরেছে।

রাজ। আমিই ওকে বধ করেছি ; কিন্তু আর তিন জন ?

অনন্ত। আর তিনজন এতক্ষণ পগাড়পার।

রাজ। তারা আপনার কাছ থেকে কি নিয়ে গেছে ?

অনন্ত। হীরের বালা, কয়টী আশরফি আর দুখানি চিঠি।

রাজ। চুপ—ওদের সাড়া পাচ্ছি, বেশীদূর যেতে পারেনি, আপনি এখানে থাকুন আমি দেখে আসছি।

অনন্ত। কোথায় যাবেন ? তারা তিনজন, আপনি একা !

রাজ। দেখছেন না, আমি রাজপুত সৈনিক ! রাজপুত যোদ্ধা প্রয়োজন হলে, তিনজন কেন, তিন সহস্রের সামনে দাঁড়াতে কথনো ভয় পায় না ব্রাহ্মণ।

[প্রস্থান

অনন্ত। হুঁ, চেহারা দেখে একজন বীর পুরুষ বলেই মনে হচ্ছে। ডাকাতের সর্দ্দারটাকে তো এক গুলীতে খতম করেছে, এবার ডাকাত তিনটাকে কাবার করে···ও কি ! ও পাহাড়ের ওপর কারা ! কোমরে তলোয়ার, হাতে বল্লম ! ওই যে আমায় দেখতে পেয়ে পাহাড় থেকে নেমে আসছে ! সর্ব্বনাশ, এক বিপদ থেকে উদ্ধার হতে না হতে আর এক বিপদে পড়ব নাকি ? না না, আর এথানে অপেক্ষা নয়। রাজকন্যা চঞ্চলকুমারীর কাজও উদ্ধার করতে পারলুম না, শেষ পর্য্যন্ত পৈতৃক প্রাণটা হারাব। ওই, তারা এসে গেছে, দিই লম্বা ছুট।

[প্রস্থান

(দয়ালশা ও কয়েকজন সৈনিকের প্রবেশ)

দয়াল। কি আশ্চর্য্য ! এই মাত্র এথানে লোকটাকে দেখলুম, গেল কোথায় ?

১মসেনা। মহামন্ত্রী, ঐ দেখুন, মহারাণার অশ্ব বিজয় এথানে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

দয়াল। মহারাণার অশ্ব ! তাইতো ! নিশ্চয় তবে, মহারাণা অশ্ব হতে অবতরণ করে নিকটেই কোথাও গিয়েছেন। নগর সীমান্তে মৃগয়া-শেষে অকস্মাৎ মহারাণা দলভ্রষ্ট হলেন, তাঁর অন্বেষণে এই পর্ব্বত সানুদেশে নেমে এসে দেখলুম এক ব্রাহ্মণকে, অদূরে রক্ষিত মহারাণার

প্রিয় অশ্ব বিজয় ! অথচ মহারাণার কোনও সন্ধান নেই। ব্যাপার তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

১ম সেনা। মহামন্ত্রী, ওই, ওই ! বুঝি সেই ব্রাহ্মণ—

দয়াল। ব্রাহ্মণ ! হ্যাঁ, হ্যাঁ, কিন্তু অমন উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন কচ্ছে কেন ? সৈনিকগণ, ওকে ধরতে পারলে হয়তো আমরা মহারাণার সন্ধান পাব। আর কাল বিলম্ব নয়, শীঘ্র চল, ব্রাহ্মণকে অনুসরণ কর।

[প্রস্থান

(ছুটিয়া মাণিকলালের প্রবেশ)

মাণিক। না, আর পালাবার উপায় নেই। সম্মুখে কালান্তক যোদ্ধা —কি করব—নিজেকে বাঁচতে হলে এই বর্শার আঘাতে—

(রাজসিংহের প্রবেশ)

রাজ। না, বর্শা নিক্ষেপ করতে তুমি পারবে না।

(পিস্তলের গুলী হাতে লাগিয়া মাণিক পড়িয়া গেল)

রাজ। এইবার ইষ্টদেবতাকে স্মরণ কর মূর্খ—

(অস্ত্রাঘাতে উদ্যত। মাণিকলাল পায়ে পড়িল)

মাণিক। দোহাই, আমাকে বধ করবেন না, আমি শরণাগত—

রাজ। শরণাগত ! (অস্ত্র কোষবদ্ধ করিলেন) বল, আর দস্যুবৃত্তি করবি নে ?

মাণিক। না, কখনও না। আপনি দয়া করে আমায় জীবন দান করলেন, এ জীবন আজ থেকে আপনার। এই আপনার পাদস্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা কচ্ছি, আর কখনও দস্যুতা করব না। চিরকাল আপনার দাসত্ব করব। এই দীনাতিদীন ভৃত্য হতেও হয়তো একদিন মহারাণা রাজসিংহের কিছুমাত্র উপকার হবে।

রাজ। তুমি, তুমি আমাকে চেন ?

মাণিক। মহারাণা রাজসিংহকে কে না চেনে?

রাজ। হু, দেখ, আমি তোমায় জীবন দান কল্লু‘ম, কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্ব হরণ করেছ, আমি যদি তোমাকে কোন প্রকার দণ্ড না দিই তাহলে রাজধর্ম্মে পতিত হব। তাই অন্ততঃ পক্ষে অতি লঘু কোন দণ্ড বিধান—

মাণিক। লঘুদণ্ড যদি দেবেন মহারাজ, তা হলে আদেশ করুন, সে দণ্ড আমি নিজের হাতে গ্রহণ করি—

(ছুরিকা দিয়া নিজের আঙ্গুল কাটিল)

রাজ। একি! নিজের হাতে নিজের অঙ্গুলি ছেদন কল্লে‘?

মাণিক। মহারাণা, যত নীচাশয় হই না কেন, তবু আমি রাজপুত। নিজের হাতে ব্রহ্মস্ব হরণের এই দণ্ড গ্রহণ করলুম মহারাণা!

রাজ। বন্ধু, তোমার বীরত্বে আমি মুগ্ধ। তোমার নাম?

মাণিক। অধীনের নাম মাণিকলাল সিংহ।

রাজ। মাণিকলাল, আজ থেকে তুমি আমার অশ্বারোহী সৈন্যভুক্ত হলে। উদয়পুরে যেয়ো, সেখানে তোমার বাস যোগ্য ভূমি দান করব।

মাণিক। যথা আজ্ঞা মহারাণা! এই নিন্ প্রভু! ব্রাহ্মণের নিকট হ’তে লুণ্ঠিত সামগ্রী।

রাজ। হী‹কবলয়, আর একি! পত্র! (পত্রপাঠ) তাইতো, এ যে বিষম সমস্যা কি করণীয় কিছুই যে সহসা স্থির করে উঠতে পাচ্ছি না। (পুনঃ পাঠ) “গুরুদেব হস্তে হীরক বলয় পাঠাইলাম। তিনি আপনার হাতে রাখী বাঁধিয়া দিবেন। তারপর আপনার রাজধর্ম্ম আপনার হাতে, আমার প্রাণ আমার হাতে। যদি দিল্লী যাইতে হয় দিল্লীর পথে বিষপান করিব।” মাণিকলাল, এ পত্রের কথা তুমি ছাড়া আর কে জানে

মাণিক। যারা জানত, তাদের একজন ওই ভূমিশায়ী—অন্য দুজনকেও মহারাণা গুহা মধ্যে নিহত করেছেন।

রাজ। উত্তম, তুমি গৃহে যাও। উদয়পুরে এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করো, এ পত্রের বিষয় কারো সাক্ষাতে প্রকাশ করো না।

মাণিক। যথা আজ্ঞা প্রভু!

[প্রস্থান

রাজ। পত্রের শেষাংশ দেখছি অন্য হস্তের লেখা, এও রমণী হস্তাক্ষর ; সম্ভবতঃ রাজকন্যার কোন সখীর হবে। (পাঠ) "বিপদে পড়িয়া পণ করিয়াছি যে, যে বীর আমাকে মোগল হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন, তিনি যদি রাজপুত হয়েন, আর যদি আমাকে যথাশাস্ত্র গ্রহণ করেন, আমি তাহার দাসী হইব ; হে বীরশ্রেষ্ঠ, যুদ্ধে স্ত্রীলাভ বীরের ধর্ম্ম। সমগ্র ক্ষত্রকুলের সহিত যুদ্ধ করিয়া পাণ্ডব দ্রৌপদী লাভ করিয়াছিলেন।" স্ত্রীলাভ! এই প্রৌঢ় বয়সে আবার বিবাহ! কিন্তু সে যাহোক, যেমন করে হোক রাজকন্যাকে মোগল হস্ত হতে আগে উদ্ধার করতেই হবে।

(দয়ালশা ও সৈনিকের প্রবেশ)

সকলে। মহারাণা কি জয়।

রাজ। দয়ালশা, কিছুক্ষণ পূর্ব্বে এক ব্রাহ্মণকে বসিয়ে রেখে গিয়েছিলুম, সন্ধান করে দেখতো সে কোথায়?

দয়াল। আমরা তাকে ধরতে যথেষ্ট চেষ্টা করেছি মহারাণা, কিন্তু ব্রাহ্মণ পলাতক।

রাজ। পলাতক! সে যা হোক, প্রিয়জনগণ, মধ্য প্রহর অতীত হয়েছে, সমস্তদিন আমার সঙ্গে মৃগয়ায় নিরত থেকে তোমরা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়েছ সন্দেহ নাই, এই পার্ব্বত্য পথে আবার আমাদের ফিরে যেতে হবে। যাদের যুদ্ধ করতে সাধ আছে; আমার সঙ্গে এসো, এই

উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশীর্ষে, আবার আরোহণ করতে হবে। আর যারা শ্রান্তিবোধ কর, উদয়পুরে ফিবে যাও।

দয়াল। রাণার আজ্ঞাবহ কোন মেবারী ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে রাণার সঙ্গ ত্যাগ করবে না। আমরা প্রত্যেকেই মহারাণার অনুগমন করব।

রাজ। তবে আব মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়, আমার সঙ্গে এস।

সকলে। জয় মহারাণা কি জয়—জয় মাতাজি কি জয়।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

রূপনগর প্রাসাদ চত্বর

(সুরদাসের গান, গানের শেষে চঞ্চলকুমারী ও
নির্ম্মলকুমারীর প্রবেশ)

গান

গৌরী সমঝে ভসম্ ভার—
পিয়ারী সম্‌ঝে কালা।
শচী সম্‌ঝে সহস্র লোচন,
বীর সম্‌ঝে বীর বালা॥
গঙ্গাগর্জ্জন শম্ভু জটপর—
ধরণী বৈঠত বাসুকী ফন্‌মে।
পবন হোয়ত অগণ সখা,
বীর ভজতি যুবতী মন্‌মে॥

চঞ্চল। সুরদাস, এ গান কেন সুরদাস ?

সুরদাস। নির্ম্মল মায়ের মুখে শুনলুম, তুমি দুশ্চিন্তায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছ, তাইতো তোমায় এ গান শোনাতে এলুম। ভয় কি মা? "শচী সমুখে সহস্র লোচন, বীর সমুখে বীরবালা।" আশীর্ব্বাদ করি, ভগবান গঙ্গাধর তোমার আকুল প্রার্থনা শুনবেন।

(চঞ্চলের প্রণাম, সুরদাসের প্রস্থান)

চঞ্চল। গঙ্গাধর আমার প্রার্থনা কৈ শুনলেন সখি ? গুরুদেব অনন্ত মিশ্র তো আজও উদয়পুর হতে ফিরলেন না। পিতাকে দিয়ে মোগল-সেনাপতিকে পাঁচ দিন অপেক্ষা করতে অনুরোধ করেছিলুম। রাত্রি প্রভাতেই তো পাঁচ দিন অতীত হবে।

নির্ম্মল। তাইতো ভাবছি—এখন উপায় কি ?

চঞ্চল। উপায় যাই হোক, আমি কখনো মোগলের দাসী হব না!

নির্ম্মল। আলমগীর বাদশার হুকুম তোমায় দিল্লী নিয়ে যেতে। মহারাণার সাধ্য নেই তাতে বাধা দেন।

চঞ্চল। সখি!

নির্ম্মল। আর এ তো সৌভাগ্যের বিষয়, যোধপুর বল, অম্বর বল, রাজা, বাদশা, [illegible], নবাব, সুব যা বল, কে না কামনা করে তার কন্যা দিল্লীর সিংহাসনে বসুক! পৃথিবীশ্বরী হতে তোমার এত আপত্তিই বা কেন ?

চঞ্চল। এখনো তোর পরিহাস! যা তুই এখান হতে চলে যা।

নির্ম্মল। আমি না হয় গেলুম, কিন্তু যাঁর অন্নে প্রতিপালিত হচ্ছি তাঁর মঙ্গল তো দেখতে হবে। তুমি যদি দিল্লী না যাও, তবে তোমার পিতা মহারাজ বিক্রম শোলাঙ্কীর কি অবস্থা হবে একবার ভেবেছ ?

চঞ্চল। ভেবেছি। আমি দিল্লী না গেলে আমার পিতা নিহত

হবেন ; রূপনগর গড়ের একখানি পাথরও অবশিষ্ট থাকবে না। না, আমি পিতৃহত্যা করব না, প্রভাতে বাদশাহী ফৌজ এলেই আমি তাদের সঙ্গে দিল্লী যাত্রা করব।

নির্ম্মল। এই তো সুবুদ্ধি হয়েছে।

চঞ্চল। সুবুদ্ধি বটে! তবে দিল্লী পর্য্যন্ত পৌঁছব না।

নির্ম্মল। তবে ?

চঞ্চল। এই দেখ। (আংটি দেখিতেছিল)

নির্ম্মল। এ কি! বিষের আংটী!

চঞ্চল। দিল্লীর পথে বিষ পান করব।

নির্ম্মল। বিষ পান! সখি, আর কি কোন উপায় নেই ?

চঞ্চল। আর উপায় কি ? কে এমন বীর পৃথিবীতে আছে যে আমায় উদ্ধার করে দিল্লীশ্বরের সঙ্গে শত্রুতা করবে ? রাজপুতানার কুলাঙ্গার সকলে মোগলের দাস ; আর কি সংগ্রাম আছে, না প্রতাপ আছে ?

নির্ম্মল। প্রতাপ নাই, সংগ্রাম নাই—কিন্তু রাজসিংহ রয়েছেন। আমার মন বলছে সখি, তোমার বিপদের কথা শুনে নিশ্চয়ই মহারাণা—

চঞ্চল। চুপ, পিতা আসছেন, সঙ্গে ও কে ?

নির্ম্মল। তুর্কীর পোষাক, সম্ভবতঃ মোগল দূত।

চঞ্চল। আয় সখি, অন্তরালে সরে আয়।

(উভয়ের প্রস্থান। অপর দিক হইতে মোবারক ও
বিক্রম শোলাঙ্কীর প্রবেশ)

বিক্রম। আসুন, আসুন খাঁ সাহেব, আশা করি আমার রাজপুরীতে আপনাদের অভ্যর্থনার যা কিছু ত্রুটী হয়েছে তা নিজগুণে ক্ষমা করবেন।

মোবারক। না রাও সাহেব। এই পাঁচ দিন ধরে আপনার

অতিথি বাৎসল্যে আমরা মুগ্ধ। কিন্তু আর তো অপেক্ষা করা চলে না। রাত্রি প্রভাতেই আপনার কন্যা, হিন্দুস্থানের ভাবী বেগমকে নিয়ে আমাদের দিল্লী যাত্রা করতে হবে।

বিক্রম। কালই যাবেন!

মোবা। আর থাকবার উপায় নেই রাও সাহেব, বাদশাহ আমাদের প্রতীক্ষায় রয়েছেন। বিলম্বে হয়তো তাঁর অসন্তোষের কারণ ঘটবে।

বিক্রম। না, দিল্লীশ্বরকে যখন কন্যাদান করতেই হবে, তাঁকে আর অসন্তুষ্ট করব না। আমি অক্ষম, দুর্ব্বল, তাই ভয় হয়, দিল্লীতে গিয়ে আমার কন্যার অদৃষ্টে না জানি কত দুঃখ, কত নির্য্যাতন রয়েছে।

মোবা। আপনি এ কি বলছেন, আপনার কন্যা নির্য্যাতিতা হবেন কেন?

বিক্রম। জানেন তো, বালিকা বুদ্ধিবশে বাদশাহের প্রতিকৃতি দেখে সে একদিন ব্যঙ্গ করেছিল।

মোবা। জানি, রাজকন্যা বাদশাহকে কুৎসিত বলে উপহাস করেছিলেন। সেই তসবীর ওয়ালীর মারফৎ সে খবর বাদশাহের কাণে পৌঁছেছে। সুন্দরী তরুণীর মুখের সে উপহাস শুনে বাদশাহ কৌতুক অনুভব করেছেন। সন্ধান করে জেনেছেন, উপহাসকারিণী ভারতের অদ্বিতীয়া সুন্দরী। বাদশাহের অন্তঃপুরের সৌন্দর্য্য গর্ব্বিতা উদীপুরী বেগমও তার কাছে দাঁড়াতে পারবে না। তাই বাদশাহ তাকে হিন্দুস্থানের ভাবী বেগমরূপে বরণ করে নিয়ে যেতে আমায় পাঠিয়েছেন রূপনগরে।

বিক্রম। খাঁ সাহেব—

মোবা। আপনার কন্যার বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন রাও সাহেব।

বিক্রম। হঁ্যা, নিশ্চিন্ত হব বৈকি, যদি কোন দরিদ্র কৃষক হতুম তা হলে কন্যাকে দিল্লী পাঠাবার আগে খরস্রোতা নদীজলে ডুবিয়ে নিশ্চিন্ত হতুম, কিন্তু, কিন্তু আমি যে রাজা! লক্ষ লক্ষ প্রজার ভবিষ্যৎ দেখতে হবে! তাই কন্যাকে দিল্লী পাঠিয়ে এবার রাজ্য, প্রজা, সব বিষয়ে পরম নিশ্চিন্ত হব।

মোবা। এ সব কথার অর্থ কি রাওসাহেব? আপনার কন্যাকে বাদশাহের বেগমরূপে দেখতে আপনি কি মর্ম্মাহত?

বিক্রম। না, না, কে বলে মর্ম্মাহত? হাঃ হাঃ হাঃ! ও কিছু নয়, আমার মাঝে মাঝে কি রকম যেন মস্তিষ্ক বিকার ঘটে! বড় আনন্দ কি না, তাই আনন্দে মাথা খারাপ হয়ে যায়। প্রলাপ বৈকি! দিল্লী পাঠাব না? নিশ্চয় পাঠাব? ক্ষুদ্র ভুঁইয়া রাজা আমি, আমার কন্যা পৃথিবীশ্বরী হতে চলেছে, আমি পাগল হব না তো কে হবে? চলুন, চলুন খাঁ সাহেব, রাত্রি প্রভাত হয়ে এল, যাত্রার আয়োজন করবেন চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান

(পুনঃ চঞ্চলকুমারী ও নির্ম্মলকুমারীর প্রবেশ)

চঞ্চল। দেখলে সখি, পিতার অবস্থা দেখলে! আমার জন্যে পিতা হয়তো শেষে সত্যই পাগল হয়ে যাবেন।

নির্ম্মল। সখি!

চঞ্চল। তবু উপায় নেই; পিতাকে এই অবস্থায় রেখেই আমাকে দিল্লী যাত্রা করতে হবে।

নির্ম্মল। সত্যি যদি যাবে, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

চঞ্চল। না, না, তুমি আমার সঙ্গে কোথায় যাবে?

নির্ম্মল। আমি সঙ্গে যাবই। তুমি যদি সম্মত না হও, তা হলে নিশ্চিত জেন, তুমি দিল্লী গেলেও আমি অলক্ষ্যে তোমার অনুসরণ করব।

চঞ্চল। কেমন করে?

নির্ম্মল। মনে নাই, বাদশাহের যোধপুরী বেগম তোমার কাছে পাঞ্জাসহ এক দূতী প্রেরণ করেছিলেন?

চঞ্চল। হাঁ, মনে পড়ে সেই দূতী আমায় বলেছিল, "রাজকন্যা পারতো বিষপান করো, তবু বাদশাহী হারেমে প্রবেশ কোরো না।"

নির্ম্মল। যাবার সময় দূতী সেই পাঞ্জাখানি ফেলে গেছে; এই দেখ সেই পাঞ্জা—এই পাঞ্জার সাহায্যে আমি বাদশাহের হারেমে প্রবেশ করব।

চঞ্চল। তার প্রয়োজন হবে না সখি,—তার আগেই চঞ্চল-কুমারীর মৃত দেহ দিল্লীর পথের ধূলায় লুটিয়ে পড়বে।

(নেপথ্যে) অনন্ত মিশ্র। মা, মাগো—

চঞ্চল। কার কণ্ঠস্বর! গুরুদেব মিশ্র ঠাকুর না?

নির্ম্মল। হ্যাঁ তাই তো।

(অনন্ত মিশ্রের প্রবেশ)

অনন্ত। এই যে মা, লক্ষ্মী, সরস্বতী দুজনেই এখানে হাজির আছ।

নির্ম্মল। সংবাদ কি ঠাকুর! আপনি অত হাঁপাচ্ছেন কেন?

অনন্ত। আর হাঁপানো, এতক্ষণ যে একেবারে দম বন্ধ হয়ে যায়নি সেই নারায়ণের অনুগ্রহ! ওঃ এই বৃদ্ধ বয়সে যেন আরবী ঘোড়ার মত ছুটেছি।

নির্ম্মল। মহারাণাকে সখির পত্র দিয়েছেন?

অনন্ত। সে যদি দিতে পারতুম, তবে আর এমন করে, প্রাণ হাতে নিয়ে ছুটতে হোত?

চঞ্চল। তার মানে!

অনন্ত। ডাকাত-ডাকাতে ধরেছিল মা! চার ব্যাটা যোয়ান আমায় মহারাণার রাজ্য সীমায় পথের মধ্যে বেঁধে ফেলে হীরের বালা, চিঠি, সব লুটে নিলে—

চঞ্চল। সে কি!

অনন্ত। মরে যেতুম মা, এ বৃদ্ধ বয়সে অপঘাতে মরতুম! ভাগ্যিস্ এক দেবদূতের মত মহাবীর কোথা হতে হাজির হলেন, ডাকাতের সর্দ্দারটাকে মেরে আমার বন্ধন মুক্ত করলেন; তারপর তাড়া করলেন দলের আর সব ডাকাতদের···

নির্ম্মল। কে সে মহাবীর?

অনন্ত। তা জানিনে মা, বয়সে প্রৌঢ়, অথচ মনে হল, দিক্ হস্তীর ন্যায় বলশালী! সেই বীর পুরুষ ডাকাতদের অনুসরণ করলেন। দূর থেকে আর একদল অস্ত্রধারী পুরুষ, বোধ হয় তারাও আর একদল ডাকাত, তাদের আসতে দেখে আমি আর বিলম্ব করলুম না—দে ছুট্, দে ছুট্, সোজা একেবারে এই রূপনগরে।

চঞ্চল। ঠাকুর—

অনন্ত। বড় ক্লান্ত হয়েছি মা, একটু বিশ্রাম করিগে প্রয়োজন হলে পরে আবার আসব। নারায়ণ, নারায়ণ।

[প্রস্থান

চঞ্চল। কি হবে সখি? শেষ আশার দীপও এমনি করে নিভে গেল! মহারাণার নিকট আমার পত্র পৌঁছুল না। তবে আর আমার বিষপান ভিন্ন অন্য উপায় কি নির্ম্মল!

নির্ম্মল। উতলা হয়ো না সখি, শুনলে না উদয়পুর রাজ্য সীমায় দস্যু দমনকারী প্রৌঢ় মহাবীরের কথা? কেন জানি না, সেই বীর

পুরুষের কথা শুনে আমি যেন অন্ধকারেও নূতন আশার আলো দেখতে পাচ্ছি।

চঞ্চল। নির্ম্মল!

নির্ম্মল। আয় সখি, যাত্রার আয়োজন করবি, ভবিষ্যৎ দেবদেব শঙ্করের হাতে।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

পার্ব্বত্য পথ। মাণিকলাল ও কাঠুরিয়া

কাঠুরিয়া। এই দেখনা কর্ত্তা, এই তো দিল্লী যাবার পথ।

মাণিক। এই রূপনগর হতে দিল্লী যাবার পথ! সামনে খাড়া পাহাড় উঠে গেছে। দুই পাহাড়ের চূড়া যেন আকাশ ছুঁয়েছে, তার মাঝখানে অতি সঙ্কীর্ণ পথ। দিল্লী যেতে হলে এই পথেই অগ্রসর হতে হবে?

কাঠু। হ্যাঁ, এ ছাড়া আর যাবার পথ নেই। চল কর্ত্তা, আঁধার পথে যেতে তোমার ভয় লাগেতো আরও খানিকটা এগিয়ে দিয়ে আসি।

মাণিক। না ভাই, আর আমায় এগিয়ে দিতে হবে না। আমি এবার নিজেই যেতে পারব। বিদেশ বিভুঁয়ে রাস্তা চিনি না বলে তোমায় পথ দেখাতে বলেছিলুম, তুমি অনেক কষ্ট করে আমার সঙ্গী হয়েছ; এই নাও তোমার পুরস্কার।

(অর্থদান ও কাঠুরিয়ার প্রস্থান)

মাণিক। পথ এতক্ষণ ভালো করে লক্ষ্য করে এসেছি; সামনে দুধারে ঐ উঁচু পাহাড় থেকে শত্রুকে গুপ্তভাবে আক্রমণ করবার যেমন অপূর্ব্ব সুযোগ তেমন আর কোথাও নেই। রূপনগরের রাজকন্যাকে নিয়ে দিল্লী যাত্রী সেনাকে আক্রমণ করবার জন্য নিশ্চয় মহারাণা ঐ পর্ব্বত শিখরে আত্ম গোপন করে আছেন। ওখানে এখন যাওয়া হবে না! রাণার সঙ্গীরা আমায় চেনেন, যদি শত্রু মনে করে অতর্কিতে আক্রমণ করে। তার চেয়ে এখান থেকে সঙ্কেত ধ্বনি করি, "জয় মহারাণা কি জয়! জয় মাতাজিকি জয়"

(চার পাঁচজন রাজপুত সৈন্য পাহাড়ের অন্তরাল হইতে
মাণিকলালকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল,
সহসা রাজসিংহের প্রবেশ)

রাজ। ক্ষান্ত হও। বধ করো না। যাও, তোমরা আত্মগোপন করগে।

[সেনিকদের প্রস্থান

মাণিকলাল, তুমি এখানে কেন এসেছ?

মাণিক। আমি মহারাণার ভৃত্য, প্রভু যেখানে ভৃত্যও সেখানে যাবে। আমি সন্ধান নিয়ে জেনেছি, মোগলের সংখ্যায় দুই সহস্র, আপনার সঙ্গে মাত্র শত দেহরক্ষী, এসব জেনেও কোন প্রাণে নিশ্চিন্ত থাকব প্রভু? একদিন আপনি আমার জীবন দিয়েছিলেন, তাই হয়তো এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে আমাদ্বারা আপনার সামান্য উপকার হতে পারে, তাই আপনার সন্ধানে এসেছি।

রাজ। কিন্তু আমি যে এখানে এসেছি, তা কি করে জানলে?

মাণিক। রূপনগরের রাজকন্যা তাঁকে মোগলের হাত থেকে উদ্ধার করতে পত্রে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। ভারত গৌরব রাণা রাজসিংহ সে

পত্র পেয়ে যে নিশ্চিন্ত থাকবেন না···এটুকু বোঝবার ক্ষমতা এ দাসের আছে মহারাণা—

রাজ। কিন্তু এ পার্ব্বত্য পথে—

মাণিক। বলছি প্রভু, সেদিন উদয়পুর সীমান্তে আপনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মাতৃহারা শিশু কন্যাটিকে আমার কোন আত্মীয়ার কাছে রেখে আবার সেই পর্ব্বত সানুদেশে ফিরে এলুম। দেখলুম, বহু অশ্ব ক্ষুব চিহ্ন! লক্ষ্য করে দেখলুম, সে চিহ্ন উদয়পুর রাজধানীর পথে নয়, বিপরীত দিকে। তখনই অনুমান করলুম, মহারাণা রূপনগরের রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে যাত্রা করেছেন। দুই সহস্র মোগলের সঙ্গে শত দেহ রক্ষী নিয়ে সম্মুখ যুদ্ধ সম্ভব নয়; তাই অনুমান করলুম যে আপনি দিল্লীর পথে কোথাও আত্মগোপন করে আছেন। এক কাঠুরে আমায় দিল্লীর পথ দেখিয়ে দিল। এখানে এসে ঐ উত্তুঙ্গ পর্ব্বত মালা দেখে বুঝলুম, এই গুপ্ত আক্রমণের চমৎকার স্থান।

রাজ। তুমি কুটকৌশলী যোদ্ধা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ঠিক তোমার মতই একজন চতুর লোকের আমি সন্ধান করছিলুম। তোমাকে আমার প্রয়োজন আছে মাণিকলাল—

মাণিক। আদেশ করুন।

রাজ। আমি যা বলি করতে পারবে?

মাণিক। মানুষের পক্ষে যা সম্ভব তা আমি নিশ্চয়ই পারব।

রাজ। শোন, মুষ্টিমেয় সঙ্গী নিয়ে মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণ দিতে পারি, কিন্তু জয়ী হতে পারব না। যুদ্ধ করে রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে পারব না। তাই আগে কৌশলে রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে হবে, তারপর হবে যুদ্ধ। রাজকন্যা যদি যুদ্ধক্ষেত্রে থাকেন, হয়তো তিনি

আহত হবেন। পূর্ব্বাহ্নেই যে করে হোক রাজকন্যাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে দিতে হবে।

মাণিক। কি করে তা করতে হবে বলুন?

রাজ। তোমাকে মোগল অশ্বারোহী বেশে কাল প্রত্যুষে মোগল সেনার সঙ্গে আসতে হবে। ছদ্মবেশে সর্ব্বক্ষণ রাজকন্যার শিবিকার পাশে পাশে থাকবে।

মাণিক। থাকব, তারপর—

রাজ। মোগল সেনা যখন রাজকন্যাকে নিয়ে ঐ রন্ধ্র পথে প্রবেশ করবে—ঠিক সেই মুহূর্ত্তে—

মাণিক। কি প্রভু?

রাজ। না, চল, তোমায় আমার সমস্ত আয়োজন দেখিয়ে দিচ্ছি—। মনে রেখো, রাত্রি প্রভাতের পূর্বে তোমায় মোগলের ছদ্মবেশে মোগল সেনাদলে স্থান করে নিতে হবে।

মাণিক। তবে আমায় দয়া করে একটী ঘোড়া বখ্‌শিস্ করুন।

রাজ। আমরা এক শত যোদ্ধা, এক শত ঘোড়া; আর ঘোড়া নাই যে তোমায় দিই। অন্য কারুর ঘোড়া দিতে পারব না। ইচ্ছা হয়, আমার ঘোড়া নিতে পার।

মাণিক। প্রাণ থাকতে তা পারব না প্রভু, ঘোড়া চাই না। আমায় শুধু প্রয়োজনীয় হাতিয়ার দিন।

রাজ। মৃগয়া করতে এসে এই যুদ্ধ উপস্থিত হল—সঙ্গে অতিরিক্ত হাতিয়ার কোথায়? ইচ্ছা হয় আমার অস্ত্র নাও।

মাণিক। থাক প্রভু, কিন্তু মোগলের পোষাক—

রাজ। তাই বা আমি কোথায় পাব?

মাণিক। তবে অনুমতি দিন, যে প্রকারে পারি আমি সংগ্রহ করে নেব।

রাজ। কি? আবার চুরী ডাকাতি করবে?

মাণিক। আপনার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি প্রভু,—জীবনে সে কাজ করব না।

রাজ। তবে?

মাণিক। চুরী ডাকাতি করব না—তবে ঠকিয়ে নেব।

রাজ। যুদ্ধক্ষেত্রে সবাই চোর—সবাই প্রবঞ্চক। তার প্রমাণ আমি নিজে। আমি দিল্লীর বাদশাহের ভাবী বেগমকে চুরী করতে এসেছি, তাই চোরের মত লুকিয়ে আছি।

মাণিক। প্রভু!

রাজ। আমি অনুমতি দিচ্ছি মাণিকলাল—যেপ্রকারে পার তুমি প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি সংগ্রহ করো। তার আগে এসো, এই সুড়ঙ্গ মধ্যে রাজকন্যার শিবিকার পাশে থেকে তোমায় যে কৌশল অবলম্বন করতে হবে—সব বুঝিয়ে দিচ্ছি।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

বনপথ। সুরদাস একাকী গান গাহিতেছিল

গান

কানন-নিবাসী সীতা, রঘু-পুরী আঁধিয়ার।
তমসার তীরে হে বাল্মিকী, গাহ পুণ্য চরিত তাঁর॥
সোণার প্রতিমা, ননীর পুতলী বনপথে চলে যায়,
ওগো হিন্তাল, তাল, তমাল, ব্যজন করগো যায়,
চরণের তলে জাগো নব-তৃণ যাত্রা-পথের ধার॥
নমো নমো নদী-ক্ষীর-ধার তব দিও মাতা জানকীরে,
নমো বনস্পতি ফলভারনত, পুণ্য-সলিলা তীরে,—
ধরার-দুলালী একা-একা চলে যায়,
সাথী হ'য়ো পথে তাঁর॥

(গানের শেষ নির্ম্মলকুমারীর প্রবেশ)

নির্ম্মল। সুরদাস—সুরদাস—

সুর। কে, একি! নির্ম্মল মা!

নির্ম্মল। সুরদাস, তুমি এ বনপথে কেন?

সুর। তবে কোথায় যাব মা? রূপনগরের রাজপুরী অন্ধকার করে চঞ্চলা রাজলক্ষ্মী আজ বনবাসে চলেছেন, তাই বনপথে আশ্রয় নিয়েছি মা—

নির্ম্মল। সুরদাস—

সুর। তুমি এসেছ ভালই হয়েছে মা। এখানে কেউ শুনবে না; চল, এ আমরা বনের পশু পাখীর সঙ্গে একবার গলা মিলিয়ে প্রাণ ভরে কাঁদি।

নির্ম্মল। না, সুরদাস কাঁদব কেন! রাজপুতের মেয়ে মরণের কাল সাপ নিয়ে বেদেনীর মত খেলা করে—জহর ব্রতের লেলিহান চিতানল রাজপুত মেয়েকে মাথা নুইয়ে প্রণাম করে। রাজপুতের মেয়ে তো কাঁদতে জানে না সুরদাস! ভুলে গেছ···রাজপুতনা যে মরুভূমির দেশ! এখানে মেঘবাদল নেই;

সুর। মা—

নির্ম্মল। তুমি রাজপুরীতে ফিরে যাও সুরদাস। শোকাচ্ছন্ন জনক জননীর পাশে দাঁড়াও গে, তাঁদের ধৈর্য্য ধরতে বল, সান্ত্বনা দাও।

সুর। আর তুমি?

নির্ম্মল। চঞ্চল কুমারীকে অনুনয় করেছিলুম আমায় সঙ্গে নিতে। সে স্বীকৃতা হল না। আমায় ফেলে সে চলেছে দ্বিসহস্র মোগলের সঙ্গে দিল্লীর পথে। সে আমায় সঙ্গে না নিক, আমিও একবার দেখব, যাত্রা পথ কতদূর···জীবনের এপারে, কি ওপারে।

সুর। সে কি! না, না, আমার কথা শোন নির্ম্মল মা, গৃহে ফিরে চল।

নির্ম্মল। বৃথা অনুরোধ করোনা সুরদাস। তুমি তো জান, এ জীবনে আমি কখনো সঙ্কল্পচ্যুত হই নি। কারু সাধ্য নাই আমার পথ রোধ করে; যাও, তুমি গৃহে যাও—

সুর। কিন্তু তোমায় একা একা—

নির্ম্মল। একা নই, আমার সঙ্গী এই! (ছুরী দেখাইল)

সুর। মা—

নির্ম্মল। পিতা মাতাকে সান্ত্বনা দাওগে। অনর্থক কালক্ষেপ কোরোনা। ভক্ত সাধক, যতক্ষণ এখানে সময় নষ্ট করছ, ততক্ষণ দেব-

দেব মহাদেবের পায়ে বিল্বদল দিয়ে রাজকন্যার জন্য প্রার্থনা করগে। হয়তো তোমার আবাহনে ঘুমন্ত দেবতা জাগলেও জাগতে পারেন।

সুর। আচ্ছা মা, আমি যাই, দেবাদিদেবের পূজা দিতে যাচ্ছি।

[প্রস্থান

নির্ম্মল। পাথরের দেবতা জাগবে! হায় মহারাণা রাজসিংহ, দেবাদিদেব মহাদেব জ্ঞানে যে কুমারী—তোমার উদ্দেশ্যে, তার যথা-সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে তোমার চরণে আশ্রয় চাইল, তুমি কি তার ডাকে সাড়া দেবে না বীর শ্রেষ্ঠ! এমন বিপন্ন আশ্রিতাকে তুমি নির্ম্মম হৃদয়-হীন কাপুরুষের ন্যায় বর্জ্জন করবে?

নেপথ্যে মাণিক। কে বলে রাজসিংহ হৃদয়হীন কাপুরুষ! আশ্রিত রক্ষা রাজসিংহের জীবন-ব্রত।

(মোগলবেশে মাণিকলালের প্রবেশ)

নির্ম্মল। কে, কে কথা কইলে! একি! মোগল সেনানী।

মাণিক। ভয় নেই, আমি মোগল সেনানী নই, আমি রাণা রাজ-সিংহের ভৃত্য—

নির্ম্মল। অলক্ষ্য হতে আমাদের কথা শুনেছ, তাই বলছ—তুমি রাজসিংহের ভৃত্য! দূরে দাঁড়াও প্রতারক, নইলে (ছুরী তুলিল)

মাণিক। বিশ্বাস কর সুন্দরী; আমি অলক্ষ্য হতে তোমাদের সব কথা শুনেছি সত্য, তবু বিশ্বাস কর, আমি প্রতারক নই; রাণা রাজসিংহ আমার প্রভু—

নির্ম্মল। রাজসিংহ তোমার প্রভু? তুমি মোগল—

মাণিক। না, আমি রাজপুত, এ আমার ছদ্মবেশ; তার প্রমাণ এই দেখ— (গোঁফ খুলিল)

নির্ম্মল। তা এ বেশে কেন?

মাণিক। আড়াল হতে শুনেছি, তুমি রূপনগরের রাজকন্যার মঙ্গলার্থিনী, তাঁর সখি, তাই তোমাকে কিছু জানাতে আমার সঙ্কোচ নাই। আমি মোগল সেজেছি রাণা রাজসিংহের আদেশে—

নির্ম্মল। রাণা রাজসিংহ ! তিনি কোথায় ?

মাণিক। এখান হতে দুক্রোশ দূরে গিরিবর্ত্মে আত্মগোপন করে রয়েছেন। সেই গিরিবর্ত্ম ধরে মোগল সেনাদল রাজকন্যাকে নিয়ে যখন দিল্লীর পথে অগ্রসর হবে, অতর্কিত আক্রমণে মহারাণা তখন রাজকন্যাকে উদ্ধার করবেন।

নির্ম্মল। সত্য, সত্য সেনানী ?

মাণিক। চঞ্চলকুমারীর সখীকে মিথ্যা কথা বলে আমার কোন লাভ নেই।

নির্ম্মল। তা…মহারাণা দুক্রোশ দূরে গিরিবর্ত্মে, মোগল সেনাও রাজকন্যাকে নিয়ে সেদিকে অগ্রসর হয়েছে, তুমি কেন এখনো পশ্চাতে পড়ে ?

মাণিক। মহম্মদ খাঁকে তালা চাবি বন্ধ করে আসতে একটু দেরী হয়ে গেল…তাই।

নির্ম্মল। মহম্মদ খাঁকে তালাচাবি বন্ধ! সেকি !

মাণিক। সে এক আচ্ছা রগড়। মহারাণা বললেন যে ভাবে পার— ঘোড়া, হাতিয়ার আর মোগলাই পোষাক যোগাড় করগে। আমি তখন রূপনগরে এসে এক সুন্দরী পানওয়ালীর সঙ্গে ভাব করলুম। তাকে হাত করে এক চিঠি লেখালুম মহম্মদ খাঁর নামে।

নির্ম্মল। কে মহম্মদ খাঁ ?

মাণিক। কে মহম্মদ খাঁ, তা আমি কি জানি ? ভাবলুম, দুহাজার মোগল সেনানীর মধ্যে একজন না একজন ও নামে থাকবেই। শিকার

জুটে গেল। সুন্দরী মেয়ে ছেলে অভিসারে আমন্ত্রণ করেছে, সে চিঠি পেয়ে এক খাঁ সাহেব বললেন, হ্যাঁ এ চিঠি আমার—আমিই মহম্মদ খাঁ। হাতিয়ার নিয়ে ঘোড়ায় চেপে মোগল এল পানওয়ালীর ডেরায়।

নির্ম্মল। ভারী মজা তো! তারপর?

মাণিক। সুন্দরীর ঘরে ঢোকবার আগে খাঁ সাহেব তার হাতিয়ার আর ঘোড়া আমার জিম্মায় রেখে গেল। বাকী রইল পোষাক। ঘরে ঢুক্‌তে সুন্দরী বল্‌লে, ও সব জবরদস্ত জামা খুলে ফেল; আমি তোমায় আতর দিই···হাওয়া করি। মোগল সৈণিক আনন্দে মশ্‌গুল হয়ে জামা খুলে ফেল্‌ল। সুন্দরী তার জামাটা বাইরে রেখে দিল। তখন আমি খুব জোরে দরজায় কড়া নাড়তে লাগলুম। সুন্দরী আমার শেখান মত সেপাইকে বল্‌লে—সর্ব্বনাশ! আমার স্বামী এসেছে, তুমি খাটের নীচে পালাও। মোগল সৈনিক খাটের নীচে লুকুল। সুন্দরী বাইরে এসে সঙ্গে সঙ্গে তাকে তালাচাবি বন্ধ করল। ব্যাস্। সেই পোষাক, হাতিয়ার, আর ঘোড়া নিয়ে আমিও উধাও।

নির্ম্মল। তুমি বড় চতুর! তোমার বুদ্ধিকে বাহবা না দিয়ে পারলুম না—

মাণিক। তুমি আমার বুদ্ধির তারিফ কচ্ছ! একজন মরে যাওয়ার পর আজ পর্য্যন্ত কিন্তু তোমার মত আর কেউ আমার গুণের সমঝদার হল না। আহা! সেই মরা মানুষটীর যায়গা যদি তুমি অধিকার করতে!

নির্ম্মল। কে সে?

মাণিক। আগে ভরসা দাও, তার যায়গা অধিকার করবে?

নির্ম্মল। সম্ভব হলে আপত্তি নেই। বল, আমায় কি করতে হবে?

মাণিক। বিশেষ কিছুই নয়, আমাকে শুধু বিয়ে করতে হবে।

নির্ম্মল। বটে! আস্পর্দ্ধা তো কম নয়! তুমি দূর হও।

মাণিক। তাতো যাবই, তুমিও আমার সঙ্গে চল না!

নির্ম্মল। তোমার সঙ্গে! কোথায়?

মাণিক। কেন, রাজকন্যার কাছে—

নির্ম্মল। তারা অনেক দূরে এগিয়ে গেছে, কি করে যাব?

মাণিক। কেন? ঘোড়ায় চেপে চল?

নির্ম্মল। ঘোড়ায় চড়তে আমি জানি না।

মাণিক। আমার সঙ্গে এক ঘোড়ায় যাবে।

নির্ম্মল। তুমি যাও, আমি রাজকন্যার কাছে যেতে চাই না।

মাণিক। আহা চটছ কেন, আমায় বিয়ে করলে এক ঘোড়ায় যেতে আপত্তি কি?

নির্ম্মল। বটে! দাঁড়াও, তোমায় দেখাচ্ছি মজা! শপথ কর—

মাণিক। কি শপথ করব?

নির্ম্মল। তরবারি ছুঁয়ে শপথ কর যে, আমায় বিয়ে করবে?

মাণিক। তরবারি ছুঁয়ে শপথ করলুম, যদি আজকের যুদ্ধে বাঁচি তবে তোমাকে বিয়ে করব। কেমন, এখন রাজী—

নির্ম্মল। চল, কোথায় তোমার ঘোড়া—

মাণিক। রোস, আগে দাঁড়িটা ঠিক করে নিই। হাঁ দেখ, আমি তোমায় গিরিবর্ত্মের কাছাকাছি নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে রেখে রাজকন্যার শিবিকার সঙ্গে যাব কিন্তু। আমাদের আবার সাক্ষাৎ হবে—যুদ্ধে যদি বাঁচি।

নির্ম্মল। (বেশ) তাই হবে চল।

পঞ্চম দৃশ্য

পার্ব্বত্য পথ

পর্ব্বত উপরে দূরবীক্ষণ যন্ত্র সহ দয়ালশা। নিম্নে রাণা রাজসিংহ।

রাজ। কি দেখছ দয়ালশা?

দয়াল। পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় মোগলসেনা গিরিবর্ত্মে প্রবেশ করছে।

রাজ। রাজকন্যার শিবিকা?

দয়াল। সেনাদলের ঠিক মধ্যভাগে।

রাজ। তোমার সম্মুখের সুড়ঙ্গপথ মুক্ত আছে?

দয়াল। আছে মহারাণা; ঐ ঐ যে মোগল সেনা সামনে এসে পড়েছে—

রাজ। আসতে দাও, ওদের অর্দ্ধাংশ এ স্থান অতিক্রম করে যাক্, রাজকন্যার শিবিকা যখন আমাদের সম্মুখবর্ত্তী হবে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে—

দয়াল। মনে আছে মহারাণা, সমস্ত রাত্রি জেগে পাথরের স্তূপ সাজিয়ে ঐ পর্ব্বতশৃঙ্গে আমাদের সেনাদল সেই শুভ মুহূর্ত্তেরই অপেক্ষা কচ্ছে। রাজকন্যার শিবিকা এই সুড়ঙ্গের নিকটে এলেই পাহাড়ের ওপর থেকে মোগল সেনার ওপর শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হবে।

রাজ। অতর্কিত আক্রমনে মোগলসেনা যখন ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে, সেই মুহূর্ত্তে রাজকন্যার শিবিকা শুদ্ধ রাজকন্যাকে সুকৌশলে ঐ সুড়ঙ্গ পথ ধরে—

দয়াল। মহারাণা, শিবিকা নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত।

রাজ। উপস্থিত? কর ভেরীধ্বনি, ভেরীধ্বনি কর—

(ভেরীধ্বনি, কোলাহল, আর্ত্তনাদ ; রাজসিংহও পর্ব্বতের উপরে উঠিলেন)

রাজ। ঐ, ঐ মোগলসেনার আর্ত্তনাদ! অতর্কিত আক্রমণে ওরা বিপর্য্যস্ত! মাভৈঃ মাভৈঃ রাজপুত! রাজপুতানীকে রক্ষা করতে তোমরা অস্ত্র ধরেছ, স্বয়ং মহাশক্তি তোমাদের আশ্রয় দেবেন।

দয়াল। মহারাণা, শিবিকা তো সুড়ঙ্গের নিকটে, বাহকেরা প্রাণ ভয়ে ভীত, ওরা যদি এই সুড়ঙ্গে না এসে পশ্চাতে পালিয়ে যায়?

রাজ। সম্মুখে এক সহস্র পশ্চাতে আর এক সহস্র সেনা, কেমন করে ওরা যাবে পশ্চাতে? ওদের আসতে হবে, এইসুড়ঙ্গে আসতে হবে!

দয়াল। ওরা ইতঃস্তত কচ্ছে…এখনো কি সুড়ঙ্গ দেখতে পায়নি!

রাজ। ওদের দেখতে হবে! ঐ দেখ—

দয়াল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাইতো! এক মোগলসেনা ওদের সুড়ঙ্গ দেখাচ্ছে।

রাজ। মোগল নয়, মোগল নয়, মোগলের ছদ্মবেশে ও আমাদেরই এক বীর যোদ্ধা মাণিকলাল—

দয়াল। মাণিকলাল!

নেপথ্যে মাণিকলাল। হুঁসিয়ার, কাহার লোগ, হুঁসিয়ার, বাঁ রাস্তা বাঁ রাস্তা—

রাজ। ঐ শোন, কার্য্য সিদ্ধ ; নেমে এসো—

(শিবিকাবাহীগণ ও মাণিকলালের প্রবেশ)

মাণিক। বাঁ রাস্তা বাঁ রাস্তা, ঠিক হ্যায়, জলদি চল, সিধা চল, সিধা চল—

(শিবিকা লইয়া বাহকদের প্রস্থান, মাণিকও যাইতেছিলেন
রাণা পশ্চাৎ হইতে ডাকিলেন)

রাজ। মাণিকলাল।

মাণিক। একি! মহারাণা! আপনি পর্ব্বতশৃঙ্গ হতে নেমে এলেন কেন প্রভু!

রাজ। যে দুরূহ কার্য্যের ভার তোমায় অর্পণ করেছি, যদি সে কার্য্য সাধনে তোমার জীবন বিপন্ন হয়, তাই তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি। ঐ দেখ, আমার আদেশ মত আমার সেনাদলও কার্য্যসিদ্ধ জেনে নিম্নে অবতরণ কচ্ছে—

মাণিক। মহারাণা, মোগলসেনা যদি সন্দেহ বশে সুড়ঙ্গ পথে এগিয়ে আসে? তারা যে সংখ্যায় আমাদের অনেক বেশী—

রাজ। তুমি বাহক সহ সুড়ঙ্গ প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট প্রস্তর খণ্ড দিয়ে সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

মাণিক। কিন্তু আমি যতদূর সংবাদ সংগ্রহ করেছি প্রভু, তাতে জেনেছি, এই সেনাদলের অধ্যক্ষ মোবারক খাঁ অত্যন্ত চতুর ও রণদক্ষ। মোবারক যদি কিছুমাত্র সন্দেহের সুযোগ পায়, না না মহারাণা, আপনি শীঘ্র রাজকুমারীকে নিয়ে পর্ব্বতশৃঙ্গে উঠে যান। আমি যাই, মোগলের ছদ্মবেশে আর একবার গিয়ে দেখি, মহারাণার আর কিছু উপকার করতে পারি কিনা।

দয়াল। কে, কে ও পর্ব্বত অন্তরাল হতে সরে গেল! (উপরে উঠিল)

রাজ। কে, দয়ালশা?

দয়াল। ঠিক বুঝতে পারলুম না, কোন মোগল সেনানী বলে অনুমান হল।

রাজ। মোগল সেনানী!

দয়াল। বুঝি সর্ব্বনাশ হয়েছে প্রভু, মোগলেরা আমাদের চাতুরী ধরে ফেলেছে। গিরিবর্ত্মের দুই দিকে তোপ বসিয়েছে; দুধারই অবরুদ্ধ। এবার ওরা এইদিকে এগিয়ে আসছে।

রাজ। এই দিকে আসছে! আমারই ভুল, শুধু আমারই ভুলের জন্য এ সর্ব্বনাশ হল। আর কেন দয়ালশা; মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। ভেরী নিনাদে সেনাদের মৃত্যুর জন্য সজ্ঝবদ্ধ কর।

(দয়ালশার ভেরীধ্বনি, সৈনিকদের প্রবেশ)

রাজ। ভাই, বন্ধু, যে কেউ সঙ্গে থাক, আমি তোমাদের কাছে ক্ষমা চাইছি। পর্ব্বতশৃঙ্গ হতে নেমে এসে আমি মহাবিপদ ডেকে এনেছি। মোগল আমাদের অবস্থান জানতে পেরেছে। ঐ শোনো, তাদের তোপধ্বনি। আমাদের সংখ্যায় বিশগুণ মোগল আমাদের ঘিরে ফেলেছে,—একজনও আমরা বাঁচব না, মরব তবে-শত্রু বধ করে মরব। যে মরবার আগে দুজন শত্রু বধ না করে মরবে সে রাজপুত নয়। এস, আমরা তরবারি হাতে ওদের তোপের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি—তোপতো আমাদের হবেই; তারপর দেখা যাবে কত শত্রু বধ করে মরতে পারি।

সকলে। জয় মহারাণা রাজসিংহের জয়।

[চঞ্চলকুমারীর প্রবেশ]

চঞ্চল। দাঁড়াও তোমরা—

রাজ। কে!

চঞ্চল। আমি রূপনগরের রাজকন্যা চঞ্চলকুমারী—

রাজ। রাজকুমারী! তুমি শিবিকা থেকে নেমে এলে কেন!

চঞ্চল। আমি মুখরা, স্ত্রীলোকের শোভা যে লজ্জা তা আমাতে নেই; সেজন্য ক্ষমা করবেন মহারাণা। আমি এসেছি একটি ভিক্ষা চাইতে।

রাজ। তোমারই জন্য এত দূর এসেছি, তোমাকে অদেয় কিছু নেই! বল রাজকন্যা, কি চাও তুমি?

চঞ্চল। আমি চঞ্চলমতি রমণী ; রমণী বুদ্ধি বশে আপনাকে আসতে লিখেছিলুম, কিন্তু আমি তখন নিজের মন ভাল করে বুঝতে পারিনি। বলতে লজ্জা নেই, মোগল সম্রাটের ঐশ্বর্য্যের কথা শুনে আমি সত্যই মুগ্ধ হয়েছি ; তাই যুদ্ধে প্রয়োজন নেই। আমি—আমি দিল্লী যাব।

রাজ। তোমার মনের কথা আমি বুঝেছি রাজকন্যা, আমায় বিপন্ন দেখেই—তোমার এ অদ্ভুত প্রস্তাব। কিন্তু সে হবে না, আমি জীবিত থাকতে তোমায় দিল্লী যেতে হবে না। জোওয়ান সব আগে চল।

চঞ্চল। দাঁড়ান মহারাণা, এই আংটিতে বিষ আছে, আমায় দিল্লী যেতে না দিলে আমি বিষ পান করব।

রাজ। অনেকক্ষণ বুঝেছি রাজকন্যা, রমণীকুলে তুমি ধন্যা। ৬ই সহস্র মোগলের সঙ্গে শত যোদ্ধা নিয়ে এ যুদ্ধে আমরা নিহত হব, তাই তোমার আত্মাহুতির প্রয়াস ? কিন্তু সে হবে না, আজ রাজপুতের বাঁচা হবে না, আজ রাজপুতকে মরতেই হবে ; নইলে রাজপুতের নামে কলঙ্ক-কালিমা লিপ্ত হবে। চল সৈনিকগণ—

চঞ্চল। মহারাণা—মহারাণা—

রাজ। রাজপুতের জীবন ব্রতপালন করতে চলেছি রাজকন্যা, পশ্চাতে ডেকো না। আমাদের মৃত্যুর পর—তোমার যেথানে অভিরুচি গমন করো।

[সসৈন্যে প্রস্থান

চঞ্চল। চলে গেলেন ! মৃত্যুর মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সামান্য রমণী আমি আমার জন্য হিন্দুকুল সূর্য্য রাণা রাজসিংহের জীবন অবসান হবে। না কিছুতে নয়, সে আমি হতে দেব না, ঐ যে একদল মোগল সৈন্য

ওখান দিয়ে যাচ্ছে, পাহাড়ের ওপর যাই, সঙ্কেত করে ওদের ডেকে আনি, এখানে ডেকে আনি।

[পাহাড়ের ওপরে উঠিয়া ওড়না উড়াইল, অপরদিক হইতে
মোবারক ও সৈন্যদের প্রবেশ]

মোবা। আমাদের সঙ্কেত করে ডেকে আনলেন কে আপনি?

চঞ্চল। আমি রূপনগরের রাজকন্যা, মোগল বাদশার ফৌজের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করতে আমি রাণা রাজসিংহকে পত্র লিখেছিলুম। আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ মাত্র শত অশ্বারোহী সঙ্গে তিনি এখানে এসেছেন।

মোবা। সেকি! শত অশ্বারোহী এত মোগল বধ করল?

চঞ্চল। (বিচিত্র নয়। হলদিঘাটে রাণা প্রতাপও শুনেছি, এই রকম বীরত্বই দেখিয়েছিলেন) সে যা হোক রাজসিংহ এখন আপনাদের কাছে পরাস্ত। আমি স্বেচ্ছায় ধরা দিচ্ছি আমায় আপনারা দিল্লী নিয়ে চলুন।

মোবা। রাজসিংহ দস্যুর ন্যায় আচরণ করেছেন, তিনি এসেছেন আমাদের ভাবী সম্রাজ্ঞীকে লুণ্ঠন করতে। দস্যুকে দণ্ড দিতেই হবে। আমরা রাজপুতদের বন্দী করব।

চঞ্চল। সব পারবেন, শুধু ঐটী পারবেন না। রাজপুত প্রাণ দেবে তবু বন্দী হবে না।

মোবা। আমি তা বিশ্বাস করি, রাজসিংহকে আমি জানি। কিন্তু আপনি দিল্লী যাবেন তাকি সত্য?

চঞ্চল। আপনাদের সঙ্গে যাব, তবে দিল্লী পর্য্যন্ত পৌঁছুব কিনা সন্দেহ।

মোবা। সে কি!

চঞ্চল। আপনারা যুদ্ধ করে মরতে জানেন, আমরা রাজপুতানী, আমরা কি শুধু শুধু মরতে জানি না ?

মোবা। আমাদের শত্রু আছে, তাই মরি। জগতে আপনার শত্রু কোথায় ?

চঞ্চল। আমার শত্রু আমি নিজে।

মোবা। আপনার অস্ত্র ?

চঞ্চল। বিষ !

মোবা। বিষ ! মা, আত্মঘাতিনী হবেন কেন ? আপনি যদি স্বেচ্ছায় না যেতে চান, তবে আমাদের সাধ্য কি আপনাকে নিয়ে যাই? স্বয়ং দিল্লীশ্বর উপস্থিত থাকলেও আপনার ওপরে বল প্রকাশ করতে পারবেন না, আমরা কোন ছার। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মা। কিন্তু ভাবছি, রাজপুতেরা বাদশাহের সেনা আক্রমণ করেছে। মোগল সেনাপতি হয়ে তাদের ক্ষমা করব কেমন করে !

[দয়াল ও সসৈন্যে রাজসিংহের প্রবেশ]

রাজ। প্রয়োজন নেই মোগল সেনাপতি, রাজপুত জীবন দিতে জানে।

চঞ্চল। সত্যই যদি এ যুদ্ধ অনিবার্য্য, মহারাণা, আপনার চরণে দাসীর প্রার্থনা, আপনার তরবারিখানি (রাজপ্রসাদরূপে) আমাকে ভিক্ষা দিন। মোগল সেনাপতি দেখুক···শুধু রাজপুত নয়, রাজপুতের মেয়েরাও জীবন দিতে জানে। দিন মহারাণা, তরবারি দিন।

রাজ। তুমি সত্যই ভৈরবী, হ্যাঁ আমি তোমাকে তরবারি দান করব, এই নাও আমার উপহার।

মোবা। উদয়পুরের বীরেরা কতদিন হতে স্ত্রীলোকের বাহুবলে নির্ভর করছেন ?

রাজ। জানো না মোগল? যতদিন হতে অবলার উপর তোমরা এমনি অত্যাচার আরম্ভ করেছ—রাজপুতকন্যার বাহুতে বল হয়েছে ঠিক ততদিন। বন্ধুগণ, বাকযুদ্ধ নিষ্প্রয়োজন। পিপীলিকার মত এই মোগলদের নিঃশেষ কর—

(চঞ্চল কুমারী মধ্যস্থলে দাঁড়াইলেন)

সরে এসো রাজকন্যা…

(উভয় পক্ষ আক্রমণে উদ্যত)

চঞ্চল। না, যতক্ষণ এক পক্ষ নিবৃত্ত না হবে ততক্ষণ আমি এখান হতে নড়ব না। আগে আমাকে বধ না করে, কেউ অস্ত্র চালনা করতে পারবে না।

রাজ। এ তোমার অন্যায় রাজকন্যা। এখনো বলছি সরে যাও, আমাদের যুদ্ধ করতে দাও।

চঞ্চল। আপনারা যুদ্ধ করুন, কিন্তু এ অনর্থের মূল আমি, আমাকে আগে মরতে দিন মহারাণা। এসো মোগল সেনানী, এগিয়ে এস, আমায় আক্রমণ কর।

মোবা। না, মোগল বাদশাহের সেনা স্ত্রীলোকের সঙ্গে যুদ্ধ করে না। আমরা তোমার নিকট পরাজয় স্বীকার করে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে যাচ্ছি। রাণা রাজসিংহের সঙ্গে যুদ্ধে জয় পরাজয়ের মীমাংসা আশা করি ক্ষেত্রান্তরে হবে।

[প্রস্থানোদ্যত

চঞ্চল। কিন্তু—কিন্তু সেনাপতি, আমাকে যদি সঙ্গে না নিয়ে যান বাদশাহ কি বলবেন?

মোবা। বাদশাহের বড় আর একজন আছেন মা, উত্তর দেব আমি তাঁর কাছে।

চঞ্চল। সে তো পরলোকে, কিন্তু ইহলোকে ?

মোবা। ইহলোকে মোবারক আলি কাউকে ভয় করে না মা। ঈশ্বর আপনাকে কুশলে রাখুন, বিদায়।

[প্রস্থান

চঞ্চল। মহারাণা, আনতনেত্রে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন মহারাণা! আপনি কি আমার আচরণে ক্ষুব্ধ হয়েছেন ?

রাজ। ক্ষুব্ধ! সে কথা জিজ্ঞাসা কর্চ্ছ রাজকন্যা? জীবন দিয়ে মোগলকে শিক্ষা দিতে পারলুম না, নারীর মধ্যস্থতায় আত্মরক্ষা করতে হল…এ গ্লানি—এ গ্লানি আমৃত্যুকাল আমাকে বহন করতে হবে।

[মাণিকলালের প্রবেশ]

মাণিক। না: মহারাণা রাজসিংহকে গ্লানি মুক্ত করতে এসেছে—সহস্র সেনাসহ তাঁর ভৃত্য মাণিকলাল।

রাজ। মাণিকলাল! ওকি! ও কিসের কোলাহল!

মাণিক। মোগল সেনার আর্ত্তনাদ। আমার সেনাদল মোগলকে আক্রমণ করেছে।

রাজ। আমি যে কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না মাণিকলাল, তুমি কোথায় পেলে সহস্র সেনা ?

মাণিক। মহারাণার বিপদ দেখে এ দাস আর একটা কৌশল অবলম্বন করেছে। দ্রুত অশ্বারোহণে রূপনগরে গিয়ে রূপনগরের রাজাকে বললুম, অগণন দস্যু আপনার কন্যার শিবিকা আক্রমণ করেছে, তাই মোগল সেনাপতি আমায় পাঠিয়েছেন আপনার কাছে সৈন্য সাহায্যের জন্য! রাজার সহস্র সেনা তৈরী ছিল, তাদের সঙ্গে তিনিও আসছিলেন। আমি বললুম, দস্যুরা সংখ্যায় অজস্র, আমি এ

সেনাদল নিয়ে যাই, আপনি ইত্যবসরে আরও সেনা সংগ্রহ করুন। বিশ্বাস করে রাজা আমাকে সহস্র সেনা দিয়েছেন। সেই সৈনিকদের মোগল সেনা দেখিয়ে বলেছি···ওরাই দস্যু ওদের আক্রমণ কর। অন্ধকারে অতর্কিত আক্রমণ; কেউ কাকে চিনতে পাচ্ছে না, আমার প্রতারণা বোঝবার অবকাশ হবে না, মোগলের পরাজয় সুনিশ্চয়।

দয়াল। ঐ দেখুন—ঐ দেখুন মহারাণা, দলে দলে মোগল প্রাণ বিসর্জ্জন দিচ্ছে!

মাণিক। চলুন সর্দ্দার, মহারাণার সেনাদল নিয়ে এই দিক থেকে আমরাও ওদের আক্রমণ করি, জয় আমাদের সুনিশ্চয়।

রাজ। না—না, আমার জয় নয়। হে বীর, হে রণদক্ষ রাজপুত, আজ যদি সত্যই এ যুদ্ধে জয় হয়,—তবে সে জয় হবে তোমার।

[মাণিকলালকে কণ্ঠহার দিলেন]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

উদয়পুর প্রাসাদ। চন্দ্রা ও চঞ্চলকুমারী।

চন্দ্রা গান গাহিতেছিল—

গান

আরাবলীর পাহাড় হতে বেণু বাজায় কে?
মন বলে চিনি যেন, চিনি ওকে—!
মিঠে সুরে বাজায় বাঁশী ওই ঝরণা নাচে;
নাচে ধরণা নাচে
ঝিকিমিকি পাহাড়ী রোদ নাচে বনের কাছে
চিকন কালো দেহাতি বউ চায় ডাগর চোখে।

চঞ্চল। চন্দ্রা!

চন্দ্রা। আদেশ করুন।

চঞ্চল। এই উদয়পুর এসে আমার সত্যিই বড় ভাল লাগছে চন্দ্রা। (চারিদিকে পর্ব্বতমালা বেষ্টিত এই পুণ্যভূমি, এর ধূলিকণায় মিশে রয়েছে মহারাণা প্রতাপের পুণ্যস্মৃতি। বেশ লাগছে।) শুধু মাঝে মাঝে মন চঞ্চল হয়ে উঠে…রূপনগরে আমার মা বাবার কথা ভেবে। না জানি কত চোখের জল ফেলছেন তাঁরা আমার জন্য—।

[পরিচারিকার প্রবেশ]

পরিচারিকা। মহারাণা দেবীর দর্শনপ্রার্থী—

চন্দ্রা। মহারাণা! আমি তবে আসি দেবী।

[প্রস্থান

(অপর দিক হইতে রাজসিংহের প্রবেশ)

রাজ। রূপনগর রাজকন্যা, সপ্তাহ কাল অন্তে আমি আবার তোমার সাক্ষাৎপ্রার্থী, ভেবে কি স্থির করলে?

চঞ্চল। পূর্ব্বেও আমি আপনাকে যে কথা বলেছি মহারাণা, সপ্তাহ অন্তেও আমার সেই উত্তর। ক্ষত্রিয় রাজা বিবাহের জন্যই কন্যা হরণ করেন। (অন্য কারণে কন্যাহরণ মহাপাপ। এ কথা জেনেও মহাপাপ করতে আমি আপনাকে সে দিন অনুরোধ করিনি মহারাণা—।

রাজ। আমি তোমাকে হরণ করিনি, মোগলের হাত থেকে উদ্ধার করেছি। এখন তোমাকে তোমার পিতার নিকট প্রেরণ করাই যুক্তিযুক্ত।

চঞ্চল। আপনার যেরূপ অভিরুচী করতে পারেন। আমার পিতা দুর্ব্বল, বাধ্য হয়ে আমাকে আবার দিল্লীতেই পাঠাতে হবে। (আমার দিল্লী গমনই যদি আপনার অভিপ্রেত, তবে রণস্থলে যখন বলেছিলুম— আমি দিল্লী যাব, আপনি তখন স্বীকৃত হন্‌নি কেন?

রাজ। সে আমার মানরক্ষার জন্য।

চঞ্চল। তারপর, এখন যে আপনার শরণ নিয়েছে, তাকে আপনি দিল্লী যেতে দেবেন কি?)

রাজ। না, তাও হতে পারে না। বেশ তবে তুমি এখানেই থাক।

চঞ্চল। এখানে থাকব! অতিথিরূপে, না দাসী হয়ে? রূপনগরের রাজকন্যা এখানে মহিষী ভিন্ন আর কিছু হতে পারে না।

রাজ। তুমি যে রাজার মহিষী হবে সে ভাগ্যবান তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তবু—

চঞ্চল। কি বলুন মহারাণা?

রাজ। রাজকন্যা, তুমি তো জান আমি বিবাহিত—

চঞ্চল। ক্ষত্রিয় রাজার একাধিক মহিষী থাকা কিছুই নূতন নয় মহারাণা।

রাজ। কিন্তু তবু, এই বৃদ্ধবয়সে—

চঞ্চল। মহারাণা কি বৃদ্ধ?

রাজ। যুবা নহি।

চঞ্চল। যার বাহুতে বল আছে, রাজপুত কন্যার কাছে সেই যুবা। দুর্ব্বল যুবাপুরুষকে রাজপুত কন্যা বৃদ্ধ বলে জ্ঞান করে।

রাজ। তবু, তোমার মত সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা কন্যার পাণিগ্রহণের জন্য রূপবান রাজপুত যুবাপুরুষের অভাব নাই। তাই বলছিলুম, এখনো ভেবে দেখ।

চঞ্চল। কি ভাবব মহারাণা? আমি আপনাকে আত্ম সমর্পণ করেছি, অন্যের পত্নী হলে দ্বিচারিণী হব। (ক্ষমা করবেন মহারাণা, আমি অত্যন্ত নির্লজ্জার মত কথা বলছি। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে ত্যাগ করে গেলে শকুন্তলা লজ্জা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আমারও আজ সেই অবস্থা) আমার স্পষ্ট কথা শুনুন, আপনি আমায় পরিত্যাগ করলে আমি ঐ সরোবরের জলে ডুবে মরব।

রাজ। না, রাজকন্যা, আত্মহত্যায় প্রয়োজন নেই, তুমি বিপদে পড়ে আমায় পতিত্বে বরণ করেছিলে, তাই তোমার মন বুঝতে আমি এসব কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছিলুম। এখন বুঝলুম তুমিই আমার উপযুক্ত

মহিষী। তোমার পিতা বিক্রম শোলাঙ্কীর নিকট আমি বিবাহের অনুমতি চেয়ে দূত পাঠিয়েছি, সেই দূত ফিরে এলেই—

[প্রতিহারীর প্রবেশ]

প্রতিহারী। মহারাণা! রূপনগরের দূত এই পত্র নিয়ে এসেছে।

পত্র দান ও প্রতিহারীর প্রস্থান

(রাজসিংহ পত্র পাঠ করিলেন)

রাজ। হুঁ—

চঞ্চল। পিতা কি লিখেছেন?

রাজ। এ বিবাহে তাঁর অসম্মতি!

চঞ্চল। অসম্মতি!

রাজ। শোনো, "আপনি রাজপুতের নামে কলঙ্ক দিতে প্রস্তুত। আপনি বলপূর্ব্বক আমার অপমান করিয়া আমার কন্যাকে হরণ করিয়াছেন। আমার কন্যা পৃথিবীশ্বরী হইত; আপনি তাহাতে বাদ সাধিয়াছেন। আমার সম্মতিক্রমে আপনি আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন না।"

চঞ্চল। সে কি!

রাজ। আরো লিখেছেন শোনো, "আপনি বলিতে পারেন সেকালে ক্ষত্রিয় বীরেরা কন্যা হরণ করিয়া বিবাহ করিতেন। ভীষ্ম, অর্জ্জুন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কন্যা হরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আপনার সে বল বীর্য্য কৈ? আপনার বাহুতে যদি বল আছে, তবে হিন্দুস্থানে মোগল বাদশাহ কেন? শৃগাল হইয়া সিংহের অনুকরণ কর্ত্তব্য নহে। যদি আপনাকে কখনো উপযুক্ত পাত্র বিবেচনার কারণ পাই, তবেই ইচ্ছাপূর্ব্বক কন্যা দান করিব, নতুবা আপনি আমার কন্যাকে বিবাহ করিবেন না।

সেরূপ করিলে আপনাকে শাপগ্রস্ত হইতে হইবে।" এখন কি কর্ত্তব্য ? এরূপ ক্ষেত্রে বিবাহ কি উচিত ?

চঞ্চল। পিতার অভিসম্পাত মাথায় করে কোন কন্যা বিবাহ করতে সাহস করবে ?

রাজ। তবে কি তোমায় পিতৃ গৃহে পাঠিয়ে দেব ?

চঞ্চল। পিতৃ গৃহে যাওয়া ও দিল্লী যাওয়া একই কথা। তার চেয়ে আমি বিষ পান করব।

রাজ। তবে শোন রাজকন্যা, আমি তোমায় পরিত্যাগ করব না; তবে তোমার পিতার আশীর্ব্বাদ ব্যতীত বিবাহও করব না। মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ নিশ্চিত। সেই যুদ্ধে হয় মরব, না হয় মোগলকে পরাজিত করে তোমার পিতার আশীর্ব্বাদ পাব।

চঞ্চল। কিন্তু ততদিন ?

রাজ। ততদিন তুমি আমার অন্তঃপুরে মহিষীর মর্য্যাদা নিয়ে অবস্থান কর। প্রতিজ্ঞা কচ্ছি, যতদিন আমাদের যথাশাস্ত্র বিবাহ না হয় ততদিন আমি তোমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করব না। তুমি এতে সম্মত ?

চঞ্চল। হ্যাঁ, আমি সম্মত।

নেপথ্যে মাণিক। আমি কি আসতে পারি মহারাণা ?

রাজ। কে ! ও, এসো বন্ধু।

[মাণিকের প্রবেশ]

রাজ। চিন্‌তে পার রাজকন্যা, এই মহাবীরের অপারসীম রণচাতুর্য্যে আমি মোগলের হাত থেকে তোমায় ছিনিয়ে এনেছিলুম এবং এঁর বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ ইনি আজ আমার একজন প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ।

চঞ্চল। আমার কাছে তার চেয়ে বড় পরিচয়, উনি আমার সখি নির্ম্মলকুমারীর স্বামী।

রাজ। ওঃ হাঁ, তাওতো বটে, আমি বিস্মৃত হয়েছিলুম! রাজকন্যার সখি এখন কোথায় মাণিকলাল?

মাণিক। রাজকন্যার সেবা করতে তিনি মহারাণার অন্তঃপুরে উপস্থিত।

চঞ্চল। অ্যাঁ, নির্ম্মল এসেছে! এতক্ষণ বলেন নি! যাই, নির্ম্মলের কাছে যাই।

[প্রস্থান

রাজ। তারপর কি স্থির করলে মাণিকলাল?

মাণিক। মহারাণা আমি আপনার দূতরূপে দিল্লী যাত্রায় প্রস্তুত।

রাজ। কিন্তু ভেবে দেখ, আমি রূপনগরের রাজকন্যাকে হরণ করেছি সংবাদ পেয়ে ঔরঙ্গজেব ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করেছে। আমার রাজ্যের ওপর ঘৃণ্য জিজিয়া কর ধার্য্য করেছে, শুধু তাই নয়, রূপনগর রাজকন্যাকে ফিরিয়ে না দিলে আমার রাজ্য ধূলিসাৎ করে দেবে বলে পত্র প্রেরণ করেছে। আমি জীবন থাকতে জিজিয়া কর দেব না, ঔরঙ্গজেবের ক্ষমতা থাকে আমার সঙ্গে বল পরীক্ষা করুক। পত্রে এইসব কথা লিখিত রয়েছে। এই পত্রবাহক হয়ে দিল্লীতে ঔরঙ্গজেবের সম্মুখীন হবার অর্থ বুঝতে পার মাণিকলাল?

মাণিক। জানি প্রভু, হয়তো দিল্লী হতে আর ফেরবার অবকাশ হবে না। কিন্তু আপনি তো জানেন, আপনার এ ভৃত্য মৃত্যুকে কথনও ভয় করে না। শুধু আমি নই, আমার পরিণীতা পত্নীও আমার মহারাণার কার্য্যে হাসতে হাসতে জীবন দিতে অনুমতি দিয়েছেন।

রাজ। বেশ, তবে এসো বন্ধু, ঔরঙ্গজেবকে লিখিত আমার পত্র তোমায় আমি দিচ্ছি এসো।

[উভয়ের প্রস্থান

(অপরদিক হইতে নির্ম্মল ও চঞ্চলকুমারীর প্রবেশ)

নির্ম্মল। তোমার এখানে আসতে পথে এক দৈবজ্ঞের কাছে তোমার অদৃষ্ট গণনা করে এসেছি সখি।

চঞ্চল। বটে। বটে!

নির্ম্মল। দৈবজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করলুম, গুণে বলতো, আমার সখির বিয়ে হবে কবে? দৈবজ্ঞ খড়ি পেতে অনেক গণনা করে শেষে মাথা নেড়ে বল্‌ল, উহুঁ, তোমার সখির বিয়ে হবে না।

চঞ্চল। অ্যাঁ, বিয়ে হবে না! বলিস কি? তোর গণক ঠাকুর গুণতে জানে না—হাতী—

নির্ম্মল। উঁহু, শোন না, আমি জিজ্ঞাসা করলুম, ভাল করে দেখ ঠাকুর। সে তখন বললে, যদি পৃথিবীশ্বরের মহিষী কখনো তোমার সখির অধীন হয়, তবেই বিয়ে হবে, নতুবা নয়। এবং সেকাজ অসম্ভব বলেই, গণক ঠাকুরের অভিমত তোমার ভাগ্যে বিয়ে নেই।

চঞ্চল। পৃথিবীশ্বরের মহিষীকে অধীনে পাওয়া কি এমনি অসম্ভব? উদীপুরী বেগম তো পৃথিবীশ্বরের মহিষী। শুনেছি, সে খৃষ্টানীর নাকি বড় রূপের দেমাক্। হিংসায় জ্বলে মরছে। তা উদীপুরী বেগমকে এখানে আসবার জন্য একখানা নিমন্ত্রণ পত্র পাঠালে হয় না?

নির্ম্মল। বেশতো, আমার স্বামী দিল্লী যাচ্ছেন, আমি না হয় তাঁর সঙ্গে গিয়ে উদীপুরীকে তোমার নিমন্ত্রণ পত্র দিয়ে আসব। কিন্তু ভাবছি, পত্র পেলেই কি সে আসবে?

চঞ্চল। না, আমার উদ্দেশ্য বিবাদ বাধানো—আমার বিশ্বাস, বিবাদ বাঁধলেই মহারাণার জয় হবে। তার ফলে উদীপুরী বেগম আসবে আমার পরিচর্য্যা করতে। আর এক উদ্দেশ্য, তুমি বেগমদের চিনে আসবে।

নির্ম্মল। তা কি করে সম্ভব হবে ?

চঞ্চল। শোনো, যোধপুরী বেগম রূপনগরে আমার কাছে এক দূতী পাঠিয়েছিলেন মনে নেই ?

নির্ম্মল। হ্যাঁ, তোমায় দিল্লী আসতে তিনি নিষেধ করেছিলেন। তাঁর দূতীর ফেলে যাওয়া পাঞ্জাখানি আমার কাছেই আছে।

চঞ্চল। সেই পাঞ্জার সাহায্যে বাদশাহের রঙমহলে ঢুকবে, যোধপুরীর সঙ্গে দেখা করবে। তাঁকে সব কথা বলবে। আমি উদীপুরীর নামে পত্র দিচ্ছি, কৌশলে সেই পত্র উদীপুরীর কাছে পৌঁছে দেবে। যেখানে নিজের বুদ্ধিতে কুলোবে না, তোমার স্বামীর কাছে বুদ্ধি ধার নিয়ো।

নির্ম্মল। তবেই হয়েছে। স্বামীর কাছে বুদ্ধি ধার নেব কি ? আমি আছি বলেই তো ওর সংসার চলে। নইলে রাতারাতি সব অচল।

চঞ্চল। বলিস্ কি ?

নির্ম্মল। সে যাক ভাই, আমি সব ঠিক করে নেবখন ; তুমি চল, উদীপুরী বেগমকে পত্র লিখে দেবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দিল্লী প্রাসাদ কক্ষ

(পালঙ্কের ওপর বৃদ্ধ ঔরঙ্গজেব,

পদতলে ক্ষুদ্র আসনে জেবউন্নিসা)

ঔরঙ্গ। জাহাঙ্গীরের প্রিয়তমা মহিষী জগজ্জ্যোতি নুরজাহান, যাঁর ঐশ্চর্য্য বিলাসের খ্যাতি সমস্ত এসিয়া মহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, তিনিও কবিতা লিখেছিলেন,—

"বর ম্যজারেমা গরীবা ন্যঃ চেরাগে ন্য গুলে।

ন্যঃ পরে পরমানা সুজদ ন্যঃ স্যতায়ে বুল বলে।"

আমি গরীব, আমার কবরে কেউ ভুলেও দীপ জ্বেলো না, ফুল দিয়ো না; তা করলে, শ্যামা পোকার পাখা পুড়ে যাবে; বুল্‌বুল পাখী দাগা পাবে।... নুরজাহান বেগমের পর সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদরিণী কন্যা, আমার স্নেহশীলা ভগ্নী জাহানারাও কবিতা লিখেছিলেন—

"বঘা এর সব্‌জান পোশাদ্‌ কেসে মজার-ই-মরা।

কে কবর পোষাই ঘরিবান হাঁমীগিয়া বসন্ত।"

আমার কবরে তৃণ ভিন্ন আর কোন বহুমূল্য আবরণ দিও না।—দীন আত্মার পক্ষে তৃণই যথেষ্ট আবরণ। আর আজ আমার কন্যা জেব-উন্নিসাও কবিতা লিখেছেন! কি—কি যেন লিখেছ জেব?

জেব। পিতা, ও কবিতা রচনা করে আমি যদি অপরাধ করে থাকি, আমায় ক্ষমা করুন পিতা!

ঔরঙ্গ। না কন্যা, তোমার তো কোন অপরাধ নেই। শুধু ভাবছি, কি বিচিত্র এই দুনিয়া! স্বপ্নবিলাসী সাজাহানের পুত্র—প্রখর বস্তু-তান্ত্রিক আলমগীর; আর সেই বস্তুতান্ত্রিক আলমগীরের কন্যা জেবউন্নিসা, সে হল স্বপ্নবিলাসী; প্রেমের কবিতা রচনা করে।

জেব। পিতা—

ঔরঙ্গ। তুমি কাব্য রচনা করো জেব। আমি নিজে ওরসে বঞ্চিত হলেও তোমার কাব্য চর্চ্চায় বাধা দেব না কন্যা।

[সেলাম করিয়া জেবউন্নিসা প্রস্থানোদ্যত

ঔরঙ্গ। দাঁড়ালে! কিছু বলবে?

জেব। পিতা, আমি বলতে এসেছিলুম—

ঔরঙ্গ। ও হাঁ, তুমি যেন কি আর্জ্জি নিয়ে এসেছিলে! এই দেখ, কাব্য চর্চ্চা করতে করতে আসল কথাই ভুলে গেছি। কি তোমার আর্জ্জি জেব?

জেব। আমি বলছিলুম—

ঔরঙ্গ। কি! অসঙ্কোচে বল।

জেব। মোবারেক আলি রূপনগর হতে দিল্লীতে ফিরে আসবার পর শাহানশা তাকে একবারও দর্শন দেননি। তাই শাহানশা তার প্রতি বিরূপ হয়েছেন এই আশঙ্কায় সে ম্রীয়মান।

ঔরঙ্গ। সুতরাং তাকে দর্শন দিতে হবে, এই তো তোমার আর্জ্জি—

জেব। পিতা,

ঔরঙ্গ। মোবারেক আলি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ব্যাকুল। আর তার আর্জ্জি নিয়ে হাজির হয়েছেন আমারই কাব্যরস-নিমগ্না ষোড়শী কন্যা—হুঁ দেখি জেব, তোমার কবিতার বইখানি একবার দেখি—

(পুস্তক দান)

এখানি আপাততঃ আমার কাছেই থাক্। কবিতাগুলি অবসর মত পড়ে দেখব।

জেব। পিতা, মোবারেকের ভগ্নী ফতেমা আমার বন্ধু! শুধু ফতেমার কাতর অনুরোধেই—

ঔরঙ্গ। তোমার এ ওকালতি? তা তুমি বা তোমার সখি উভয়েই নিশ্চিন্ত হতে পার কন্যা। মোবারেককে দেখবার জন্য একদিন আমিও আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা কচ্ছিলুম, বিশেষ কারণ বশতঃই পারিনি এতদিন। আজ আমার এই বিশ্রাম কক্ষেই মোবারেক এবং সেই সঙ্গে উদয়পুরের মহারাণার দূতকে আসবার জন্য আমি ইতঃপূর্ব্বেই এত্তেলা পাঠিয়েছি।

[জেব উন্নিসার প্রস্থান

(অপর দিক হইতে খাজা আসিরউদ্দিনের প্রবেশ)

আসিরুদ্দিন। শাহানশা!

ঔরঙ্গ। সংবাদ!

আসি। সেনাপতি মোবারেক আলি এবং রূপনগরের দূত।

ঔরঙ্গ। দে পাঠিয়ে দে। না, শোন, আগে রূপনগরের দূত। তারপর মোবারেক।

[আসিরুদ্দিনের প্রস্থান

(উপঢৌকনসহ মাণিকলাল ও জনৈক রাজপুতের প্রবেশ)

ঔরঙ্গ। আসুন সর্দ্দারজি, আপনার দর্শন কামনায় আমি এত ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলুম যে রাত্রি প্রভাতে আমি দরবারে আপনাকে অভ্যর্থনা করবার অপেক্ষা সইল না, এই রাত্রিকালেই আমার বিশ্রাম কক্ষে আপনাকে আহ্বান করেছি।

মাণিক। সম্রাটের এই করুণা লাভ করে আমি ধন্য।

ঔরঙ্গ। মহারাণা রাজসিংহের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল সর্দ্দারজি ?

মাণিক। মুলুকের মালিক যেরূপ রেখেছেন। সম্প্রতি মহারাণা আমাকে এই পত্রখানি শাহানশার দরবারে পেস করতে পাঠিয়েছেন।

ঔরঙ্গ। (পত্রপাঠ) হুঁ আপনি এবার তাহলে বিশ্রাম করুণগে।

মাণিক। মহারাণা—শাহানশাকে যে সামান্ত উপঢৌকন পাঠিয়েছেন।

ঔরঙ্গ। উপঢৌকন ! দেখি (মুক্ত তরবারি তুলিয়া নিলেন) কোষমুক্ত তরবারি ক্ষুরধার শানিতহানি বিচ্ছুরিত মেবারের রাণার এই উপহারই আমি গ্রহণ করলুম সর্দ্দার, আর সব রাজসিংহের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যান।

[অভিবাদন করিয়া মাণিক প্রস্থানোদ্যত

ঔরঙ্গ। হ্যাঁ ভাল কথা, আসিরুদ্দিন ! লক্ষ্য রেখো। মেবার-দূতের যেন যথাযোগ্য পরিচর্য্যার ব্যবস্থা হয়, ভোজ্য পানীয়—

মাণিক ! কিছুরই প্রয়োজন নেই শাহানশা, পার্ব্বত্য-মুলুকের মানুষ আমরা, দিল্লীর মহার্ঘ বাদশাহী ভোজ্য পানীয়তে অভ্যস্ত নই।

ঔরঙ্গ। তাকি হয়, শেষে মুলুকে ফিরে গিয়ে মোগলের আতিথ সৎকারের ত্রুটী ধরে নিন্দা করবেন যে। বহু দূর-পথ এসেছেন, দুদিন বিশ্রাম করুণ। আর তা ছাড়া এ বৃদ্ধ বয়সে সব কথা ভাল করে গুছিয়ে বলতে পারি না, দুটো দিন ভেবেচিন্তে রাণার পত্রের বেশ সুন্দর একটী উত্তর লিখে দেব। তাই নিয়ে মুলুকে যাত্রা করবেন ! কেমন ?

মাণিক। সম্রাটের যেরূপ অভিরুচী

[প্রস্থান

ঔরঙ্গ। পত্রের উত্তর ! না রাজপুত আলমগীর বাদাহের পত্রবাহী রাজপুত নয়—সে পত্রবাহী হবে, উদ্ধত রাজপুতের এই তরবারি। আসিরুদ্দিন !

আসি। হজরৎ!

ঔরঙ্গ। এই রাজপুতের শিবির তুমি দেখে এসেছ?

আসি। এসেছি হজরৎ।

ঔরঙ্গ। উত্তম, রাজপুতকে অলক্ষ্যে অনুসরণ কর…সঙ্গে আরও বিশ জন বিশ্বস্ত দেহরক্ষী নেও। যতক্ষণ প্রসাদ দুর্গে রয়েছে কিছু বলো না। প্রসাদ ত্যাগ করে যে মুহূর্ত্তে ঐ বর্ব্বর শিবিরে পৌঁছুবে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে—

আসি। বুঝেছি হজরৎ, আমি যাই, অবিলম্বে রাজপুত দুষমনের ছিন্নমুণ্ড শাহানশার পদতলে অর্পিত হবে।

[প্রস্থান

(মোবারকের প্রবেশ)

মোবারক। শাহানশা।

ঔরঙ্গ। কে! মোবারক আলি! রাজপুতনার যে দূত এই মাত্র চলে গেল, শুনেছি তার সঙ্গে তুমি নাকি বিশেষরূপে পরিচিত?

মোবা। হ্যাঁ শাহানশা, দূতের নাম মাণিকলাল। বলতে সঙ্কোচ নেই, ঐ মাণিকলালের কুট কৌশলেই আমি রূপনগরের যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলুম। শত্রু হলেও মাণিকলাল মহাপ্রাণ।

ঔরঙ্গ। এবং সেইজন্য দিল্লীতে এসে মাণিকলাল যাতে সর্ব্ববিষয়ে নিরাপদ থাকতে পারে তুমি তার ব্যবস্থা করে দিয়েছ?

মোবা। বিদেশী দূতের নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রেখে আমি দিল্লীশ্বরের উপযুক্ত ভৃত্যের কার্য্যই করেছি শাহানশা।

ঔরঙ্গ। হ্যাঁ, তা করেছ। তুমি যে আমার গৌরব বৃদ্ধি করতে সর্ব্বদা সচেষ্ট তার প্রমাণ আমি ইতঃপূর্ব্বেই পেয়েছি মোবারেক। সংবাদ পেলুম, তুমি রূপনগর হতে শুধু পরাজিত হয়ে আসনি; পরাজয়ের পূর্ব্বেই

রূপনগরওয়ালীকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও তাকে সেলাম জানিয়ে রাজসিংহের হাতে তুলে দিয়ে এসেছ। চুপ করে কেন, বল, এ সংবাদ সত্য ?

মোবা। জাঁহাপনা, যদি অপরাধ করে থাকি—

ঔরঙ্গ। অপরাধ করেছ কিনা তার বিচার পরে—আগে বল, কেন করেছ এ কাজ ?

মোবা। করেছি—আমার—আমার বিবেকের আদেশে।

ঔরঙ্গ। বিবেকের আদেশে! তাহলে আমাকে এই বুঝতে হবে মোবারেক আলি, যে তোমার বিবেক তোমায় আদেশ দিয়েছে, যার অন্নে আশৈশবপুষ্ট হয়েছ—সেই তোমার অন্নদাতা প্রভুর সঙ্গে বেইমানী করে, তোমার প্রভু, তামাম হিন্দুস্থানের মালেকের চিরউন্নত শির—রাজপুতনার এক গেঁয়ো ভূঞার দেশে মাটিতে নুইয়ে দিতে ?

মোবা। হজরৎ, এ দাসের প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন না! ঠিক সে অবস্থায় পড়লে হয়তো আপনি নিজেও মনুষ্যত্বের খাতিরে, ঔদার্য্যের খাতিরে—

ঔরঙ্গ। মনুষ্যত্ব! ঔদার্য্য! হাঃ হাঃ হাঃ···না, তোমার ওপর রাগ করতে পারলুম না মোবারেক, মোগল সেনাপতি হয়েও তুমি এখনো একটি শিশু—

মোবা। শাহানশা—

ঔরঙ্গ। মনুষ্যত্ব! উদারতা! ও দুটি শব্দ রাজনীতির মধ্যে নেই মোবারেক,—ওর স্থান শুধু সন্ন্যাসী ফকিরের ছিন্ন কন্থার আস্তরণে! রাজনীতিতে যদি মনুষ্যত্ব আর উদারতা স্থান পেত, তাহলে বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করে, সহোদর ভাইদের রক্ত রঞ্জিত চরণে আমায় তক্ত এ তাউষের সোপান আরোহণ করতে হোত না।

মোবা। আপনি কি বলছেন হজরৎ!

ঔরঙ্গ। ঠিকই বলছি মোবারেক! সামুগড় যুদ্ধে পরাজিত দারা দিল্লীতে পালিয়ে গেল, আমি আগ্রার প্রাসাদ দুর্গ অবরোধ করে, দুর্গের বাইরে নুরমঞ্জিলে অপেক্ষা কচ্ছিলুম। পিতা আমাকে "আলমগীর" নামক তরবারি উপহার দিয়ে, মহাসমাদরে দুর্গমধ্যে আমন্ত্রণ করলেন। পিতৃস্নেহে মুগ্ধ হয়ে দুর্গে প্রবেশ করতে যাব—ঠিক সেই সময় একখানি পত্র হস্তগত হল। পিতা সেই পত্র পাঠাচ্ছিলেন দিল্লীতে দারার কাছে। সে পত্রে কি লেখা ছিল জানো মোবারেক ?

মোবা। কি হজরৎ ?

ঔরঙ্গ। সুরক্ষিত দিল্লীদুর্গে সুদিনের অপেক্ষা কর দারা,—আমি আগ্রার ব্যবস্থা সব ঠিক করে দিচ্ছি। অর্থাৎ ঔরঙ্গজেবকে উদারতায় ভুলিয়ে এনে আগ্রা দুর্গে তার সমাধির ব্যবস্থা কচ্ছি।

মোবা। হজরৎ—

ঔরঙ্গ। বিশ্বস্ত সেনাপতি আলিনকীর হত্যার অপরাধে মোরাদকে গোয়ালিয়র দুর্গে অবরুদ্ধ রেখেছিলুম সত্য—তবু তার সুখসাচ্ছন্দের এতটুকু ত্রুটী করিনি আমি। সুরাপায়ী, বিলাসী সে; দুর্গ মধ্যে দিয়েছিলুম তাকে অবাধ স্বাধীনতা, সম্রাট সাজাহানের বিলাসী পুত্রের যা কিছু বিলাস সামগ্রীর প্রয়োজন—প্রত্যহ তার সব কিছু প্রেরিত হত গোয়ালিয়র দুর্গে। অথচ আমার এই উদারতার সুযোগ নিয়ে আমারি বিরুদ্ধে বিদ্রোহ মানসে সে দুর্গ হতে পলায়নের চেষ্টা করল; তারই ফলে হল মোরাদের জীবলীলার চির অবসান।

মোবা। এ সংবাদ আমি জানি শাহানশা—

ঔরঙ্গ। বাকী রইল সুজা। ভাইদের মধ্যে তাকে ভালবাসতুম সব চেয়ে বেশী; আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিল সত্য—তবু হয়তো তাকে দ্বান্তে, আলিঙ্গণ বদ্ধ করে সব ভুলভ্রান্তির অবসান ঘটাতে পারতুম।

কিন্তু সেই বিশ্বাসঘাতক যশোবন্ত সিংহ! পরম উদারতার সঙ্গে তাকে বন্ধু বলে স্বীকার করছিলুম কিনা,—তার বাহুবলের ওপর বড় বিশ্বাসে আশ্রয় করেছিলুম! তাই সে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আমাকে ত্যাগ করে সরে দাঁড়াল; আর সুজা আমার কবল মুক্ত হয়ে পালিয়ে গেল আরাকান মুলুকে, বর্ব্বর আরাকানীর গৃহে। স্মরণ কোরো—স্মরণ কোরো মোবারেক, তাদের ভীষণ পরিণাম।

মোবা। হজরৎ—হজরৎ—সে মর্ম্মান্তিক কাহিনীর বর্ণনায় আপনি ক্ষান্ত হোন্।

ঔরঙ্গ। হ্যাঁ, ক্ষান্ত হব ভুলতে চাই, ভুলতে চাই মোবারেক, সে হতভাগ্যদের বিষাদময় স্মৃতি। এত চেষ্টা করি, তবু ভুলতে পারি না! এক এক দিন নিশীথ রাত্রে সমস্ত প্রাসাদ যখন ঘুমে অচেতন, মনে হয় কোথা হতে যেন অতি করুণ রোদনের ধ্বনি জাগছে। চমকে উঠে বসি আমার শয্যায়, মনে হয়, দেওয়ালে, ছাদে, সম্মুখে, পশ্চাতে নিম্নে, উর্দ্ধে চারিদিক হতে জাগছে আর্ত্তক্রন্দন। চোখের সামনে দেখতে পাই, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত দারার শির সহসা যেন অলৌকিক জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, সেই আলোয় দেখতে পাই, দারার বুকে মাথা রেখে তার কিশোর সন্তান সিপাহের কেঁদে বলছে, পিতা—পিতা—আমায় একা রেখে কোথায় চলেছ পিতা?

মোবা। শাহানশা, শাহানশা!

ঔরঙ্গ। জোর করে সে ছবি মুছে ফেলি! কিন্তু সে ছবি শেষ হতে না হতে জেগে ওঠে সেই চিত্রপটের ওপর—সুজার মহীয়সী বেগম পিয়ারাবানুর দেবদূতীর মত জ্যোতির্দীপ্ত মুখমণ্ডল। বর্ব্বর আরাকানীর পাপলালসা হতে আত্মরক্ষা করবার জন্য সেই দেবদূতী পাথরের দেওয়ালে মাথা ঠুকছে, ফিনকী দিয়ে রক্ত ঝরছে, আর সেই ক্ষত বিক্ষত দেহ

দেবমূর্তী আমায় অভিসম্পাত দিয়ে বলছে, "ঔরঙ্গজেব, তোমার জীবনে কখনো শান্তি পাবেনা! তোমার সমস্ত জীবন রক্তসিক্ত প্রেতাত্মা—না না—এসোনা, এসোনা, চলে যাও, যাও—যাও, আমি বিশ্ববিজয়ী আলমগীর।

মোবা। হজরৎ, হজরৎ শাহানশা!

ঔরঙ্গ। কে! কে তুই!

মোবা। আমি, আমি আপনার গোলাম মোবারেক।

ঔরঙ্গ। মোবারেক! তুমি কেন!

মোবা। আমি কর্ত্তব্যচ্যুত হয়েছি বলে আপনার কাছে শাস্তি নিতে এসেছি হজরৎ—

ঔরঙ্গ। শাস্তি, হ্যাঁ মনে পড়েছে, কিন্তু সেনাপতি, এখন নয়, যথা সময়ে বিবেচনা করে দেখব, তোমার প্রতি কি আমার দণ্ডাজ্ঞা।

[মোবারকের প্রস্থান

(আসিরুদ্দিনের প্রবেশ)

আসি। হজরৎ!

ঔরঙ্গ। কে! আসিরুদ্দিন! একা এলে! কোথায় সেই রাজপুতের ছিন্ন মুণ্ড?

আসি। হজরৎ! তাকে ধরতে পারিনি; সে পলাতক।

ঔরঙ্গ। পলাতক!

আসি। তার শিবির অবরোধ করলুম, তন্নতন্ন করে দেখলাম কোথাও সে নাই; প্রাসাদ দুর্গ ত্যাগ করে যেন হাওয়ার মত অদৃশ্য হল। গোস্তাকী মাফ করবেন শাহানশা, আমার মনে হয়, নিশ্চয় সম্রাটের কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী তার পলায়নে সহায়তা করেছে। নইলে এ দিল্লী শহর হতে এভাবে পলায়ন অসম্ভব।

ঔরঙ্গ। উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ! হুঁ…মাণিকলাল শত্রু, তবু সে মহান। মনুষ্যত্ব, ঔদার্য্যের দোহাই ! হুঁ হুঁ ! আসিরুদ্দিন, মোবারক আলি এখনো প্রাসাদ ত্যাগ করে যেতে পারেনি ; এই মুহূর্ত্তে তাকে গ্রেপ্তার কর, গ্রেপ্তার করে জীবন্ত শূলে চাপিয়ে—না—মোবারেক আলি সাপ নিয়ে খেলা কর্চ্ছে, কেউটে সাপ—বিষাক্ত কেউটে সাপের ফণার নীচে অর্পণ কর। কাল সাপের বিষে জর্জ্জরিত হয়ে যখন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবে, তার সেই মৃতদেহ, সমাধিস্থ করে, তারপর দেবে আমায় সংবাদ।

[আসিরুদ্দিনের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

দিল্লীর প্রাসাদ দুর্গ—উদীপুরীর কক্ষ

(যোধপুরী বেগম ও নির্ম্মলকুমারী)

যোধ। কি হয়েছিল, খুব সংক্ষেপে বল।

নির্ম্মল। আমি উদয়পুরের মহারাণার দূতের সঙ্গে দিল্লী এসেছিলুম ! মহারাণার দূত সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে গেছে, আমি শিবিরে অপেক্ষা কর্চ্ছিলুম, এই সময় কয়েকজন বাদশাহী কর্ম্মচারী আমাদের শিবির আক্রমণ করল। আমি পালাতে গিয়ে একজনের হাতে ধরা পড়লুম। সে আমায় জিজ্ঞাসা করল, মহারাণার দূত কোথায় ? আমি বললুম, রাণার দূতকে আমি চিনি না। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, তবে তুমি কে ? আমি বললুম, জনাব যোধপুরী বেগমের হিন্দু বাঁদী আমি। রাজপুতেরা কীষণজীর চরণামৃত সঙ্গে রাখে। দিল্লীতে রাজপুত দূত এসেছে শুনেছ, বেগম সাহেবা আমাকে এই তাম্বুতে পাঠিয়েছিলেন—সেই চরণামৃতের জন্য।

যোধ। খুব বুদ্ধিমতীর ন্যায় কাজ করেছ। তারপর?

নির্ম্মল। তারপর সেই লোকটা আমায় বললে, তোমায় একা দেখছি, মহালের বাহিরে এলে কি করে? আমি তখন তাকে এই পাঞ্জা দেখালুম। সে আমায় অমনি তিন সেলাম। আমি বললুম, কখনো পুরীর বাইরে আসিনি, চারিদিকে গোলমাল দেখে ভয় লাগছে। তুমি আমায় বেগম সাহেবার মহালে পৌঁছে দাও, সে সঙ্গে এল। তারই সাহায্যে আমি আপনার মহালে এসেছি।

যোধ। কিন্তু, তুমি ও পাঞ্জা পেলে কি করে?

নির্ম্মল। কেন, আপনার স্মরণ নেই, আমার সখি রূপনগরের রাজকন্যার কাছে আপনি দূতী পাঠিয়েছিলেন? ও পাঞ্জা সেই দূতী ফেলে এসেছিল।

যোধ। হ্যাঁ, স্মরণ হয়েছে। তা রূপনগরের রাজকন্যা তো এখন রাণা রাজসিংহের কাছে আশ্রয় পেয়েছেন। তিনি তোমাকে দিল্লী পাঠালেন কেন?

নির্ম্মল। শুনেছি বাদশার উদীপুরী বেগমের বড় রূপের দেমাক। তাইতার রূপের জৌলুষ দেখবার জন্য সখি তাকে এই পত্র মারফত উদয়পুরে আমন্ত্রণ করেছেন।

যোধ। ওই পত্র উদীপুরী বেগমকে দিতে হবে? কিন্তু ভাবছি, বড় কঠিন ঠাঁই—

নির্ম্মল। আপনি আমার সখীর মঙ্গলার্থী, এই বিশাল নগরীতে একমাত্র আপনার সাহায্যের ভরসাতেই সখী আমায় পাঠিয়েছেন। বেগম সাহেবা, যে কোন উপায়ে এই পত্র সেই দাম্ভিকা উদীপুরীকে—

যোধ। চুপ, আসছে—

নির্ম্মল। কে?

যোধ। সেই খৃষ্টানী, হুঁ পা টলছে। প্রচুর সরাব পান করেছে নিশ্চয়।

নির্ম্মল। সরাব!

যোধ। বাদশাহ নিজে ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমান।—সুরাপায়ীকে তিনি ঘৃণার চক্ষে দেখেন। তবু আশ্চর্য্য, ঐ খৃষ্টানী প্রত্যহ বাদশাহের অসাক্ষাতে প্রচুর সরাব খায়। সরাবের নেশায় বেহুঁস হয়ে পড়ে। তবু বাদশাহ ঐ সৌন্দর্য্য গর্ব্বিতাকে···সরে এস, উদীপুরীকে চিঠি দেবার সুযোগ হয়ে এসেছে—সঙ্গে এস, বলছি সব!

(উভয়ের প্রস্থান)

(অপরদিক হইতে উদীপুরীর প্রবেশ)

উদীপুরী। না, না, পিয়ালা খালি হতে দিও না। সরাব ঢালো, নাচো গাও—

(নর্ত্তকীদের প্রবেশ ও নৃত্যগীত)

উদীপুরী। বহুৎ খুব! যাও, আমার ঘুম পাচ্ছে, আমি ঘুমুব! সরাব—সরাব—

(নর্ত্তকীদের প্রস্থান; সন্তর্পনে নির্ম্মলকুমারীর প্রবেশ ও ঔষধ মিশাইয়া সরাব দান)

নির্ম্মল। হুজুরাইন! সরাব নিন্—

(সরাবের সঙ্গে ঘুমের ঔষধ মিশাইয়া দিল, উদীপুরীর পান)।

উদীপুরী। তুমি, না, না, আপনি কে?

নির্ম্মল। আমি উদয়পুরের মহিষীর দূতী। এই চিঠি নিয়ে এসেছি।

উদী। চিঠি—থাক এখানে, পরে দেখব। আপনি কে বললেন?

নির্ম্মল। উদয়পুরের মহিষীর দূতী।

উদী। না, তুমি ফার্সী মুলুকের বাদশা। মোগল হারেম থেকে আমায় নিয়ে যেতে এসেছ।

নির্ম্মল। হুজুরাইন—

উদী। দেখি, দেখি চিঠি! কি লিখেছে? (পাঠ)

"আয় নাজনী! পিয়ারে মেরে! তোমার সুরৎ ও দৌলত শুনিয়া আমি একেবারে বেহোস ও দেওয়ানা হইয়াছি। তুমি শীঘ্র আসিয়া আমার কলিজা ঠাণ্ডা কর।" আচ্ছা, ঠিক হ্যায়—তা আমি করব। হুজুরের সঙ্গে যাব। হ্যাঁ কথা দিচ্ছি—পালিয়ে যাব। তবে তার আগে একটু অপেক্ষা করুন—আমি একটু সরাব খেয়ে নিই। সরাব—

নির্ম্মল। (ঔষধ মিশাইয়া) এই নিন্।

উদী। আপনি একটু সরাব মোলাহেজা করবেন? আচ্ছা সরাব, খেলেই ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে। ফেরেঙ্গের এলচি নজর দিয়েছে এই সরাব। এমন সরাব আপনার মুল্লুকেও পয়দা হয় না। (পুনঃ পান) আঃ বড় ঘুম, আমি ঘুমুই আপনি—আপনি একটু আহারামে গিয়ে অপেক্ষা করুন।

(নিদ্রিত হইল

(সন্তর্পণে যোধপুরীর প্রবেশ উদীপুরীকে পরীক্ষা করিল)

যোধ। বাঁদী—

(বাঁদীর প্রবেশ, ইঙ্গিত করিতে বাদী ধূপাধার আনিয়া পার্শে রাখিল, বীজন করিল। পরে রেশমের আস্তরণ দিয়া উদিপুরীকে ঢাকিয়া দিল)

যোধ। নেশায় বেহুঁস হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। আর এখানে অপেক্ষা নয়, এই তোমার পালাবার উপযুক্ত সুযোগ। হ্যাঁ, ভালকথা, উদয়নগরের সেই দূত?

নির্ম্মল। সে দিল্লীর চাঁদনী চকে শ্বেত পাথরের দোকান খুলে পেশোয়ারী দোকানদার সেজে বসে আছে—আমি আসবার সময় এমন সঙ্কেত তাকে পাঠিয়ে এসেছি যাতে নিশ্চিত বুঝতে পারবে যে আমি বাদশাহের অন্তঃপুরে। সে দিল্লী ত্যাগ করে আমার জন্য পথিমধ্যে নির্দ্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করবে। আজ রাত্রি তৃতীয় প্রহর মধ্যে আমি তার সঙ্গে মিলিত না হলে তাকে সংবাদ দেওয়া আছে সে যেন আমার বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে উদয়পুরে ফিরে যায়।

যোধ। উত্তম, এই বাঁদী আমার অত্যন্ত বিশ্বস্ত। এ তোমায় পুরীর দ্বারদেশ পর্য্যন্ত পৌছে দিয়ে আসবে। সেখানে আমার অন্য লোক রয়েছে, প্রয়োজন হলে সেই লোক তোমায় উদয়পুর পর্য্যন্ত পৌছে দিয়ে আসবে। আর উদিপুরীর মহালে থাকা আমার পক্ষে নিরাপদ নয়। আমি যাই, বাঁদী তোমায় যথাস্থানে পৌছে দেবে। রূপনগরের ভগ্নীকে আমার কথা বোলো ভাই, আমায় ভুলো না! [প্রস্থান

নির্ম্মল। আপনাকে ভুলব! শুধু আপনার অনুগ্রহেই এই শত্রুপুরী হতে কার্য্যোদ্ধার করে ফিরে যাচ্ছি। এ ঋণ সারা জীবন স্মরণ করবো—বেগম সাহেবা—

বাঁদী। চলুন হুজুরাইন! আর বিলম্ব নয়—

নির্ম্মল। হ্যাঁ চল— (গমনোদ্যতা)

বাঁদী। সর্ব্বনাশ! সামনে স্বয়ং যম—পালান, পালান।

[ছুটিয়া প্রস্থান

নির্ম্মল। কে! কাকে দেখে পালিয়ে গেল। কে··· কেও—

(ঔরঙ্গজেবের প্রবেশ)

ঔরঙ্গ। তুমি কে?

নির্ম্মল। আমি যে হই না কেন? পথ ছাড়ুন—

ঔরঙ্গ। কোথায় যাবে?

নির্ম্মল। প্রাসাদ দুর্গের বাইরে!

ঔরঙ্গ। কেন?

নির্ম্মল। আমার দরকার আছে।

ঔরঙ্গ। দরকার ভিন্ন কেউ কিছু করে না, সে আমার জানা আছে। কি দরকার তাই বল!

নির্ম্মল। আমি বলব না।

ঔরঙ্গ। উঁ, কি বল্‌লে?

নির্ম্মল। বলব না!

ঔরঙ্গ। তুমি হিন্দুর মেয়ে দেখছি—কি জাতি?

নির্ম্মল। রাজপুত।

ঔরঙ্গ। রাজপুত! তুমি কি যোধপুরী বেগমের কাছে থাক? বল, কোন ভয় নেই। যোধপুরী বেগমের লোক তুমি?

নির্ম্মল। না, আমি এখানে থাকি না; আজ এসেছি!

ঔরঙ্গ। কোথা থেকে এসেছ?

নির্ম্মল। উদয়পুর হতে।

ঔরঙ্গ। উদয়পুর হতে! কেন এসেছ?

নির্ম্মল! আপনাকে এত পরিচয় দিয়ে কি হবে? এত জিজ্ঞাসা বাদ না করে আপনি যদি আমায় ফটক পার করে দেন তবে বিশেষ উপকৃত হব।

ঔরঙ্গ। তোমাকে জিজ্ঞাসা বাদ করে উত্তরে সন্তুষ্ট হলে, আমি তোমায় কথা দিচ্ছি নিজে সঙ্গে করে ফটক পার করে দিয়ে আসব। বল সব কথা খুলে বল।

নির্ম্মল। আপনি কে তা না জানলে সব কথা আপনাকে বলব না।

ঔরঙ্গ। আমি বাদশাহ আলমগীর।

নির্ম্মল। বাদশাহ! ওঃ—(অভিবাদন) হুকুম করুন।

ঔরঙ্গ। এখানে তুমি কার কাছে এসেছিলে?

নির্ম্মল। উদীপুরী বেগমের কাছে।

ঔরঙ্গ। কি বললে! উদয়পুর হতে উদীপুরীর কাছে! কেন?

নির্ম্মল। পত্র ছিল।

ঔরঙ্গ। কার পত্র?

নির্ম্মল। মহারাণার রাজ মহিষীর।

ঔরঙ্গ। কৈ সে পত্র দেখি— [পত্র আনিয়া দিল—পত্র পাঠ

ঔরঙ্গ। হুঁ, এই, সত্য বল্, কি প্রকারে তুমি এই মহালে প্রবেশ করলে?

নির্ম্মল। বাঁদীর অপরাধ মার্জ্জনা হোক, একথার উত্তর আমি দেব না।

ঔরঙ্গ। কি বল্‌লি! সামান্যা বাঁদীর এত দুঃসাহস! দুনিয়ার মালেক আলমগীর বাদশাহের প্রশ্নের জবাব দিতে অসম্মত।

নির্ম্মল। শাহানশা, এ দুনিয়া আপনার, কিন্তু রসনা আমার। আমি যা না বলব, দুনিয়ার বাদশাহ তা কিছুতে বলাতে পারবেন না।

ঔরঙ্গ। তা না পারি, যে রসনার বড়াই কর্চ্ছ তা এখনি তাতারী প্রহরিণীকে দিয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে কুকুরকে খেতে দেব।

নির্ম্মল। দিল্লীশ্বরের মরজি। কিন্তু তা করলে হুজুরের লোকসান, যে সংবাদ আপনি জান্‌তে চাইছেন আমার জিভ কাটলে তা প্রকাশের পথ চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে।

ঔরঙ্গ। শুধু সেই জন্যেই তোমার জিভ এতক্ষণ কেটে ফেলতে হুকুম দিইনি। মঙ্গল চাও তো এখনো বল।

নির্ম্মল। বলেছি তো, ভয় দেখিয়ে আমার কাছে কোন কথা বার করতে পারবেন না হজরৎ।

ওরঙ্গ। হুঁ, কে আছিস্! (বাঁদীর প্রবেশ) এই শেষ সুযোগ দিচ্ছি, এখনো বল। নইলে ওই তাতারী প্রহরিণী তোমায় কাপড়ে মুড়ে একটু একটু করে পুড়িয়ে মারবে। আমার কথায় যা বলবে না, আগুনের জ্বালায় তা বলতে বাধ্য হবে।

নির্ম্মল। আগুন! হিন্দুর মেয়ে আগুনে পুড়ে মরতে ভয় করে না। বাদশাহ কি শোনেননি, হিন্দুর মেয়ে হাসতে হাসতে স্বামীর সঙ্গে জ্বলন্ত চিতায় চড়ে পুড়ে মরে? আপনি আমায় যে আগুনের ভয় দেখাচ্ছেন, আমার মা, আমার মাতামহী সেই আগুনেই মরেছেন। চল প্রহরিণী! দিল্লীর বাদশাহকে দেখিয়ে দিই হিন্দুর মেয়ে কেমন করে জীবন্তে পুড়ে মরে। চল, আগুন জ্বালাবে চল। [প্রহরিণীসহ প্রস্থানোদ্যত

ঔরঙ্গ। দাঁড়াও (ইঙ্গিতে প্রহরিণীর প্রস্থান) সুন্দরী, আমি এতক্ষণ পরীক্ষা কচ্ছিলুম শুধু; এবার বুঝলুম তুমি নারীরত্ন। তোমার নাম কি পিয়ারী?

নির্ম্মল। ওকি জাঁহাপনা, আরও রাজপুত মহিষীতে সাধ আছে নাকি? সে সাধ ত্যাগ করতে হচ্ছে। আমি বিবাহিতা।

ঔরঙ্গ। সেকথা এখন থাক্। এখন তুমি কিছুদিন আমার এই রঙমহাল মধ্যে বাস কর। আশা করি এ হুকুম তুমি অমান্য করবে না।

নির্ম্মল। কেন আমায় আটকে রাখছেন?

ঔরঙ্গ। রাখছি এই ভেবে যে তুমি এখন দেশে গেলে আমার বিস্তর নিন্দা করবে। যাতে তুমি আমার প্রশংসা করতে পার আমি তোমার সঙ্গে এখন থেকে সেই রকম ব্যবহার করব। তারপর তোমায় ছেড়ে দেব। কেমন স্বীকার?

নির্ম্মল। অগত্যা! কিন্তু যে কদিন এখানে থাকব আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে শাহানশা—

ঔরঙ্গ। বল কি ?

নির্ম্মল। আমি হিন্দুর অন্নজল ভিন্ন স্পর্শ করব না।

ঔরঙ্গ। বেশ, স্বীকার করলুম।

নির্ম্মল। কোন মুসলমান আমাকে স্পর্শ করবে না।

ঔরঙ্গ। তাও স্বীকার করলুম।

নির্ম্মল। আর—আর একটী নিবেদন ; আমি কোন হিন্দু বেগমের কাছে থাকব।

ঔরঙ্গ। তাই হবে। বাঁদী, একে যোধপুরী বেগমের মহালে নিয়ে যা। আমি হুকুম নামা লিখে দিচ্ছি, এঁর মর্য্যাদা আজ থেকে বেগমের মত।

চতুর্থ দৃশ্য

মেবার প্রাসাদ কক্ষ—রাজসিংহ ও দয়ালশা

রাজ ; বড়ই চিন্তার কথা হল দয়ালশা। ঔরঙ্গজেব মেবার আক্রমণ করতে এত বিপুল সেনা সমাবেশ কর্চ্ছে যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর ভারতবর্ষে এরূপ সমরায়োজন আর কখনো হয়েছে কিনা সন্দেহ। দক্ষিণ দিক থেকে উদয়পুর ভাসাতে আসছে গোলকুণ্ডা বিজাপুরের মহাসৈন্য নিয়ে বাদশাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ আলম। পূর্ব্ব দিক থেকে ধেয়ে আসছে বাঙ্গলার সৈন্য নিয়ে অন্য শাজাদা আজমশাহ্। পশ্চিমে মুলতান থেকে আসছে পাঞ্জাব, কাবুল, কাশ্মীরের বাহিনী নিয়ে শাজাদা আকবর। আর উত্তরে স্বয়ং বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে তার দুর্দ্ধর্ষ বাদশাহী ফৌজ। এই চতুর্ভাগে বিভক্ত সেনাদলের বিরুদ্ধে মুষ্টিমের রাজপুতকে কি কৌশলে যুদ্ধ করে জন্মভূমির সম্মান রক্ষা করতে হবে এখন তাই আমাদের বিবেচ্য।

দয়াল। মহারাণার রণপাণ্ডিত্য ভারতবিখ্যাত। তাই ক্ষুদ্র মেবারের বিরুদ্ধে ঔরঙ্গজেবের এত বিপুল সেনা সমাবেশ। এ বিপদে কি কর্ত্তব্য সে বিষয়ে মহারাণা যেমন উপদেশ দেবেন, সেই অনুযায়ী কার্য্য করব।

রাজ। আমার মনে হয় দয়ালশা, সমতলক্ষেত্রে থেকে ঔরঙ্গজেবের সমুদ্রতুল্য বিরাট বাহিনীকে বাধা দেবার চেষ্টা—সে হবে কেবল মূর্খতা। সমতলভূমি ত্যাগ করে আমরা পাহাড়ের ওপর সেনা সংস্থাপন করব।

দয়াল। মহারাণার এ আজ্ঞা তো ইতঃপূর্ব্বেই সেনাদলে প্রচারিত হয়েছে। এই আজ্ঞা অনুসারেই পূর্ব্ব দিকের পাহাড়ে কুমার জয়সিংহ সেনা সংস্থাপন করেছেন আজমশাহকে বাধা দিতে। দক্ষিণে গণরাও গিরিবর্ত্মে বসে কুমার ভীমসিংহ লক্ষ্য কর্চ্ছেন শাজাদা শাহ আলমের অগ্রগতি।

রাজ। কুমার ভীমসিংহ ধীর প্রকৃতি, বিচার বিবেচনা করে কার্য্য করবে। কিন্তু আমার ভয় হয় উদ্ধত জয়সিংহকে নিয়ে। চঞ্চল প্রকৃতি জয়সিংহ যদি পর্ব্বতশৃঙ্গে অপেক্ষা না করে সমতলক্ষেত্রে নেমে আসে, শাহআলমকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত করতে, তাহলে ফল হবে ভয়ঙ্কর; হয়তো মোগলকে পরাজিত করতে গিয়ে সে নিজেই—

(জয়সিংহের প্রবেশ)

জয়। না পিতা না, মহারাণা রাজসিংহের পুত্র কখনো পরাজিত হয়ে ফিরে আসবে না।

রাজ। কুমার জয়সিংহ! এত শীঘ্র তুমি প্রত্যাবর্ত্তন করলে?

জয়সিংহ। পিতৃ আজ্ঞা পালন করেছি; অনর্থক কাল বিলম্ব নিষ্প্রয়োজন। তাই উদয়পুরে ফিরে এসে পিতার দ্বিতীয় আদেশ প্রতীক্ষা কর্চ্ছি।

রাজ। কার্য্য সুসম্পন্ন!

জয়। হ্যাঁ পিতা, শাজাদা আজমশাহ পরাজিত। গিরিবর্ত্মে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের ওপর থেকে অজস্র গোলাবর্ষণ ও শিলাবৃষ্টি আরম্ভ করলুম; অতর্কিত আক্রমণে ভীত বিপর্য্যস্ত মোগল বাহিনী। কোথা হতে যে ঝাঁকে ঝাঁকে গোলাবর্ষণ হচ্ছে, শিলা স্তূপ মাথায় ভেঙ্গে পড়ছে, কিছুই বুঝতে না পেরে রণে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল। বহু চেষ্টা করেও সেনাদলকে সুসংবদ্ধ করতে না পেরে যুবরাজ আজমশাহ হাতীতে চেপে পালিয়ে গেলেন। পূর্ব্ব পথ একবারে শত্রু শূন্য করে আমি উদয়পুরে এসেছি মহারাণার পরবর্ত্তী আজ্ঞা জানতে।

রাজ। কুমার জয়সিংহ, তোমাকে চঞ্চলমতি জ্ঞান করে আমার মন একটু আগেই সংশয়াকুল হয়েছিল। তুমি আমার সে ভ্রান্তি দূর করলে পুত্র।

(দূতের প্রবেশ ও পত্র দান)

রাজ। (পত্র পাঠ) হুঁ, জয়সিংহ; আমার দ্বিতীয় আদেশ শুনতে চেয়েছিলে না! তোমার দ্বিতীয় কর্ত্তব্যের ইঙ্গিত রয়েছে এই পত্র মধ্যেই।

দয়াল। কার পত্র মহারাণা?

রাজ। মাণিকলালের।

দয়াল। মাণিকলাল!

রাজ। হ্যাঁ, দিল্লী হতে ঔরঙ্গজেবের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করে মাণিকলাল পলায়ন করবার পর, ছদ্মবেশে অলক্ষ্য হতে সে ঔরঙ্গজেবের গতিবিধি দেখছে। এবং আমাকে চরযোগে বহু গুপ্ত সংবাদ জানাচ্ছে। মাণিকলালের পত্রে জানলুম আজমীরে ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে শাজাদা আকবরের সৈন্য সম্মিলিত হয়েছে। সেই সম্মিলিত সৈন্য নিয়ে এবার তারা দয়েলবারা, দোবারি ও নৈনী এই ত্রিধা বিভক্ত গিরিবর্ত্মের সন্ধি

স্থলে এসে পৌঁছেচে। তারপর দোবারির মুখে নিজে শিবির ফেলে এবার শাজাদা আকবরকে আদেশ দিয়েছে দোবারি পার হয়ে উদয়পুরে প্রবেশ করতে।

জয়। উদয়পুরে প্রবেশ করবে, এত স্পর্দ্ধা আকবরের!

রাজ। না পুত্র; স্পর্দ্ধা নয়, উদয়পুরে তাকে আমরা বিনা বাধায় প্রবেশ করতে দেব।

জয়। পিতা—

রাজ। অধীর হয়ো না পুত্র, বলেছি তো, সমুদ্রতুল্য মোগল বাহিনীকে মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে পরাজিত করতে আমাদের প্রধান অস্ত্র হবে, কূট কৌশল, প্রখর রণচাতুর্য্য। উদয়পুর হতে সমস্ত পুরবাসীকে নিয়ে অবিলম্বে আমি নৈনী গিরিবর্ত্মে যাত্রা করব। সেখান হতে দিল্লীর বাদশাহকে···না, সে কথা এখন থাক। তুমি যাও দোবারিপ্রান্তে! জনহীন উদয়পুর অধিকার করে আকবর আনন্দ বিলাসে মত্ত হবে; ঠিক সেই মুহূর্ত্তে পর্ব্বত অন্তরাল হতে ব্যাঘ্রের মত ঝাঁপিয়ে পড়বে মোগলসেনা মধ্যে। ব্যাঘ্রদংষ্ট্রা নিষ্পেষণে সমস্ত মোগলকে নিঃশেষ করে দেবে।

জয়। যথা আজ্ঞা পিতা—　　[প্রস্থান

রাজ। দয়ালশা।

দয়াল। মহারাণা!

রাজ। অবিলম্বে নগর মধ্যে প্রচার কর, আজই আমারা উদয়পুর ত্যাগ করে নৈনী গিরিবর্ত্মে আশ্রয় নেব। উদয়পুরে এক প্রাণীকে রেখে যাব না। মোগল সেনা নিয়ে আকবর যখন উদয়পুরে প্রবেশ করবে, সে দেখবে যে উদয়পুর জনহীন শ্মশান।

দয়াল। আমি আপনার আদেশ প্রচার কর্চ্ছি মহারাণা। আজ রাত্রেই তাহলে—

রাজ। হ্যাঁ—মাণিকলাল গণরাও গিরিবর্ত্মে কুমার ভীমসিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অবিলম্বে উদয়পুর ফিরে আসবে বলে এই পত্রে সংবাদ দিয়েছে। আমাদের অপেক্ষা শুধু মাণিকলালের প্রত্যাবর্ত্তনের।

[দয়ালশার প্রস্থান

রাজ। ঔরঙ্গজেব, আমাকে ধ্বংস করতে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছ ভারতের বৃহত্তম সেনা। উত্তম, অপেক্ষা কর দোবারির মুখে। রাজসিংহ তার রণকৌশল দেখাবার উপযুক্ত সুযোগের প্রতীক্ষা কচ্ছে শুধু। শাজাদা আজমশা পরাজিত। আকবারের ধ্বংসও সুনিশ্চিত। এবার শাজাদা শাহআলমকে শায়েস্তা করতে পারলেই—

(মাণিকলালের প্রবেশ)

মাণিক। অভিবাদন গ্রহণ করুন মহারাণা।

রাজ। মাণিকলাল! এসেছ বন্ধু! ভীমসিংহের সংবাদ?

মাণিক। রাণা রাজসিংহের উপযুক্ত পুত্র কুমার ভীমসিংহ যথার্থ সেনাপতির ন্যায় কার্য্য করেছেন মহারাণা! বিনা রক্তপাতে জয়লক্ষ্মীকে তিনি বরণ করেছেন।

রাজ। বিনা রক্তপাতে!

মাণিক। হ্যাঁ, মহারাণা, বিনা রক্তপাতে! শাহ আলমকে তিনি গণরাও গিরিবর্ত্ম বিনা বাধায় পার হতে দিয়েছেন। সে পথ অতিক্রম করে কাঁকরলির সরোবর ও প্রাসাদ মালার কাছে পৌঁছে শাহ আলমের ভুল ভাঙ্গল। তিনি দেখলেন, পিছনে গিরিবর্ত্মের ওপর কুমার ভীমসিংহের সেনা, সামনেও কোন পথ নেই। পথ তৈরী করে এগিয়ে যাবারও ভরসা নেই; তাহলে পশ্চাত দিক হতে ভীমসিংহ গিরবর্ত্মের মুখ বন্ধ করে দেবেন। ফলে মোগল সেনার রসদ আনবার উপায় থাকবে না, সমস্ত বাহিনীকে সেই পার্ব্বত্য প্রদেশে না খেয়ে শুকিয়ে মরতে

হবে। শাজাদা বিপাকে পড়ে তাই আর অগ্রসর হচ্ছেন না। তিনি পশ্চাৎ অপসরণের পথ খুঁজছেন।

রাজ। যাক, তা হলে দাক্ষিনাত্যের বাহিনী সম্বন্ধেও আমি নিশ্চিন্ত। এবার বাকী রইলেন স্বয়ং বাদশাহ আলমগীর।

মাণিক। বাদশাহের মৃত্যু-অস্ত্রও আমি সংগ্রহ করেছি মহারাণা! হুকুম করেন তো—

রাজ। বাদশাহের মৃত্যু-অস্ত্র! সে কি?

মাণিক। একটী মরা মানুষ।

রাজ। মরা মানুষ? তার অর্থ!

মাণিক। হ্যাঁ মহারাণা, একটী মৃতকে আমি প্রাণদান করেছি। নবজীবন লাভ করে···সে আমার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, আমি তাকে যে কাজে নিযুক্ত করব সে তাই করবে। আমার বিশ্বাস, তাকে দিয়ে আমরা বাদশাহের ধ্বংস সাধনে যথেষ্ট সাহায্য পাব।

রাজ। তোমার সব কথাই যেন কেমন হেঁয়ালীর মত মনে হচ্ছে মাণিকলাল! ভাল, সে লোকটি কোথায়?

(মাণিকের ইঙ্গিত—মোবারকের প্রবেশ)

মোবা। মহারাণার আজ্ঞা প্রতীক্ষায় সে মহারাণারই সম্মুখে।

রাজ। একি! মোগল সেনাপতি মোবারেক আলি!

মোবা। না মহারাণা, মোগল সেনাপতি মোবারেকের মৃত্যু হয়েছে, আমি তার প্রেতাত্মা।

রাজ। মোবারেক!

মোবা। রূপনগরের রাজকন্যাকে দিল্লীতে নিয়ে যেতে পারিনি বলে বিষাক্ত সর্পদংশনে আমার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছিল। বাদশাহের হুকুম প্রতিপালিত হল, কালসর্পের বিষের জ্বালায় আমি মৃতপ্রায় হয়ে মাটীতে লুটিয়ে পড়লুম।

রাজ। তারপর ?

মাণিক। তারপর আমার কাছে শুনুন মহারাণা। আমি সেই দিনই দিল্লী হতে ছদ্মবেশে পালাচ্ছিলুম। এক কবরখানার ধার দিয়ে যাচ্ছি, দেখলুম, শবদেহ যাচ্ছে সমাধির পানে। লোকমুখে শুনলুম, মোবারেক আলির সর্পদংশনে মৃত্যু হয়েছে, ও তারই শবদেহ। শুনে চম্‌কে উঠলুম—দিল্লীতে থাকতে মোবারেক আলির সহায়তায় আমি বহু বিপদ হতে রক্ষা পেয়েছি—তাই মোবারেকের জন্য মন বড় অস্থির হয়ে পড়ল।

রাজ। কি করলে তখন ?

মাণিক। কবরখানার পাশে একটা ভাঙ্গা অট্টালিকায় লুকিয়ে রাত্রির অপেক্ষা করতে লাগলুম। গভীররাত্রে আশে পাশে জনমানব কেউ যখন জেগে নেই, কবর খুঁড়ে শবদেহ বার করলুম। দিল্লী যাবার সময় হয়তো কাজে লাগতে পারে এই মনে করে সব রকম বিষের ওষুধ সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলুম, ছুরী দিয়ে মোবারকের অচৈতন্য দেহের স্থানে স্থানে ছিদ্র করে—সেই ওষুধ রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দিলুম। বিষহরী বন্যলতার রস জিহ্বায় ও চোখে প্রলেপ দিলুম ; রাত্রিশেষে মোবারেকের চেতনা ফিরল।

মোবা। চেতনা নয় মহারাণা, আমি জীবন ফিরে পেলুম। নইলে কবরের তলায় আশ্রয় নিয়ে আবার কেউ পৃথিবীর মাঝে মানুষের মত ফিরে আসে একি কখনো সম্ভব ? মাণিকলাল আমায় জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে, মাণিকলালের ইচ্ছায় আমি সে জীবন আজ মহারাণা রাজসিংহকে উৎসর্গ করলুম।

রাজ। মহাপ্রাণ মোগল সেনানী, তোমাকে পেয়ে রাজসিংহ আজ বন্ধুভাগ্যে গর্ব্বিত। চল বন্ধু, তোমার প্রতি যথা নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যভার অর্পিত হবে। মাণিকলাল, সম্ভবতঃ রূপনগরের রাজকন্যা দ্বারদেশে

অপেক্ষা কর্চ্ছেন তাঁর সখির সংবাদ শুনতে! রাজকন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অবিলম্বে আমার মন্ত্রণাকক্ষে এসো।

[রাজসিংহ ও মোবারকের প্রস্থান

(অপর দিক হইতে চঞ্চলকুমারীর প্রবেশ)

চঞ্চল। মাণিকলাল, আমার সখির সংবাদ ?

মাণিক। তিনি বাদশাহের সঙ্গে রয়েছেন।

চঞ্চল। একা ফেলে এলে তাকে ?

মাণিক। কি করব বলুন! আমিতো দিল্লীতে তার জন্য অপেক্ষা করতে রাজী ছিলুম—সেই উল্টে আমায় ধমক দিয়ে চিঠি দিলে…চলে যাও—আমি বাদশার সঙ্গে হাতীর পিঠে চেপে উদয়পুর প্রবেশ করব!

চঞ্চল। সে ক্ষমতা তার আছে, অমন দুঃসাহসী মেয়ে ভূভারতে নেই।

মাণিক। শুধু দুঃসাহসী নয়, বরং বলুন জাঁহাবাজ; আমাকে তো নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে।

চঞ্চল। সাধ করে দড়ী পরেছ বলেই তো ঘোরাচ্ছে।

মাণিক। তার মানে ?

চঞ্চল। না, সেকথা থাক্! উদীপুরীর খবর ? আমার আমন্ত্রণ লিপি পেয়েছে ?

মাণিক। নিশ্চয় পেয়েছে। উদীপুরী বাদশার সঙ্গে দোবারিঘাটের মুখে শিবিরে অপেক্ষা কর্চ্ছে।

চঞ্চল। সত্য ? এসেছে উদীপুরী ?

মাণিক। শুধু উদীপুরী নয়, বাদশাহী রেওয়াজ, বাদশাহ যুদ্ধযাত্রা করলে তাঁর সঙ্গে সমস্ত বেগম, শাহাজাদী, এমন কি ক্রীতদাসীরা পর্য্যন্ত রংমহল ছেড়ে যুদ্ধ দেখতে আসে।

চঞ্চল। হুঁ! কিন্তু—কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষার কি হবে মাণিকলাল? আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি—

মাণিক। আমি জানি আপনার প্রতিজ্ঞা। নিশ্চিন্ত থাকুন, মাণিকলাল বেঁচে থাকতে আপনার প্রতিজ্ঞা কখনো ব্যর্থ হতে দেবে না।

চঞ্চল। মাণিকলাল!

মাণিক। এবার বিদায় দিন, মহারাণা আমার জন্য মন্ত্রণাকক্ষে অপেক্ষা কচ্ছে‍ৰ্ন। আসি মহাদেবী। [প্রস্থান

চঞ্চল। দেবাদিদেব শঙ্কর তোমার মঙ্গল করুন।

পঞ্চম দৃশ্য

ঔরঙ্গজেবের শিবির

উদীপুরী মদ্যপান করিতেছিল। ইরাণী নর্ত্তকীরা নাচিতেছিল। নৃত্য শেষে যোধপুরীর প্রবেশ—ইঙ্গিত করিতে নর্ত্তকীদের প্রস্থান

উদীপুরী। না না, থেমো না নাচো, আবার নাচো—

যোধ। ভগ্নী!

উদী। কে! ও! যোধপুরী বেগম! তুমি এ দোজাকে কেন?

যোধ। ছিঃ ভগ্নী, দিল্লীর রংমহলে যা করেছ করেছ। এই রাজপুতনার যুদ্ধক্ষেত্রে এসেও এমনভাবে আনন্দ বিলাসে মত্ত রয়েছ?

উদী। দোষ কি যোধপুরী? বাদশা তলোয়ার নিয়ে লড়াই কচ্ছে‍ৰ্ন, আমি তাঁর উদীপুরী বেগম, আমি লড়াই কচ্ছি এই অস্ত্র নিয়ে; (পুনঃ মদ্যপান) যাঃ ফুরিয়ে গেল। নাঃ তাতারী মেয়েগুলো হয়েছে বড্ড পাজী! বল্লুম, বেশী করে সরাব দিয়ে যা, তা না, যা দিল তাতে ঠোঁটও ভেজে না। দূর! যাই, আরো নিয়ে আসি—

যোধ। কিন্তু কাজটা কি ভাল হচ্ছে ভগ্নী?

উদী। কি ?

যোধ। তুমি তো জানো, বাদশাহ সরাব পান অত্যন্ত ঘৃণা করেন। তোমার এ আচরণে তিনি মনে প্রাণে ব্যথিত।

উদী। আচ্ছা, আর খাব না তবে। পথ ছাড়, আজকের মত একটু খেয়ে আসি।

যোধ। ভগ্নী, তোমার হাতে ধরে মিনতি কচ্ছি।

উদী। আঃ ছাড় না! আজ এমন আনন্দ! উদয়পুরের দ্বারে এসেছে উদিপুরী বেগম! রাণার মহিষী কি বলে…ঐ চঞ্চলকুমারী, চঞ্চলকুমারীকে ধরে এনে আমার বাঁদী করব। তার রূপের গরব নিয়ে, সে আমার পায়ে হাত বুলিয়ে দেবে! এমন আনন্দের দিন, আজও সরাব খাব না? যোধপুরী বেগম, তোমার বুদ্ধি বড় মোটা! না, অনেক দেখলুম, সরাব না খেলে মগজ কখনো খোলতাই হয় না। [প্রস্থান

যোধ। চঞ্চলকুমারীকে ধরে এনে বাঁদী করবে! হায় রূপগর্ব্বিতা নারী, এখনো সরাবের নেশায় উন্মত্ত হয়ে আছ, তাই বুঝতে পাচ্ছি না, চঞ্চলকুমারী প্রয়োজন হলে বিষ পান করবে, তবু মোগল হারেমে আসবে না। (নির্ম্মলকুমারীর প্রবেশ)

নির্ম্মল। মা—

যোধ। কে! নির্ম্মল।

নির্ম্মল। আবার নির্ম্মল বলছ! মনে নেই, তোমার দাসী বলে বাদশাহ আমার নাম রেখেছেন ইমলি বেগম।

যোধ। বাদশাহের ইমলি বেগম হলেও তুমি আমার কাছে নির্ম্মল। ভাল কথা, জেবউন্নিসাকে কোথায় রেখে এলে?

নির্ম্মল। ঐ ওখানে পাথরটার ওপর বসে আছে। কত ডাকলুম, সাড়া দিল না। চোখ বেয়ে টস্‌টস্‌ করে জল পড়ছে শুধু।

যোধ। এখনো কাঁদছে ?

নির্ম্মল। তোমাকে তো বলেছি মা, মোবারেকের যেদিন মৃত্যুদণ্ড হল সেদিন হতে আজও পর্য্যন্ত জেবউন্নিসার চোখের জল শুকুল না। কখনো কাঁদে, কখনো বা একা বসে কি সব যেন লেখে !

যোধ। মা হারা মেয়ে, ভয় হয়, ভেবে ভেবে কখন যেন পাগল হয়ে যায়। যাই, দেখি কি কর্চ্ছে— [প্রস্থান

[ঔরঙ্গজেবের প্রবেশ]

ঔরঙ্গ। ইমলি বেগম !

নির্ম্মল। কে ! একি হজরৎ—

ঔরঙ্গ। যুদ্ধক্ষেত্রের মানচিত্র দেখছিলুম, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল, তাই জিজ্ঞাসা করতে এলুম—

নির্ম্মল। কি হজরৎ ?

ঔরঙ্গ। আচ্ছা, ইমলি বেগম, তুমি কার ? আমার না রাজপুতের ?

নির্ম্মল। সহসা এ অদ্ভুত প্রশ্ন কেন হজরৎ ?

ঔরঙ্গ। কারণ একটা আছে নিশ্চয়ই।

নির্ম্মল। বেশ ত, দুনিয়ার বাদশা দুনিয়ার বিচার করছেন, এ কথারও তিনিই বিচার করুন।

ঔরঙ্গ। আমার বিচারে তুমি…রাজপুতের।মেয়ে.রাজপুত তোমার স্বামী, তুমি রাজপুত মহিষীর সখী, সুতরাং তুমি রাজপুতেরই—

নির্ম্মল। এ বিচার কি ঠিক হল জাঁহাপনা ? তাহলে হজরৎ, যোধপুরী বেগমও তো রাজপুতের মেয়ে ? তিনি কি বাদশাহের হিতাকাঙ্ক্ষিণী নন্ ?

ঔরঙ্গ। তিনি মোগল বাদশাহের বেগম, আর তুমি হলে রাজপুতের স্ত্রী।

নির্ম্মল। আমি শাহনশাহ আলমগীর বাদশাহের ইমলি বেগম।

ঔরঙ্গ। তুমি রূপনগরীর সখী—

নির্ম্মল। যোধপুরীরও তাই।

ঔরঙ্গ। তবে তুমি আমার ?

নির্ম্মল। হজরৎ যেমন বিবেচনা করেন।

ঔরঙ্গ। সত্যই যদি আমার হও, তা হলে আমি তোমায় এমন একটী কাজে নিযুক্ত করতে চাই যাতে আমার উপকার হবে; কিন্তু রাজসিংহের হবে অনিষ্ট। বল, করবে সে কাজ ?

নির্ম্মল। কি কাজ তা না জানলে কেমন করে বলি ?

ঔরঙ্গ। শোন, আমি উদয়পুর দখল করে রাজসিংহের রাজপুরী দখল করব। সে বিষয়ে সন্দেহের হেতু মাত্র নেই! কিন্তু রাজপুরী দখল হলেই রূপনগরীকে পাব কিনা তা ঠিক বুঝতে পার্চ্ছি না। তুমি আমায় রূপনগরীকে হাত করতে সাহায্য করবে।

নির্ম্মল। আমি আপনার নিকট গঙ্গাজী যমুনাজীর শপথ কর্চ্ছি, আপনি যদি উদয়পুরের রাজপুরী দখল করেন তবে আমি চঞ্চলকুমারীকে এনে আপনার কাছে সমর্পণ করব।

ঔরঙ্গ। বেশ, সরল মনে কথা কয়ো ইমলি বেগম! তোমার স্মরণ আছে নিশ্চয়ই যে আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করলে আমি তাকে টুক্‌রো টুকরো করে কেটে কুকুরকে খাওয়াতে পারি।

নির্ম্মল। পারেন কি না, সে বিচার তো আগেই হয়ে গেছে হজরৎ—

ঔরঙ্গ। তার অর্থ ?

নির্ম্মল। কিছু না। আমি শপথ করে বলছি, আমি আপনাকে প্রবঞ্চনা করব না। তবে নিশ্চিত জানবেন, আপনি পুরী অধিকার করলেও

তার আগেই চঞ্চলকুমারী বিষপান করবে। তাকে জীবিত পাবেন না জেনেই এ কথা স্বীকার কর্চ্ছি। নইলে আমা হতে চঞ্চলকুমারীর কোন অনিষ্ট ঘটবে না।

ঔরঙ্গ। অনিষ্ট কি! সে তো বাদশাহের বেগম হবে?

[খোজার প্রবেশ]

খোজা। উজীর সাহেব এসেছেন হজরৎ, জরুরী—আর্জ্জি পেস করতে চান্—

ঔরঙ্গ। পাঠিয়ে দে। ইমলি বেগম, নিকটেই অপেক্ষা কবো আমার প্রয়োজন আছে।

[নির্ম্মলের প্রস্থান। অপর দিক হইতে দিলীর খাঁর প্রবেশ]

ঔরঙ্গ। কি সংবাদ দিলীর খাঁ?

দিলীর। শাহানশা, এ দাস বড় দুঃসংবাদ বহন করে এনেছে। শাজাদা আকবর যুদ্ধে পরাজিত।

ঔরঙ্গ। পরাজিত! তুমি কি প্রলাপ বকৃছ দিলীর? পঞ্চাশ সহস্র ফৌজ নিয়ে বিনা বাধায় সে উদয়পুরে প্রবেশ করেছে—

দিলীর। প্রবেশ করেছিলেন সত্য, শিবির সংস্থাপন করে মোগল সৈন্য গভীর রাত্রে নিদ্রাসুখ উপভোগ কর্চ্ছিল। অতর্কিতে কোথা হতে কুমার জয়সিংহ বিদ্যুৎগতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল! নিদ্রামগ্ন শিবিরে সৈনিকেরা অস্ত্র ধারণ করবারও অবকাশ পেল না! প্রচণ্ড আঘাতে শাজাদা আকবরের সমস্ত বাহিনী ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে হজরৎ।

ঔরঙ্গ। শাজাদা আকবর! শাজাদা আকবর! শত্রুকে শিওরে রেখে নিদ্রাসুখ উপভোগ কর্চ্ছিলেন, আর তাঁর সুখ নিদ্রার অবকাশে আমার পঞ্চাশ হাজার ফৌজ ধূলি, মুষ্টির মত হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। দিলীর খাঁ, পার, পার বন্ধু সেই অপদার্থ শাজাদাকে একবার শৃঙ্খল পরিয়ে আমার সামনে ধরে আনতে!

দিলীর। হজরৎ—

ঔরঙ্গ। যাও; যদি জীবিত থাকে, তাকে এই মুহূর্ত্তে শৃঙ্খলিত কর, আর যদি মৃত্যু হয়ে থাকে, তাহলে আমার সেই হতভাগ্য পুত্রের শবদেহকে—

দিলীর। হজরৎ, আমি সংবাদ পেয়েছি শাজাদা আকবর গুজরাট অভিমুখে পলাতক।

ঔরঙ্গ। পলাতক! হুঁ গোয়ালিয়ার দুর্গে শাজাদা মহম্মদের সমাধিপার্শ্বে আর একটি জীবন্ত সমাধির ব্যবস্থা করে…থাক্ সে কথা—দিলীর, শিবির তুলতে বল।

দিলীর। এই রাত্রেই!

ঔরঙ্গ। হ্যাঁ রাত্রেই। কৈ হ্যায়, ইমলিবেগম, ইমলিবেগম।

[দিলীরের প্রস্থান

নির্ম্মলকুমারীর প্রবেশ)

ঔরঙ্গ। ইমলি বেগম, এই দণ্ডে আমি রাজসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা কর্চ্ছি। শিবির তুলতে আদেশ দিয়েছি। তুমি এখন কি করবে? উদয়পুরে ফিরে যেতে চাও?

নির্ম্মল। না, এখন আমি বাদশাহের ফৌজের সঙ্গে যাব। পথে চলতে যেখানে সুবিধে বুঝব সেখান থেকেই চলে যাব।

ঔরঙ্গ। সত্যিই যাবে? কিন্তু কেন—কেন যাবে?

নির্ম্মল। শাহানশার হুকুম।

ঔরঙ্গ। আমার হুকুমে যাচ্ছ? বেশ, আমি যদি তোমায় যেতে না দিই, বল, তুমি চিরদিন আমার কাছে থাকবে! বল, বল ইমলি বেগম!

নির্ম্মল। জাঁহাপনা, এ বাঁদী এমন কি কাজ করেছে যার জন্য দুনিয়ায় বাদশাহ তাকে ধরে রাখতে চান?

ঔরঙ্গ। তা বলতে পারি না, তুমি সুন্দরী বটে, কিন্তু সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হবার বয়েস আমার আর নেই। আর তুমি সুন্দরী হলেও উদীপুরী অপেক্ষা নও।

নির্ম্মল। তবে কেন রাখতে চান ?

ঔরঙ্গ। বোধ করি আমার বিশাল রংমহালে আমি তোমার কাছে ভিন্ন আর কোথাও সত্য কথা কখনো পাইনি সেই জন্যে। বোধ করি, তোমার বুদ্ধি, চতুরতা, আর সাহস, আমাকে চমৎকৃত করেছে এই জন্য।

নির্ম্মল। শাহনশা—

ঔরঙ্গ। জানো ইমলি বেগম, দুনিয়ার বাদশাহী পেলেও অন্তরে সুখী হওয়া যায় না। বিরাট মরুভূমির মত হৃদয়ের তৃষ্ণা তবু মেটে না। হয়তো—হয়তো বা এ পোড়া পাহাড়ের মত স্নেহহীন নিষ্করুণ হৃদয় এতটুকু স্নিগ্ধ হত···যদি—

নির্ম্মল। যদি কি ? বলুন শাহানশা—

ঔরঙ্গ। উঃ! হাঃ হাঃ হাঃ এই দেখ ইমলি বেগম, এ কথা আমি জানি যে তুমি যত শীঘ্র পার এখান থেকে চলে যাবার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছ ; হ্যাঁ, যাবে যে তাও জানি, অথচ তোমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলতে সুরু করেছি যেন তুমি চিরকাল ধরে এইখানটীতেই থাকবে।

নির্ম্মল। শাহনশা—

ঔরঙ্গ। না, তোমাকে কষ্ট দেব না। তুমি যাও। তবে আমাকে স্মরণ রেখো, যদি কখনো আমার দ্বারা তোমার কোন উপকার হয়—আমাকে জানিও, আমি তা করব।

নির্ম্মল। শাহানশা, আমার ভিক্ষা, যখন উভয়পক্ষের মঙ্গলের জন্য আমি আপনাকে সন্ধি করতে অনুরোধ করব, বলুন হজরৎ, তখন আপনি আমার অনুরোধ রক্ষা করবেন।

ঔরঙ্গ। সেই কথার বিচার সেই সময়েই হবে।

নির্ম্মল। আর একটী মাত্র অনুরোধ শাহানশা, আমি আপনাকে একটী শিক্ষিত পায়রা দিয়ে যাব। যখন আপনি এ দাসীকে স্মরণ করবেন, সেই পায়রাটিকে ছেড়ে দেবেন। সেই পায়রাকে দিয়ে আমি আমার নিবেদন জানাব।

ঔরঙ্গ। বেশ, তাই হবে ইমলি বেগম। আর তোমার ছাড়পত্র—

(ঔরঙ্গজেব ছাড়পত্র লিখিতেছিলেন)

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী। দিল্লীর কাজী সাহেবের চিঠি—

ঔরঙ্গ। (পত্রপাঠ) আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! কবর হতে মোবারেকের লাশ—এই জেব উন্নিসা—শাজাদী জেব উন্নিসা—

(জেবউন্নিসার প্রবেশ)

জেব। আমায় স্মরণ করেছেন পিতা—

ঔরঙ্গ। জেব উন্নিসা—মোবারেক কোথায়?

জেব। পিতা—

ঔরঙ্গ। কথার জবাব দাও, মোবারেক কোথায়?

জেব। আপনি—আপনি তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন পিতা!

ঔরঙ্গ। মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি সে কথা আমায় স্মরণ করিয়ে দিতে হবে, এতখানি স্মৃতিভ্রংশ হয়নি এখনো আমার। বল, তার শবদেহ কোথায়?

জেব। আমি জানি না পিতা—

ঔরঙ্গ। জানো না! মৃত্যুদণ্ড দিয়ে অন্যায় করেছিলুম, তাই আমার সেই অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে তুমি মোবারেকের শবদেহ কবর খুঁড়ে বার করে এনেছ, যদি পার ঔষধ দিয়ে তাকে আবার বাঁচাবার জন্য—

জেব। কবর খুঁড়ে শবদেহ বার করেছি আমি?

ঔরঙ্গ। হ্যাঁ তুমি! তাকে নিয়ে কবিতা লেখ, তার জন্য অশ্রুর বন্যা বইছে তোমার চোখে—

জেব। পিতা, পিতা—

ঔরঙ্গ। দিল্লীর কাজী সাহেব কবরখানায় গিয়ে স্বচক্ষে দেখেছেন—মোবারেকের কবরের মাটী উৎক্ষিপ্ত; শবদেহ নেই। তুমি যদি তার শবদেহ না সরিয়ে থাক, তবে কি সে মৃত মানুষটী কবর ভেদ করে আপনা হতেই উঠে এসেছে ?

জেব। আমি জানি না পিতা, আপনার পায়ে ধরে বলছি, আমি জানি না—

ঔরঙ্গ। জানো না! আচ্ছা! পিতৃস্নেহের উত্তপ্ত আবেষ্টনে থেকে—যে কথা স্বীকার করতে পাচ্ছ না, অন্ধকার অতলস্পর্শ গুহা মধ্যে একটু একটু করে জীবন্ত প্রোথিত করলে সে কথা প্রকাশ করো কিনা দেখছি।

[প্রস্থানোদ্যত

নির্ম্মল। দাঁড়ান শাহানশা,—ওঠো জেব উন্নিসা।

ঔরঙ্গ। ইমলি বেগম—

নির্ম্মল। নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে অভাগিনী বালিকার প্রতি আপনার সুবিচার দেখছিলুম শাহানশা, কিন্তু এবার কথা না বলে থাকতে পারলুম না শাহানশা! আমি বলছি, জেব উন্নিসা নির্দ্দোষ।

ঔরঙ্গ। নির্দ্দোষ!

নির্ম্মল। হ্যাঁ, মোবারেকের শবদেহ কে তুলে নিয়েছে আমি জানি।

ঔরঙ্গ। তুমি জানো? জেব উন্নিসা— [জেবউন্নিসার প্রস্থান এবার বল, কে তুলেছে।

নির্ম্মল। আমি জানি, কিন্তু বলব না।

ঔরঙ্গ। ইমলি বেগম!

নির্ম্মল। গোস্তাকী মাফ করবেন শাহানশা, নির্দ্দোষীর শাস্তি হচ্ছে দেখে যেটুকু না বল্‌লে নয় তাই বলেছি। আর এক বর্ণও কিছু বলব না।

ঔরঙ্গ। স্মরণ রেখো, ইমলি বেগম, কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছ।

নির্ম্মল। জানি, আপনি বিশ্বত্রাস আলমগীর। তবে শাহানশাও হয়তো এ কথা ভুলে গেছেন যে ভয় দেখিয়ে নিরপরাধিনী বালিকাকে কাঁদান যায়, কিন্তু কোন ভয় দেখিয়েই ইমলি বেগম যা প্রকাশ করতে চায় না তাকে দিয়ে তা প্রকাশ করান যায় না। না, জিভ কেটে কুকুরকে খেতে দেবার ভয় দেখালেও না।

ঔরঙ্গ। হুঁ—(প্রস্থানোদ্যত)

নির্ম্মল। কৈ শাহানশা, চলে যাচ্ছেন যে, আমাকে ছাড়পত্র লিখে দেবেন বলেছিলেন ?

ঔরঙ্গ। না, তোমাকে ছেড়ে দেব না।

নির্ম্মল। সে কি শাহানশা, আমাকে ছেড়ে দিতে আপনার ভয় লাগছে তবে ?

ঔরঙ্গ। ভয় ! বার বছরের বালক হয়েও যে একদিন মদমত্ত হাতীর সামনে রুখে দাঁড়িয়ে সেই মত্ত হস্তীর সেলাম আদায় করে নিয়েছে, সেই বিশ্বত্রাস আলমগীর বাদশাহ ভয় করবে এক মৃত শবদেহকে…আর এক দুর্ভাষিনী রমনীকে ! হুঁ—এইনাও তোমার ছাড়পত্র।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দোবারীঘাট

(রাজসিংহ, জয়সিংহ ও দয়ালশা)

রাজ। শাজাদা আকবর গুজরাট অভিমুখে পলাতক ?

জয়। হাঁ, পিতা—

রাজ। তার সৈন্যদল ?

জয়। পঞ্চাশ হাজারের মধ্যে অল্পই জীবিত আছে। তারা বিশৃঙ্খল হয়ে ইতঃস্তত পলায়নের চেষ্টা কর্চ্ছে—

রাজ। উত্তম, তুমি আর এখানে অপেক্ষা করো না জয়সিংহ, শীঘ্র দোবারিমুখে তোমার সেনাদলের সঙ্গে সম্মিলিত হওগে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সমস্ত সেনাদলসহ বাদশাহ অবিলম্বে দোবারি প্রবেশ করবেন, গিরিবর্ত্মে প্রবেশ করলে—

জয়। বুঝেছি পিতা, সম্মুখে আমি আর পশ্চাতে রইল অপনার সৈন্যদল, দুদিক থেকে আক্রমণে বাদশাহী ফৌজ নিষ্পিষ্ট হবে। আমি যাই, বাদশাহকে দোবারির ওপারে বাধা দিতে প্রস্তুত হইগে।

রাজ। কি ভাবছ দয়ালশা— (প্রস্থান)

দয়াল। ভাবছিলুম, মহারাণা অকস্মাৎ নৈনী গিরিবর্ত্ম ত্যাগ করে বিদ্যুৎগতিতে দোবারির দিকে অগ্রসর হলেন কেন ? এবার বাদশাহকে আসতে দেখে আপনার উদ্দেশ্য বুঝতে পারলুম। মহারাণা, আমাদের সৈন্যদল কি পর্ব্বতের ওপরে এমনি আত্মগোপন করে থাকবে ?

রাজ। হ্যাঁ, আমাদের সুযোগের প্রতীক্ষা করতে হবে। তার পূর্ব্বে

আমাদের উপস্থিতি বাদশাহকে জানতে দিলে, সমস্ত আয়োজন হবে ব্যর্থ। (মাণিকলালের প্রবেশ)

মাণিক। মহারাণা!

রাজ। এসো মাণিকলাল, বাদশাহের সেনা সমাবেশ পদ্ধতি কিরূপ দেখলে?

মাণিক। সবার আগে হস্তীবাহিত রাজকোষ ও বাদশাহী দপ্তরখানা। তারপর পানীয় জলবাহী উটের শ্রেণী, রসদ, ভোজ্যবস্তু তোষাখানা, এলবাস্ পোষাকের, জেওরাতের হুড়াহুড়ি, তারপর অগণ্য অশ্বারোহী সেনা।

রাজ। এতো হল সৈন্যের প্রথম অংশ। তারপর দ্বিতীয় অংশ?

মাণিক। দ্বিতীয় অংশে বাদশাহী খাস আহদী সেনা, মধ্যে শ্বেতছত্র শোভিত অশ্বারুঢ় স্বয়ং বাদশাহ, তারপর গজপৃষ্ঠে দিল্লীর অবরোধ-বাসিনী সুন্দরী সম্প্রদায়। তাদের শেষে রয়েছে গোলন্দাজ বাহিনী এবং সর্ব্বশেষ দলে অর্থাৎ তৃতীয় অংশে পদাতিক সৈনিকের দল।

দয়াল। এই যে, বাহিনীর প্রথম অংশ এই দিকে এসে গেছে। হাতীর পিঠে বোঝাই করা, অগণন রাজ ঐশ্বর্য্য।

রাজ। আর তবে এখানে নয় দয়ালশা, শীঘ্র যাও, সৈনিকদের হুঁসিয়ার থাকতে বল। আমার আদেশ ব্যতীত যেন একটী তোপধ্বনি না হয়, পর্ব্বতপৃষ্ঠের একটী মনুষ্য সমাবেশও যেন বাদশাহ জানতে না পারেন।

দয়াল। যথা আজ্ঞা মহারাণা— [প্রস্থান

রাজ। মাণিকলাল, অকস্মাৎ যেন দুর্য্যোগ ঘনিয়ে এল মনে হচ্ছে।

মাণিক। তাই তো! স্তুপাকার কাল মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে সেই বিদ্যুতের আলোকে—ওকি—ওকি মহারাণা?

রাজ। কি ?

মাণিক। দেখুন, তাকিয়ে দেখুন, বাদশাহ অকস্মাৎ অশ্ব হতে অবতরণ করে এইদিকে এগিয়ে আসছেন—সঙ্গে আর এক যোদ্ধৃ পুরুষ।

রাজ। সম্ভবতঃ কোন সৈন্যাধ্যক্ষ, হাঁ, হাঁ, বিদ্যুতের আলোয় যেন মনে হচ্ছে, ওকে আমি চিনি, বুঝি দিলীর খাঁ।

মাণিক। কিন্তু বাদশাহ সেনাদলের যাত্রা স্থগিত রেখে অকস্মাৎ এদিকে আসছেন কেন ?

রাজ। কিছুই তো বুঝতে পাচ্ছি না, কূট রণকৌশলী ঔরঙ্গজেব তবে কি আমাদের অবস্থান জানতে পেরেছে ? সে যা হোক, মাণিকলাল, মোবারেককে যথা নির্দ্দিষ্ট আদেশ দিয়েছ ?

মাণিক। দিয়েছি মহারাণা, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

রাজ। বেশ, বাদশা এসে গেছে, আর নয়, লুকিয়ে এস, লুকিয়ে এস। [উভয়ের প্রস্থান

(অপরদিক হইতে ঔরঙ্গজেব ও দিলীর খাঁর প্রবেশ)

ঔরঙ্গ। দুর্যোগ ঘনিয়ে এল, বুঝতে পাচ্ছ দিলীর ?

দিলীর। হাঁ জাঁহাপনা, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, ভয়ানক ঝড়জল আরম্ভ হবে। আমার বিবেচনায় এ সময় গিরিবর্ত্মে আশ্রয় নিলে হয়তো ভাল হত। সেনাদলকে অগ্রসর হতে নিষেধ করলেন কেন জাঁহাপনা ?

ঔরঙ্গ। ঝড়, বিদ্যুৎ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ! দিলীর, তার চেয়েও বড় দুর্যোগ আমাদের সামনে ; তাই সেনাদলের অগ্রগতি নিরুদ্ধ করলুম।

দিলীর। জাঁহাপনা !

ঔরঙ্গ। বিদ্যুতের আলোকে পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতশৃঙ্গে লক্ষ্য কর, কিছু দেখতে পাচ্ছ ?

দিলীর। ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না জাঁহাপনা। মনে হচ্ছে পাহাড়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কি যেন ঝলমল করে উঠছে।

ঔরঙ্গ। পর্ব্বত মধ্যে আত্ম-গোপনকারী সেনাদলের উষ্ণীষ, বর্ম্ম ও কোষমুক্ত তরবারি বিদ্যুতের আলোয় ঝলমল কর্চ্ছে।

দিলীর। সৈন্য! কিন্তু জয়সিংহ তো দোবারির ওপারে? এ সৈন্য তবে কার জাঁহাপনা?

ঔরঙ্গ। রাজসিংহের।

দিলীর। রাজসিংহের! কিন্তু রাজসিংহ তো নৈনী গিরিবর্ম্মে!

ঔরঙ্গ। ছিল; কিন্তু আমার দোবারি প্রবেশের পূর্ব্বেই সে ঝড়ের গতিতে নৈনী হতে চলে এসেছে দোবারির মুখে। এখন কি কর্ত্তব্য দিলীর খাঁ?

দিলীর। তাই তো হজরৎ,—বড় বিষম সমস্যা! আমরা যদি রাজসিংহকে আক্রমণ করি?

ঔরঙ্গ। পর্ব্বতের ওপরে রাজসিংহ, নিম্নদেশে আমরা রাজসিংহের তোপ দাগতে হবে না; সৈন্যক্ষয়ও করতে হবে না; শুধু পাথরের চাপ ফেলে আমাদের সমস্ত বাহিনী ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেবে।

দিলীর। তা হলে রাজসিংহকে আক্রমণ না করে আমরা যদি আমাদের গন্তব্যপথে অগ্রসর হই?

ঔরঙ্গ। পার্শ্বে শত্রু রেখে অগ্রসর হবে? ঠিক মধ্যস্থলে আক্রমণ করে আমাদের সেনাদলকে দুভাগে বিভক্ত করবে, তারপর এক এক খণ্ডকে পৃথকভাবে বিনষ্ট করবে।

দিলীর। সত্য, সত্য জাঁহাপনা, আর রাজসিংহ আমাদের আক্রমণ না করে যদি বিনাবাধায় অগ্রসর হতে দেয়, তাহলে সম্মুখে থাকবে জয়সিংহ, পশ্চাতে রাজসিংহের সেনা। বিপদ আমাদের অনিবার্য্য। এরূপক্ষেত্রে—

ঔরঙ্গ। বল, যুদ্ধবিশারদ মহাবীর তুমি, বল দিলীর, এরূপক্ষেত্রে কি কর্ত্তব্য ?

দিলীর। একমাত্র উপায়…যদি অন্য কোন গুপ্ত পথের সন্ধান পাই, তা হলে সেনাদল ফিরিয়ে এনে সেইপথ ধরে উদয়পুরে প্রবেশ করা।

ঔরঙ্গ। এতক্ষণে বুঝলে দিলীর, শুধু সেই উদ্দেশ্যেই আমি সেনাদলকে আর অগ্রসর হতে নিষেধ করেছি এবং মনসবদার বখ্‌ত খাঁকে প্রেরণ করেছি সেইরূপ কোন পথের সন্ধানে।

(বখত খাঁর প্রবেশ)

বখত। জাঁহাপনা পথের সন্ধান পাওয়া গেছে।

ঔরঙ্গ। পেয়েছ ? কোথায় ?

বখত। একটু ঘুরে ঐ ডান দিকটায়, পার্ব্বত্য রন্ধ্রপথ, পথটা খুব সঙ্কীর্ণ ; তবে খুব শীঘ্রই ওপথ ধরে বাইরে যাওয়া যাবে।

ঔরঙ্গ। সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্ম ; কিন্তু সেদিকে কোন রাজপুত নেই ?

বখ্‌ত। না জাঁহাপনা, 'ওদিকে কোন রাজপুত দেখা যাচ্ছে না। যে মোগল আমায় পথের সন্ধান দিয়েছে—সে বলছে, ওদিকে কোন রাজপুত সেনা নাই।

ঔরঙ্গ। নাই, কিন্তু আত্মগোপন করে থাকতে পারে।

বখত। শাহানশা, যে আমাকে প্রথম পথের সন্ধান দেয়, তাকে আমি পাহাড়ের ওপর পাঠিয়ে দিয়েছি। সে যদি রাজপুত দেখতে পায়, আমাকে সঙ্কেত করবে।

ঔরঙ্গ। সন্ধানদাতা মোগল ?

বখত। হাঁ্যা হজরৎ !

ঔরঙ্গ। আমার কোন সৈনিক ?

বখত। না, সে একজন মোগল সওদাগর। উদয়পুরে শাল বেচতে গিয়েছিল।

ঔরঙ্গ। দিলীর, প্রবেশ করবে রন্ধ্রপথে ?

দিলীর। ক্ষতি কি জাঁহাপনা,—সন্ধানদাতা যখন মোগল সওদাগর, তাকে বিশ্বাস করা যেতে পারে।

ঔরঙ্গ। উত্তম, চল তবে, সেই রন্ধ্রপথেই ফৌজ নিয়ে চল।

[সকলের প্রস্থান

(অপরদিক হইতে মাণিকলাল ও সৈনিকদের প্রবেশ)

মাণিক। বাদশাহ ফৌজ নিয়ে রন্ধ্রপথে প্রবেশ কর্চ্ছেন। স্মরণ রেখো মহারাণার আদেশ, সেনাদলকে আমরা বিনা বাধায় রন্ধ্রে প্রবেশ করতে দেব। যখন স্বয়ং বাদশাহ রন্ধ্রে প্রবেশ করবেন; পশ্চাতে থাকবে বেগম মহল···ঠিক সেই মুহূর্ত্তে রন্ধ্রমুখে সবাই লাফিয়ে পড়বে। বেগমদের রন্ধ্রে প্রবেশ করবার পথ বন্ধ করে দেবে। কিন্তু সাবধান, দেখো—বেগমদের কারু গায়ে যেন কাঁটার আঁচড় না লাগে! যাও, কার্য্যশেষে মহারাণার দ্বিতীয় আদেশ শুনতে পাবে।

[সৈনিকদের প্রস্থান

আমিও যাই; একবার উদীপুরী বেগমের—

(নির্ম্মলের প্রবেশ)

নির্ম্মল। এই দেখো—

মাণিক। এ কি? নির্ম্মল!

নির্ম্মল। উঁহু, মেরনে হজরৎ ইমলি বেগম, তসলীম্ দে!

মাণিক। বেগম! তোমার বাপ ঠাকুরদা কখনো বেগম হয়নি—তা তুমি তো ছেলেমানুষ! কিন্তু ভাবছি এ বেশ কেন?

নির্ম্মল। পহেলা মেরা হুকুম তামিল কর, বাজে বাত্ আব্ হি রাখ।

মাণিক। সীতারাম, বেগম সাহেবার ধমক দেখ! তা এই কুর্নিশ কর্চ্ছি হামলী বেগম সাহেবা, আর একটী কথা—

নির্ম্মল। চুপ রহ বেতমিজ! মেরে নাম হজরৎ ইম্‌লি বেগম।

(নেপথ্যে তোপধ্বনি ও কোলাহল)

নির্ম্মল। লেকিন এ কেয়া—

মাণিক। কেয়া জান্‌তা নেহি হ্যায়? বাদশাহ—রন্ধ্র পথে প্রবেশ কিয়া হ্যায়; আর ওপর থেকে আমাদের সৈনিকেরা তোপ দেগে পাহাড় থেকে নেমে পড়তা হ্যায়। আর বেগমদের এগিয়ে যাবার পথ বন্ধ কর দিয়া হ্যায়।

নির্ম্মল। হ্যাঁ, আবি মালুম হুয়া! (দয়ালশার প্রবেশ)

দয়াল। মাণিকলাল, মহারাণা তোমাকে স্মরণ করেছেন (নির্ম্মলকে দেখিয়া) একি!

মাণিক। ভয় পাবেন না মহামন্ত্রী, উনি এই মাণিকলালের পত্নী ছামলী বেগম, থুরি, ইমলি বেগম! [প্রস্থান

দয়াল। নির্ম্মলকুমারী! যাক্, তুমি এসেছ ভালই হয়েছে মা। বাদশাহ রন্ধ্র মধ্যে প্রবেশ করবার পরক্ষণেই আমরা অতর্কিত আক্রমণে সেনাদলকে বিচ্ছিন্ন করেছি। রন্ধ্রে প্রবেশ পথে বেগম মহল ভয়-ব্যাকুলা। মহারাণার অভিপ্রায়, শুধু উদীপুরী বেগমকে ওখান থেকে সরিয়ে এনে, আর সমস্ত অন্তঃপুরিকাকে বাদশাহের সঙ্গে রন্ধ্র মধ্যে সম্মিলিত হতে দেওয়া। কিন্তু বিপদ হয়েছে, আমরা কেউ উদীপুরীকে চিনি না, সুতরাং উদীপুরীকে ওখান হতে অপসারিত করবার কোন উপায়ই দেখছি না।

নির্ম্মল। দেখবেন, হাতীতে পাঁচ কলসদার হওদার ওপর বসে। আচ্ছা চলুন, আমিই গিয়ে বেগমসাহেবাকে নামিয়ে আন্‌ছি।

[দয়ালশা ও নির্ম্মলকুমারীর প্রস্থান

রাজ। ধন্য মোবারক আলি, ধন্য তোমার সাহস ও চাতুর্য্য। মোগল সওদাগরের ছদ্মবেশে তুমি বাদশাহী বাহিনীকে রন্ধ্রপথে না নিয়ে গেলে, আমাকে আজ বহু প্রাণী হত্যা করতে হত। তুমি নিজের জীবন তুচ্ছ

করে আমার কার্য্যোদ্ধার করেছ। এখন যদি আমার কার্য্যসিদ্ধ না হয় তবে সে আমার দোষ। তুমি যে পুরস্কার চাইবে, আমি তোমাকে তাই দেব মোবারক। বল কি চাই ?

মোবা। পুরস্কার! আমার কার্য্যের পুরস্কার! হ্যাঁ পুরস্কার নেব মহারাণা, আমার সঙ্গে হাতিয়ার নাই, আমায় দয়া করে শুধু আপনার ঐ পিস্তলটী দান করুন।

রাজ। (পিস্তল দান) শুধু এই পিস্তলতো তোমার যোগ্য পুরস্কার নয়। মোবারক বল আর কি চাই ?

মোবা আর কিছু নয় মহারাণা, বেয়াদপী মাফ করবেন। আমি মোগল হয়ে মোগলের রাজ্য ধ্বংসের উপায় করে দিয়েছি। আমি সত্যবাদী হয়ে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করেছি। বাদশাহ আলমগীরের নিমক খেয়ে তাঁর সঙ্গে নেমকহারামী করেছি। মৃত্যু যন্ত্রণার অধিক কষ্ট পাচ্ছি মহারাণা, সে কষ্ট হতে—সে যাতনা হতে—আমায় পরিত্রাণ করুন মহারাণার এই পিস্তল—　　[পিস্তলের গুলি নিজের বুকে বিদ্ধ করিল

মাণিক। মোবারেক,—মোবারেক, একি কল্লে তুমি ?

মোবা। আমার কৃত কার্য্যের পুরস্কার নিলুম বন্ধু. তুমি আমায় জীবন দিয়েছিলে, সেই জীবন আমি তোমাকেই ফিরিয়ে দিলুম।

রাজ। মোবারেক! আগে বলনি কেন, একাজে তোমার এত মনঃকষ্ট হবে। তা জানলে, যুদ্ধে পরাজয় হত সেও ভাল, তবু তোমাকে দিয়ে কখনো এ কাজ করাতুম না। আগে বলনি কেন মোবারেক ?

মোবা। এ কাজ করেছিলুম—আমার জীবনদাতা বন্ধুর অনুরোধে। নইলে, আমি যে অকৃতজ্ঞ হতুম। তাই—অন্নদাতা বাদশাহকে রন্ধ্রপথে বন্দী করেছি—আর জীবনদাতা মাণিকলালের জন্য—ছি কেঁদো না বন্ধু, আমার শেষ সময়ে চোখের জল ফেল না তুমি। বিদায় বন্ধু, সেলাম মহারাণা রাজসিংহ, আর…আর বাদশাহ আলমগীর, সেলাম…সেলাম।

(মৃত্যু)

দ্বিতীয় দৃশ্য

মেবার। প্রাসাদকক্ষ

নির্ম্মলকুমারী ও চন্দ্রা

নির্ম্মল। কি রে চন্দ্রা, খবর নিয়ে এসেছিস্—অত সব উপঢৌকন আসছে কোথা হতে ?

চন্দ্রা। হ্যাঁ, মা, রূপনগর হতে।

নির্ম্মল। রূপনগর হতে ?

চন্দ্রা। হ্যাঁ ভাট এসেছে, বামুন এসেছে, আর এসেছেন রূপনগরের রাওসাহেব। রাজকন্যার সঙ্গে নাকি মহারাণার বিয়ে।

নির্ম্মল। সত্যি ! এই নে তোর পুরস্কার।

[মাল্যদান ও চন্দ্রার প্রস্থান]

নির্ম্মল। পিতা মহারাণাকে লিখেছিলেন, যদি কখনো আপনাকে যোগ্য বিবেচনা করি, তখনই চঞ্চলকুমারীকে সম্প্রদান করব, তার আগে নয়। আজ রাণার বিক্রমে স্বয়ং দিল্লীশ্বর অবরুদ্ধ. তাঁর বেগম বন্দিনী, এ সংবাদ পেয়েই পিতা এসেছেন বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে। যাই, সখিকে সংবাদটা···না, উদীপুরী আসছে। দুদিন বাদে তাহলে সরাবের নেশা কেটেছে। (উদীপুরীর প্রবেশ)

নির্ম্মল। আইয়ে বেগম সাহেবা, তশরিপ লাইয়ে।

উদী। আমাকে তোমরা বন্দিনী করে এনেছ কেন ? কি উদ্দেশ্য তোমাদের ?

নির্ম্মল। আমি সামান্যা বাঁদী, উদ্দেশ্য আমি কেমন করে জানব বলুন ? আপনাকে বন্দিনী করা হয়েছে রাণা-মহিষীর হুকুমে।

উদী। রাণা-মহিষী ! ওঃ সেই রূপনগরওয়ালী, কোথায় সে ?

নির্ম্মল। আপনি এখন আমাদের বন্দিনী ; রাণা-মহিষীর সংবাদে আপনার কি প্রয়োজন ? এখন চলুন, বিনা প্রতিবাদে আমাদের হুকুম প্রতিপালন করবেন।

উদী। হুকুম, আলমগীর বাদশাহের উদিপুরী বেগমকে হুকুম করে দুনিয়ায় এত স্পর্দ্ধা কার ?

নির্ম্মল। যখন বেগম ছিলেন তখন ছিলেন, এখন আপনি বন্দিনী। কোন প্রশ্ন না করে চলুন, আমার সঙ্গে।

উদী। হুঁ—কোথায় যেতে হবে ?

নির্ম্মল। কারাগারে।

উদী। কারাগারে।

নির্ম্মল। হাঁ, চলে আসুন।

উদী। ইমলি বেগম—আমাকে সত্যই কারাগারে নিয়ে যাবে ? দিল্লীর রংমহলে হাজার রূপসী বাঁদী একদিন যার পদসেবা করত, সেই দুনিয়ার অধিশ্বরী উদিপুরী বেগমকে তোমরা আজ সামান্য কারাগারে —

(কাঁদিয়া ফেলিলেন)

(চঞ্চলকুমারীর প্রবেশ)

চঞ্চল। না বেগমসাহেবা। আপনার স্থান কারাগারে নয়, আপনার জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়েছে এই রূপনগরওয়ালীর শয়ন কক্ষ।

নির্ম্মল। সখি—

চঞ্চল। ছিঃ নির্ম্মল, তোমার এ কি পরিহাস ! যাও, স্বয়ং দিল্লশ্বরী আজ আমাদের বহুমান্য অতিথি, ওঁর সম্বর্দ্ধনার জন্য যথাযোগ্য আয়োজন করগে।

নির্ম্মল। সম্বর্দ্ধনা করতে হলে সবার আগে তো চাই খানিকটা সরাব। কি বলেন বেগমসাহেবা ! কিন্তু ভাবছি সে বস্তুটি কোথায় পাই ? দেখি, রাজ বৈদ্যকে বলে যদি কিছু যোগাড় হয়। [প্রস্থান

উদী। তুমি রাণা-মহিষী ?

চঞ্চল। আমি রূপনগরওয়ালী চঞ্চলকুমারী।

উদী। আমায় এখানে ধরে এনেছ কেন, জানতে পারি কি?

চঞ্চল। শুনেছি, আপনি একদিন এ অধীনাকে স্মরণ করেছিলেন; দিল্লীর রঙমহালে ধরে নিয়ে গিয়ে আপনার বাঁদী করবেন বলে। আমি দিল্লী যাই জগদীশ্বরের ইচ্ছা তা নয়। আপনার মনের সাধ যাতে অপূর্ণ না থাকে তাই আপনাকে মেবারে নিয়ে এসেছি, কদিন আপনার পরিচর্য্যা করব বলে।

উদী। পরিচর্য্যা করতে বন্দিনী করে এনেছ! তার অর্থ তুমি এবার প্রতিশোধ নিতে চাও, অর্থাৎ আমায় দিয়ে জোর করে তোমার পরিচর্য্যা করাতে চাও?

চঞ্চল। না বেগমসাহেবা,আমরা হিন্দু, অতিথি আমাদের কাছে দেবতা। আপনি আমার এখানে দিল্লীশ্বরীর পূর্ণ মর্য্যাদা নিয়ে থাকবেন। শুনেছিলুম আপনি অপূর্ব্ব সুন্দরী। তাই আপনাকে দেখবার জন্য বহুদিন উৎকণ্ঠিত হয়ে ছিলুম। আজ কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে—

উদী। কি মনে হচ্ছে?

চঞ্চল। আপনি অদ্বিতীয়া সুন্দরী সন্দেহ নাই, কিন্তু আপনার মত দুর্ভাগিণীও বুঝি আর কেউ নাই।

উদী। দুর্ভাগিণী! আমি।

চঞ্চল। হ্যাঁ, আপনি! প্রবল প্রতাপ আলমগীর বাদশা, যাঁর রক্ত চক্ষু দেখলে আসমুদ্র হিমালয় কম্পিত হয়, সেই দুনিয়া জয়ী সম্রাটকে আপনি হাতের মুঠোয় পেয়েছিলেন। আপনার প্রতি তাঁর এমন দুর্ব্বার আকর্ষণ ছিল যে নিজে ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমান হয়ে, শুধু আপনাকে সন্তুষ্ট রাখতে আপনার সরাব পান, ভোগ বিলাস, কিছুই তিনি বাধা দেননি। সেই সম্রাটকে, সত্য করে বলুন তো বেগমসাহেবা, কোনদিন আপনি আত্মভোলা হয়ে ভালবেসেছেন?

উদী। রূপনগরী!

চঞ্চল। না বাসেননি, ভালবাসলে আপনি সম্রাটকে দিয়ে অনেক মহান কর্ত্তব্য সম্পাদন করাতে পারতেন। আপনার ভালবাসা পেলে ক্ষুদ্র রূপনগরওয়ালীকে ধরবার জন্য দিল্লীশ্বর সমুদ্রতুল্য অপরিমেয় বাহিনী নিয়ে আজ দোবারি ঘাটে আত্ম জীবন বিপন্ন করতে আসতেন না।

উদী। রূপনগরওয়ালী, সম্রাট বিপন্ন!

চঞ্চল। হ্যাঁ, বেগমসাহেবা, আজ দুদিন হল দোবারিঘাটে তিনি প্রবেশ করেছেন। সম্মুখে পশ্চাতে সুড়ঙ্গ পথ রাজপুত সৈন্যেরা পাহাড় প্রমাণ স্তুপাকার বৃক্ষ দিয়ে নিরুদ্ধ করে দিয়েছে। এগুবার পথ নাই, বাইরে যাবারও পথ নাই। কোনরকমে বৃক্ষ স্তুপ একটু সরিয়ে পথ করবার চেষ্টা করলেই পাহাড়ের ওপর থেকে শিলা আর গোলাবৃষ্টি হচ্ছে। পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত বাদশাহ আলমগীর আজ দুদিন হল সেই গুহা মধ্যে নিশ্চিত মৃত্যুর অপেক্ষা কর্চ্ছেন।

উদী। দুদিন, দুদিন ধরে সম্রাট দোবারি ঘাটে আবদ্ধ! রূপনগর-ওয়ালী, আমি যে কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না! আমি তবে তোমার এখানে কবে এসেছি?

চঞ্চল। এসেছেন দুদিন পূর্ব্বে।

উদী। দুদিন পূর্ব্বে সে কি—

চঞ্চল। হ্যাঁ বেগম সাহেবা, বন্দিনী হবার সময় আপনি এত বেশী সুরাপান করেছিলেন যে এখানে এসে দুদিন বেহুঁস হয়ে কাটিয়েছেন, আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা থাকলেও এ দুদিন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারিনি। আজ আপনাকে সম্পূর্ণ সুস্থ জেনেই আপনার কাছে এসেছি।

উদী। হুঁ! দুনিয়ার বাদশাহ আজ দোবারী পথে বন্দী, আর আমি

চার উদিপুরি বেগম, রাণা রাজসিংহের গৃহে সুরাপানে বেহুঁস। হাঃ হাঃ হাঃ [উন্মাদিনীর ন্যায় হাসিতে লাগিল

চঞ্চল। বেগম সাহেবা, বেগম সাহেবা—

(বাদীর প্রবেশ, হাতে সুরাপাত্র)

উদী। এই কি, এনেছিস্...সরাব ?

বাঁদী। নির্ম্মল মা পাঠিয়ে দিলেন।

উদী। দে, আমায় দে, সরাব দে—আজ সরাব খাব না, আজ আমার আনন্দের দিন, বড় আনন্দের দিন— [সরাব খাইতে গেল

চঞ্চল। বেগম সাহেবা, আমার অনুরোধ (হাত ধরিল)

উদী। চুপ, কান্না শুনতে পাচ্ছ রূপনগরী ! কাঁদছে !

চঞ্চল। কে ?

উদী। তাতো জানি না ; বড় কাঁদছে—কাঁদতে কাঁদতে পাথরের বুকে আছড়ে পড়ছে ! বলছে, বড় পিপাসা, জল দাও, জল দাও ! চোখের জলে পাহাড় ভিজে গেল, তবু পাহাড়ের বুক ভেঙ্গে এক ফোঁটা জলও নেমে এল না। কে—কেও হতভাগিণী বালিকা জলের জন্য আর্ত্তনাদ কচ্ছে—কার ওই শূন্যপানে তাকিয়ে জলের জন্য আকুল মিনতি !

(নির্ম্মলের প্রবেশ)

নির্ম্মল। মিনতি কচ্ছে, শাজাদী জেব উন্নিসা—

উদী। জেব অন্নিসা।

নির্ম্মল। হাঁ, বেগম সাহেবা, গুহা প্রবেশের পথে রাজপুত সৈন্য বাদশাহের সমস্ত রসদ ও পানীয় জল লুট করে নিয়েছে। আজ দুদিন হল গুহা মধ্যে আবদ্ধ পিপাসার্ত্ত, ক্ষুধিত আলমগীর ; সঙ্গে তাঁর আদরিণী কন্যা জেব উন্নিসা।

উদী। কিন্তু—কিন্তু তুমি এ সংবাদ কি করে জানলে ইমলি বেগম—

নির্ম্মল। বাদশাহের কাছে একটি শিক্ষিত পত্রবাহী পারাবত রেখে এসেছিলুম। জেব উন্নিসা বাদশাহকে বহু মিনতি করেছিল, সে পারাবত প্রেরণ করে আমাকে তাঁদের দুর্দ্দশার কথা জানাতে। কিন্তু জগজ্জয়ী বাদশাহের মনে অভিমান হল; ক্ষুৎ পিপাসায় মৃত্যু বরণ করবেন, তবু কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবেন না। তখন নিরুপায় হয়ে জেব উন্নিসা আমাকে পত্র পাঠিয়েছে সেই পারাবতের পায়ে বেঁধে। লিখেছে, চাই জল, চাই আহার্য্য!

উদী। চাই জল, চাই আহার্য্য! জগজ্জয়ী আলমগীর কন্যা আজ ক্ষুদ্র রাজপুত কন্যার কাছে প্রার্থনা কচ্ছে চাই জল···চাই আহার্য্য···হাঃ হাঃ হাঃ—

চঞ্চল। বেগম সাহেবা, বেগম সাহেবা—

উদী। রূপনগরী, ইমলি বেগম, আজ উদিপুরীরও সব দর্প চূর্ণ হয়ে গেছে। ইচ্ছা হয়, তোমরা আমাকে আজীবন বন্দী করে রাখ; তবু আমার স্বামী, আমার কন্যার জন্য আমি আজ তোমাদের কাছে সকাতরে করযোড়ে প্রার্থনা কচ্ছি···

চঞ্চল। করেন কি বেগম সাহেবা, কার কাছে মস্তক অবনত করেন! সম্রাটকে জল দান···সে তো আমাদের পরম সৌভাগ্য।

উদী। রূপনগরী!

চঞ্চল। যাও সখি, মাণিকলালকে সংবাদ দাও। সে যেন মহারাণাকে সব কথা খুলে বলে। যেমন করে হোক সন্ধি করা চাই।

উদী। আর একটী কথা, সম্রাট আমায় উদিপুরী বেগম বলে ডাকতেন। আমি উদিপুরী নামের সম্পূর্ণ অযোগ্যা; তবু, তবু এই উদয়পুরে এসে আজ মনে হচ্ছে হয়তো আমি উদিপুরী নামের মর্য্যাদা রাখতে পারি যদি উদয়পুরের মহারাণাকে ভাই বলে ডাকবার অধিকার পাই। মহারাণাকে আমার অনুরোধ জানিও, তিনি কি এ দীন ভগ্নীর আবেদন শুনবেন না?

নির্ম্মল। নিশ্চয় শুনবেন বেগম সাহেবা। উদিপুরী বেগম, বলতে কুণ্ঠা নেই, এতদিন আমি মনে মনে তোমাকে ঘৃণা করতুম; আজ নাও তুমি আমার অন্তরের অভিবাদন।

তৃতীয় দৃশ্য

দোবারী—রাজসিংহের শিবিরসান্নিধ্য

রাজসিংহ, মাণিকলাল ও দয়ালশা

রাজ। তুমি কি বলছ মাণিকলাল। যুদ্ধ এখনো শেষ হল না, এ সময় তুমি কোথায় চলে যাবে ?

মাণিক। অন্য যে কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে আমায় প্রেরণ করুণ মহারাণা, এখানে থাকতে আমার মন চাইছে না।

রাজ। কেন মাণিকলাল ?

মাণিক। এখানে তো কোন কাজ নেই প্রভু! কাজের মধ্যে শুধু ক্ষুধার্ত্ত মোগল সৈন্যের শুষ্ক মুখ দেখা, আর তাদের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ শোনা। তাও মাঝে মাঝে পাহাড়ের ওপর গাছে উঠে দেখে আসছি। কিন্তু সে কাজ যাকে অনুমতি দেবেন, সেই পারবে। আপনি আমায় দোবারি হতে অন্য কোথাও প্রেরণ করুন মহারাণা।

রাজ। তাহলে তোমার বিবেচনায় এই মোগলবাহিনীকে এভাবে বধ করা অন্যায় ? কিন্তু খাদ্যাভাবে, জলাভাবে একটা প্রাণীকে মরতে দেখলেও দুঃখ হয়।

মাণিক। যুদ্ধে লক্ষ লোক মরতে দেখলেও কষ্ট হয় না ; কিন্তু···

রাজ। হুঁ, তবে এই অবরুদ্ধ সেনাবাহিনীর সম্বন্ধে কি করা উচিত ?

মাণিক। মহারাণা, আমার এত বুদ্ধি নাই যে আপনাকে পরামর্শ দিই। তবে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে সন্ধিস্থাপনের এই উত্তম সময়। জঠরাগ্নি-দাহের সময় মোগল যত নরম হবে, ভরা পেটে কথনো তেমন হবে না।

রাজ। সন্ধি স্থাপন! আমিও সে কথা ভাবছিলুম মাণিকলাল! দয়ালশা, তোমার কি মত ?

দয়াল। সন্ধির প্রস্তাব কেন ওঠে মহারাণা ? কৈ, ঔরঙ্গজেব

তো সন্ধির জন্ম আমাদের কাছে দূত পাঠাননি ? গরজ কার ? তাঁর না আমাদের ?

রাজ। ভুল বলছ দয়ালশা ! দূত কেমন করে আসবে ! সে রন্ধ্র পথের ভেতর থেকে একটা পিঁপড়ে ওপরে আসবারও পথ রাখিনি আমরা।

দয়াল। তবে আমাদের দূত যাবে কেমন করে ? সেবার বাদশাহ আমাদের দূত এই মাণিকলালকে বধ করবার আদেশ দিয়েছিলেন, এবার যে সে আজ্ঞা দেবেন না, তারই বা নিশ্চয়তা কি ?

রাজ। না, এবার যে বধ করবে না, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত। কেননা, এ সন্ধি হবে বাদশাহেরই মঙ্গলের জন্য। আমি শুধু ভাবছি, আমাদের দূত সেখানে যাবে কি করে ?

(নির্ম্মলকুমারীর প্রবেশ)

। সে ব্যবস্থা আমি করতে পারি মহারাণা।

মাণিক। একি ! নির্ম্মল !

রাজ। নির্ম্মলকুমারী ! রূপনগরের রাজকন্যার সখি !

নির্ম্মল। হ্যাঁ মহারাণা, উদয়পুরের ভাবী মহিষীর সখিরূপে আমি মহারাণার নিকট অনেক কিছু দাবী করতে পারি, তবু এতদিন কিছু চাইনি। আজ এই প্রথম এসেছি মহারাণাকে একটা অনুরোধ করতে।

রাজ। বল কি চাই ?

নির্ম্মল। বাদসাহের কন্যা শাজাদী জেবউন্নিসা ক্ষুধায় পিপাসায় কাতর হয়ে পত্রবাহী পারাবত মারফৎ আমায় সংবাদ পাঠিয়েছেন।

রাজ। স্বয়ং দিল্লীশ্বরের কন্যা সংবাদ পাঠিয়েছেন...তিনি ক্ষুধায়, পিপাসায় কাতর ! আর তবে মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়। যাও মাণিকলাল, পাহাড়ের ওপর থেকে শ্বেত পতাকা উড্ডীন কর। রন্ধ্র মুখের বৃক্ষস্তূপ অপসারিত করতে আদেশ দাও।

মাণিক। যথা আজ্ঞা মহারাণা—   [প্রস্থান

দয়াল। মহারাণা, তা হলে সন্ধি স্থাপনই স্থির করলেন ?

রাজ। এখনও তোমার সংশয় দয়ালশা !

দয়াল। যদি আসন্ন মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা পেয়ে তারপর মোগল আবার সে সন্ধি ভঙ্গ করে ?

নির্ম্মল। না, সন্ধি ভঙ্গ হবেনা, তার প্রমাণ…এস সখি, বৃদ্ধ দয়ালশা আমাদের পিতৃতুল্য, তাঁকে সঙ্কোচ নেই। উদয়পুরের মহারাণার ভগ্নিকে তাঁর ভাইয়ের কাছে নিয়ে এস।

(উদীপুরীকে লইয়া চঞ্চলকুমারীর প্রবেশ).

রাজ। কে—ইনি ?

উদী। আমি উদিপুরী—

রাজ। উদিপুরী! শাহানশা আলমগীরের মহিয়সী বেগম!

উদী। শাহানশা আমায় উদিপুরী বলে ডাকতেন, কিন্তু আমি সে নামের অযোগ্য। আজ উদিপুরী নাম সার্থক করে তুলতে পারি, যদি উদয়পুরের মহারাণা তাঁকে ভাই বলে ডাকবার অধিকার দেন!

রাজ। ভগ্নি! এ অধিকার পেয়ে আমি গৌরবান্বিত হলুম। দেখছ কি দয়ালশা, মাণিকলাল গেছে রুদ্ধ পথ পরিস্কার করে বাদশাহের কাছে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে। উদয়পুরের দ্বারদেশে ক্ষুধিত রাজ অতিথি; যাও, তাঁর সেনাদলের জন্য উপযুক্ত পানীয় ও আহার্য্য প্রেরণ কর।

[দয়ালশার প্রস্থান

চঞ্চল। কিন্তু শুনেছি সম্রাট পণ করেছেন, মৃত্যু বরণ করবেন, তবু কারো করুণা গ্রহণ করবেন না, তাই ভাবছি, পিপাসার্থ সম্রাট ও সম্রাট-নন্দনীর জন্য—

রাজ। তার ব্যবস্থা আমি ঠিক করে রেখেছি রাজকন্যা। অপরাজের আলমগীর ও আলমগীর কন্যাকে জলদান করব সে ঔদ্ধত্য আমার নেই; উদয়পুরের মহারাণার হয়েও তাঁদের জন্য জলপাত্র বহন করে নিয়ে যাবেন আমার ভগ্নী এই উদিপুরী। যাও ভগ্নী, আলমগীরকে জল দান করে উদয়পুরের মান রক্ষা কর।

উদিপুরী। রাণা রাজসিংহ, এতদিন মনে মনে গর্ব্ব ছিল, আমার স্বামী অপরাজের আলমগীর। আজ সে গর্ব্ব, সে গৌরব, আরও মহীয়ান হল এই জেনে যে, আমার স্বামীই শুধু অপরাজের নন্, অপরাজের আমার ভাই মহারাণা রাজসিংহ।

যবনিকা